সহজ ভাষায় কুরআনের গ্রামার

নাহু

Quranic Arabic Learning Cafe

কিছু কথা

আলহামদু লিল্লাহ !

আমাদের কিছু শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে অনুরোধ আসছিল আমাদের ওয়েবসাইট এবং ক্লাস নোটের বিষয়বস্তুগুলো একটি বই আকারে প্রকাশ করার জন্য। সেই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এই ই-বুকটির প্রথম সংস্করণ তৈরি করা হয়। ই-বুকটিতে মূলত পবিত্র কুরআনুল কারীম বুঝার উদ্দেশ্যে আরবি ব্যাকরণের (নাহু) মৌলিক দিকগুলো সহজবোধ্য ও বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সংস্করণে কুইজগুলোর উত্তর সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং ফন্ট সাইজ বড় করা হয়েছে । তবে এরপরেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা হলো—কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখনো অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে আপনাদের মূল্যবান মতামতের ভিত্তিতে বইয়ের বিষয়বস্তু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হবে।

এই ই-বুকটির কম্পোজ ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে অনেকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রয়েছে। আল্লাহ তাঁদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন!

আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমীন!

মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান

দ্বিতীয় সংস্করণ : ৫ মে ২০২৫

ইমেইল : quranicarabiclearningcafe@gmail.com

ওয়েবসাইট: www.quranicarabiclearningcafe.com

www.aliencompass.com

সূচীপত্র

পবিত্র কুরআনের ব্যাকরণ শেখার জন্য লক্ষণীয় বিষয় সমূহ ১

পদ

পদ/ Parts of Speech ৩

পদের প্রকারভেদ ৩

ইসমের পরিচিতি ৪

ইসমের বৈশিষ্ট্য/Properties of Ism ৫

স্ট্যাটাস/Status ৬

হেভি বনাম লাইট ৭

কুইজ-১ : ইসমের পরিচিতি-১ ৯

লাইট/Light ফর্মের ব্যবহার ১০

নমনীয়তা/ Flexibility ১৩

বচন/Number ১৫

পুরুষবাচক বহুবচন ইসম করার নিয়ম ১৬

অনিয়মিত বহুবচন/Broken Plural ১৯

অর্থগত কারণে বহুবচন/إِسْم جَمْع ২১

লিঙ্গ/Gender ২২

যেসব কারণে একটি ইসম স্ত্রীবাচক হয় ২২

আরবরা যেসব শব্দকে স্ত্রীবাচক হিসাবে বিবেচনা কর ২৫

স্ত্রীবাচক একবচন ইসম গঠন করার নিয়ম ২৬

স্ত্রীবাচক বহুবচন ইসম গঠন করার নিয়ম ২৮

টাইপ/Type ৩০

যেসব কারণে একটি ইসম নির্দিষ্ট হয় ৩১

ইসমের বৈশিষ্ট্যের মানচিত্র ৩৩

মুসলিমুন চার্ট ৩৪

نَاصِرٌ ইসম দিয়ে মুসলিমুন চার্টের অনুকরণে ৫৪ টি ফর্ম ৩৬

সূচীপত্র

مُعَلِّمٌ ইসম দিয়ে মুসলিমুন চার্টের অনুকরণে ৫৪ টি ফর্ম ৩৮
কুইজ-১ মুসলিমুন চার্ট পুরুষবাচক ৩৯
কুইজ-২ মুসলিমাতুন চার্ট (স্ত্রীবাচক) ৪২
সর্বনাম/Pronoun ৪৪
মুক্ত সর্বনাম / Detached Pronoun ৪৪
যুক্ত সর্বনাম/Attached Pronoun ৪৫
সর্বনামের ব্যবহার ৪৭
বিভিন্ন মুক্ত সর্বনামের চারটি বৈশিষ্ট্য ৫২
কুইজ -১ সর্বনাম ৫৩
কুইজ-১ : পদ ৫৪
কুইজ-২: পদ ৫৬
كَافِرٌ ইসম দিয়ে মুসলিমুন চার্টের অনুশীলন ৫৮
স্ট্যাটাসের উপর অনুশীলন ৬০

বাক্যাংশ

বাক্যাংশের/Fragment পরিচিতি ৬২
বাক্যাংশ-১ জার্ মাজরুর ৬৩
বাক্যাংশ-২ মুদফ ও মুদফ ইলাইহি ৬৭
মুদফ ও মুদফ ইলাইহির দ্বিস্তরের সম্পর্ক ৭০
জার্ মাজরুর এবং মুদফ ও মুদফ ইলাইহি সমন্বিত বাক্যাংশ ৭১
বাক্যাংশ-৩ বিশেষ মুদফ ও মুদফ ইলাইহি ৭৩
বাক্যাংশ-৪ মাউসুফ সিফাহ ৭৬
জার্ মাজরুর এবং মাউসুফ সিফাহ সমন্বিত বাক্যাংশ ৭৮

সূচীপত্র

মুদফ ও মুদফ ইলাইহি এবং মাউসুফ সিফাহর সমন্বিত বাক্যাংশ ৮০
বাক্যাংশ- ৫ হারফুন নাসব ও ইহার ইসম ৮১
হারফুন নাসব ও ইহার ইসম এবং মুদফ ও মুদফ ইলাইহি সমন্বিত বাক্যাংশ ৮৩
বাক্যাংশ- ৬ ইসমুল ইশারা ও মুশারুন ইলাইহি ৮৪
ইসমুল ইশারা ও মুশারুন ইলাইহির অন্য বাক্যাংশের সাথে সমন্বিত ব্যবহার ৮৫
যৌগিক বাক্যাংশ/Compound Fragment ৮৭
হারফুল আতফ, মা'তুফ ও মা'তুফ আলাইহি ৮৯
হারফুন নিদা ও মুনাদা ৯০
বাক্যাংশের উপর শেষ মন্তব্য ৯৫
কুইজ -১ (বাক্যাংশ) ৯৫
কুইজ -২ (বাক্যাংশ) ৯৭
বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল ফাতিহা ৯৯
বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল আসর ১০০
বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল হুমাযাহ ১০১
বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল ফীল ১০৩
বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল কুরাইশ ১০৪
বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল মাউন ১০৫
বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল কাওসার ১০৬
বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল কাফিরুন ১০৭
বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল নাসর ১০৮
বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল মাসাদ ১০৯
বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল ইখলাস ১১০

সূচীপত্র

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল ফালাক ১১০

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল নাস ১১১

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-নামাজের ছানা ১১২

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-তাশাহুদ ১১৩

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-দুরুদ শরীফ ১১৪

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-দুয়া মাসুরা ১১৫

নামমাত্র বাক্য গঠন

জুমলা ইসমিয়া/নামমাত্র বাক্য/Nominal Sentence ১১৬

জুমলা ইসমিয়া/নামমাত্র বাক্যের প্যাটার্ন ১১৭

জুমলা ইসমিয়া বাক্যের প্যাটার্ন-১ : মুবতাদা + খবর ১১৮

জুমলা ইসমিয়া বাক্যের প্যাটার্ন-২ : মুবতাদা + মুতাআল্লিক বিল খবর ১২১

জুমলা ইসমিয়া বাক্যের প্যাটার্ন-৩ : মুতাআল্লিক বিল খবর + মুবতাদা ১২৩

জুমলা ইসমিয়া বাক্যের প্যাটার্ন-৪: মুবতাদা + খবর + মুতাআল্লিক বিল খবর ১২৬

জুমলা ইসমিয়া বাক্যের প্যাটার্ন-৫: মুবতাদা + মুতাআল্লিক বিল খবর + খবর ১২৭

জুমলা ইসমিয়া বাক্যের প্যাটার্ন-৬: মুবতাদা + খবর + খবর ১৩১

জুমলা ইসমিয়া বাক্যের প্যাটার্ন-৭: মুবতাদা (সর্বনাম) + খবর ১৩৩

জুমলা ইসমিয়া বাক্যের প্যাটার্ন -৮ : বিবিধ ১৩৫

মিশ্র বাক্য ১৩৯

না-বোধক নামমাত্র বাক্য গঠন

লাইসা/لَيْسَ -র মাধ্যমে জুমলা ইসমিয়ার না-বোধক বাক্য গঠন ১৪০

পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে لَيْسَ/লাইসার উদাহরণ ১৪৩

লান না-ফিয়াতু লিল জিন্স/لا النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ ১৪৭

কুইজ -১ (নামমাত্র বাক্য) ১৫০

কুইজ -২ (নামমাত্র বাক্য) ১৫১

পবিত্র কুরআনের ব্যাকরণ শেখার জন্য লক্ষণীয় বিষয় সমূহ

ওয়াকফ না করে পড়লে উচ্চারণ কেমন হতো

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করার সময়, আমরা ওয়াকফের নিয়ম মেনে চলি এবং প্রয়োজনে উচ্চারণ ছেঁটে ফেলি। কিন্তু ব্যাকরণ শিখার জন্য উচ্চারণটি ছেঁটে না ফেললে কেমন হতো লক্ষ্য রাখতে হবে। বিষয়টি বোঝার জন্য নিচের টেবিলে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো:

কী ছিল	কী পড়ি	আয়াত
আহাদুন	আহাদ্	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
লুমাযাতিন	লুমাযাহ্	وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ
আল্লাহু	আল্লাহ্	إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ
লিল্লাহি	লিল্লাহ্	الْحَمْدُ لِلَّهِ

না মিলিয়ে পড়লে কেমন হতো

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করার সময়, আমরা তাজবীদের নিয়ম অনুসরণ করে একটি শব্দের সাথে অন্য একটি শব্দকে মিলিয়ে পড়ি। এটি তিলাওয়াতের জন্য ঠিক আছে। কিন্তু ব্যাকরণ বোঝার জন্য আমাদের প্রতিটি শব্দ আলাদা করে বুঝতে হবে। অতএব, লক্ষ্য রাখতে হবে একটি শব্দের সাথে অন্য একটি শব্দকে মিলিয়ে ফেলার আগে শব্দের প্রকৃত রূপ কী ছিল। বিষয়টি বোঝার জন্য নিচের টেবিলে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো:

কী ছিল	কী পড়ি	আয়াত
বিসমি আল্লাহি আররহমানি আররহিমি	বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
কূল হুয়া আল্লাহু আহাদুন	কূল হুয়াল্লাহু আহাদ	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
আল্লাহু আছ্ছমাদু	আল্ল হুছ্ছমাদ	اللَّهُ الصَّمَدُ

নূন/ن হরফকে আলাদা করে গুরুত্ব দিতে হবে :

নূন/ن হরফটি দুইটি রূপে পাওয়া যাবে। একটি দৃশ্যমান এবং আরেকটি লুকায়িত। দৃশ্যমান নূন হরফের ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, কারণ এই নূন হরফটি শব্দের শেষে দেখা যাবে। অন্যদিকে লুকায়িত নূন হরফটি তানবীনের মধ্যে নূন সাকিন হিসাবে লুকায়িত থাকে। যেমন **مُفْلِحُوْنَ** শব্দের মধ্যে নূন/ن হরফটি দেখা যাচ্ছে অন্যদিকে **مُفْلِحٌ** শব্দের মধ্যে নূন হরফ যদিও দেখা যাচ্ছেনা কিন্তু তানবীনকে যদি বিশ্লেষণ করি, তাহলে একটি নূন ছাকিন **حُنْ** পাওয়া যায়।

মাদের হরফ গুলোকে আলাদা করে গুরুত্ব দিতে হবে :

আরবি ব্যাকরণে তিনটি মাদের হরফ রয়েছে যথা **ا و ي** এই তিনটি মৌলিক মাদের হরফের নিয়মগুলো নিম্নরূপ :

ক. যবরের বাম পাশে খালি আলিফ মাদের হরফ। মাদের হরফ হলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন **بَا**

খ. পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও মাদের হরফ। মাদের হরফ হলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন **بُوْ**

গ. যেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া মাদের হরফ। মাদের হরফ হলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন **بِيْ**

ঘ. এছাড়াও খাড়া যবর, খাড়া যের, উল্টা পেশ হলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।

আরবি ব্যাকরণ বুঝার জন্য পূর্বোক্ত মাদের হরফ গুলোর ব্যবহার মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করতে হবে।

প্রদ

পদ/Parts of Speech

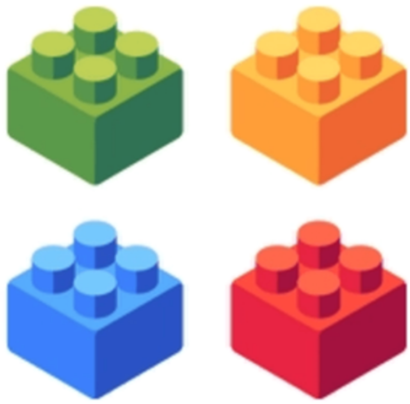

বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দই একেকটি পদ। যেমন রাতুল একজন ছাত্র। এই বাক্যে **রাতুল** একটি পদ, **একজন** একটি পদ এবং **ছাত্র** একটি পদ। আরবি ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যেমন قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ এখানে **قُلْ** একটি পদ, **هُوَ** একটি পদ, **اللّٰهُ** একটি পদ এবং **أَحَدٌ** একটি পদ।

পবিত্র কুরআনের আরবি ব্যাকরণ শেখার জন্য আমাদের যে পদ্ধতি/APPROACH হবে তা হলো আমরা প্রথমে **পদ** সম্পর্কে ধারণা নিবো। তারপর একটি পদের সাথে আরেকটি পদ কিভাবে যুক্ত হয়ে **বাক্যাংশ** তৈরি করে তা শিখবো। যখন পদ এবং বাক্যাংশ সম্পর্কে ধারণা হয়ে গেলো, তখন আমরা বাক্য তৈরি করবো যা মূলত পদ এবং বাক্যাংশের সমন্বয়। কিছুটা ছোটবেলায় বিল্ডিং ব্লক লেগো সেট দিয়ে একটি কাঠামো/STRUCTURE তৈরি করার মতো।

পদের প্রকারভেদ

পবিত্র কুরআনে প্রায় ৭৭,৪৩০ টি শব্দ আছে। এই ৭৭,৪৩০ টি শব্দকে আমরা যদি আরবি ব্যাকরণের পদের প্রকারভেদ অনুযায়ী বিভক্ত করি, তাহলে মাত্র তিনটি পদ পাওয়া যাবে। যথা ইসম, হারফ এবং ফি'ল।

ইংরেজি ও বাংলা ব্যাকরণের সাথে আরবি ব্যাকরণে পদের প্রকারভেদের একটি তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলো:

আরবি	বাংলা	English
ইসম	বিশেষ্য	Noun
	সর্বনাম	Pronoun
	বিশেষণ	Adjective
		Adverb
	অব্যয়	Interjection
ফি'ল	ক্রিয়া	Verb
হারফ	অব্যয়	Preposition
		Conjunction

ইসমের পরিচিতি

ইসম এমন একটি পদ যা একটি বাক্যে ব্যক্তি, স্থান, জিনিস, প্রাণী বা কোন মতের ধারণা দেয়। এমনকি ইসমের মধ্যে সর্বনাম, বিশেষণ ও আরো কিছু অন্তর্ভুক্ত। ইসম কোনো কালের সাথে সম্পর্কিত নয়। আরবি ব্যাকরণে পদ তিন প্রকার। তন্মধ্যে ইসম অন্যতম এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পদ।

নিচের টেবিল থেকে বিভিন্ন ধরণের ইসমের উদাহরণ দেখবো :

ইসমের ধরণ	বাংলা অর্থ	ইসম
ব্যক্তিবাচক নাম/Proper Noun	আদম (আ)	آدَمُ
ব্যক্তিবাচক নাম/Proper Noun	নূহ (আ)	نُوْحٌ
স্থান/Place	মিসর	مِصْرُ
স্থান/Place	মক্কা	مَكَّةُ
জিনিস/Thing	কলম	قَلَمٌ
প্রাণী/Animal	গাভী	بَقَرَةٌ
কোনো মতের ধারণা/Idea	ইসলাম	اَلإِسْلَام
সর্বনাম/Pronoun	সে	هُوَ
বিশেষণ/Adjective	বড়	كَبِيْرٌ
সাধারণ বিশেষ্য/common noun	একজন নেক আমলকারী	مُحْسِنٌ
সাধারণ বিশেষ্য/common noun	একজন অবিশ্বাসী	كَافِرٌ
সাধারণ বিশেষ্য/common noun	একজন মুনাফিক	مُنَافِقٌ
সাধারণ বিশেষ্য/common noun	দুজন মিথ্যাবাদী	كَاذِبَانِ

ইসমের বৈশিষ্ট্য

আরবি ব্যাকরণে প্রতিটি ইসমের চারটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় :

স্ট্যাটাস/STATUS :

একটি ইসম বাক্যে কি ভূমিকা/মর্যাদায় অবস্থান করছে, তা সম্পর্কে ধারণা দেয়। স্টেটাস তিন প্রকার যথা রফা , নাসব এবং জার্ ।

বচন/NUMBER :

বচন দ্বারা ইসমের সংখ্যার ধারণা দেয় যেমন এক, দুই অথবা দুয়ের অধিক।

লিঙ্গ/GENDER :

ইসমটি পুরুষবাচক অথবা স্ত্রীবাচক এ সম্পর্কে ধারণা দেয়।

টাইপ/TYPE :

ইসমটি নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট এ সম্পর্কে ধারণা দেয়।

নিচের টেবিল থেকে কুরআনে ব্যবহৃত কিছু ইসমের চারটি বৈশিষ্ট্য দেখবো:

টাইপ	লিঙ্গ	বচন	স্টেটাস	বাংলা অর্থ	ইসম
নির্দিষ্ট	পুরুষবাচক	বহুবচন	নাসব/জার্	সমুদয় সৃষ্ট-জগত	الْعَالَمِينَ
নির্দিষ্ট	পুরুষবাচক	একবচন	রফা	সে	هُوَ
অনির্দিষ্ট	পুরুষবাচক	বহুবচন	রফা	বে-খবর	سَاهُونَ
অনির্দিষ্ট	স্ত্রীবাচক	একবচন	নাসব	আগুন	نَارًا
নির্দিষ্ট	পুরুষবাচক	বহুবচন	রফা	কাফেরগণ	الْكَافِرُونَ

স্ট্যাটাস/Status

আরবী ব্যাকরণে স্ট্যাটাস অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা/Concept. স্ট্যাটাস দিয়ে একটি ইসম বাক্যে কি ভূমিকা/মর্যাদায় অবস্থান করছে, তা বুঝানো হয়। যেমন একটি বাক্যে একটি ইসম কখনো বাক্যের কর্তা/Subject হিসেবে কাজ করতে পারে, কখনো কর্ম/Object হিসেবে কাজ করতে পারে আবার কখনো সম্বন্ধসূচক/Possessive Adjective ভূমিকায় থাকতে পারে।
স্ট্যাটাস/Status শুধুমাত্র ইসমের জন্য প্রযোজ্য।

উদাহরণস্বরূপ নিচের তিনটি বাক্য লক্ষ্য করি :

- আ'বিদ ইংরেজি পড়ায় (Abid teaches English) -এখানে আ'বিদ কর্তা/Subject হিসেবে কাজ করছে।
- কিন্তু আমি আ'বিদকে আরবি পড়াই (But I teach Abid Arabic) - এখানে আ'বিদ কর্মবাচক/Object হিসেবে কাজ করছে।
- আ'বিদের উচ্চারণভঙ্গি অনেক ভালো (Abid's accent is much better) - এখানে আ'বিদ সম্বন্ধসূচক/Possessive Adjective হিসেবে কাজ করছে।

আরবি ব্যাকরণে স্ট্যাটাস তিন প্রকার:

- রফা/**رفع**/কর্তা/Subject
- নাসব/**نصب**/কর্মবাচক/Object
- জার/**جار**/সম্বন্ধসূচক/Possessive Adjective

প্রতিটা ইসম উপরের তিনটি স্ট্যাটাসে থাকতে পারে। কখন কোন্ স্ট্যাটাসে থাকবে এটা নির্ভর করবে ইসমটি বাক্যে কোন্ ভূমিকায় আছে। স্ট্যাটাস পরিবর্তনের সাথে সাথে কিছু ইসমের চেহারা পরিবর্তন হয় আবার কিছু ইসমের চেহারা পরিবর্তন হয়না। এই কারণগুলো বিস্তারিত আমরা পরবর্তী পোস্টগুলো থেকে পড়বো ইন শা আল্লাহ।

নিচের টেবিল থেকে একই ইসম ভিন্ন ভিন্ন স্ট্যাটাসে দেখতে কেমন হয় এটার একটা ধারণা নিবো :

জার্	নাসব	রফা	ইসম
صَالِحٍ	صَالِحًا	صَالِحٌ	একজন নেককার ব্যক্তি
مُبَشِّرٍ	مُبَشِّرًا	مُبَشِّرٌ	একজন সুসংবাদদাতা
شَاهِدٍ	شَاهِدًا	شَاهِدٌ	একজন সাক্ষ্যদাতা
سَاجِدٍ	سَاجِدًا	سَاجِدٌ	একজন সিজদাকারী
كَافِرٍ	كَافِرًا	كَافِرٌ	একজন অবিশ্বাসী
ظَالِمٍ	ظَالِمًا	ظَالِمٌ	একজন জুলুমকারী
خَاسِرٍ	خَاسِرًا	خَاسِرٌ	একজন ক্ষতিগ্রস্থ
مُحَمَّدٍ	مُحَمَّدًا	مُحَمَّدٌ	মুহাম্মাদ (নাম)
نَاصِرٍ	نَاصِرًا	نَاصِرٌ	একজন সাহায্যকারী
كُمْ	كُمْ	أَنْتُمْ	তোমরা
هٰذَا	هٰذَا	هٰذَا	এটা

বাক্যে ইসমটি কোন ভূমিকায় আছে ইহার উপর নির্ভর করে ইসমের অর্থ কিছুটা পরিবর্তিত হবে। যেমন, তোমরা -> তোমাদেরকে -> তোমাদের অথবা আমি -> আমাকে -> আমার ইত্যাদি।

হেভি বনাম লাইট

হেভি/HEAVY

স্বাভাবিকভাবে একটি ইসম সবসময় হেভি/HEAVY ফর্মে থাকবে। হেভি ফর্মে একবচনের ক্ষেত্রে তানউইন পাওয়া যাবে। দুই পেশ, দুই যবর, দুই যের কে তানউইন বলা হয়। তানউইনের ভিতরে নূন সাকিন লুকায়িত থাকে। দ্বিবচন ও বহুবচনের ক্ষেত্রে একটি দৃশ্যমান নূন ن হরফ আসে। যেমন:

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	পুরুষবাচক
مُسْلِمُونَ	مُسْلِمَانِ	مُسْلِمٌ	রফা
مُسْلِمِينَ	مُسْلِمَيْنِ	مُسْلِمًا	নাসব
مُسْلِمِينَ	مُسْلِمَيْنِ	مُسْلِمٍ	জার্

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	স্ত্রীবাচক
مُسْلِمَاتٌ	مُسْلِمَتَانِ	مُسْلِمَةٌ	রফা
مُسْلِمَاتٍ	مُسْلِمَتَيْنِ	مُسْلِمَةً	নাসব
مُسْلِمَاتٍ	مُسْلِمَتَيْنِ	مُسْلِمَةٍ	জার্

লাইট/LIGHT

লাইট ফর্মে একবচনের ক্ষেত্রে কোনো তানউইন থাকে না এবং দ্বিবচন ও বহুবচনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নূন ن হরফটি আসে না। তবে মূল শব্দের গঠনের মধ্যে নূন থাকলে সেটি ভিন্ন কথা। তাছাড়া ইসমের শুরুতে কোনো অতিরিক্ত আলিফ লাম থাকেনা তবে মূল শব্দের গঠনের মধ্যে আলিফ লাম থাকলে সেটি ভিন্ন কথা। যেমন :

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	পুরুষবাচক
مُسْلِمُوْ	مُسْلِمَا	مُسْلِمُ	রফা
مُسْلِمِيْ	مُسْلِمَيْ	مُسْلِمَ	নাসব
مُسْلِمِي	مُسْلِمَيْ	مُسْلِمِ	জার্

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	স্ত্রীবাচক
مُسْلِمَاتُ	مُسْلِمَتَا	مُسْلِمَةُ	রফা
مُسْلِمَاتِ	مُسْلِمَتَيْ	مُسْلِمَةَ	নাসব
مُسْلِمَاتِ	مُسْلِمَتَيْ	مُسْلِمَةِ	জার্

কুইজ ইসমের পরিচিতি-১

১. একটি ইসমের সর্বদা কয়টি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়?	
২	৩
৪	৫

২. আরবি ব্যাকরণে বচন কত প্রকার?	
২	৩
৪	৫

৩. আরবি ব্যাকরণে, প্রতিটি ইসম হয় পুরুষবাচক বা স্ত্রীবাচক ।	
সত্য	মিথ্যা

৪. আরবি ব্যাকরণে, প্রতিটি ইসম হয় নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট।	
সত্য	মিথ্যা

৫. একটা ইসমের সর্বদা কতটি স্ট্যাটাস পাওয়া যায় ?	
২	৩
৪	৫

৬. ইসম الْمُحْسِنِ এর স্ট্যাটাস ও টাইপ কি ?	
রফা ও নির্দিষ্ট	নাসব ও নির্দিষ্ট
জার্ ও নির্দিষ্ট	জার্ ও অনির্দিষ্ট

৭. ইসম الْمُفْسِدُ এর হেভি ও নাসব ফর্ম কি ?	
مُفْسِدٍ	مُفْسِدَ
مُفْسِدُ	مُفْسِدًا

৮. নিচের কোন ইসমটি লাইট নাসব ফর্মের উদাহরণ ?	
الكَاذِبَ	مُنْذِرًا
المُحْسِنَ	مُنْذِرَ

৯. লাইট ফর্মের ইসমের শেষে _______থাকতে পারে	
তানউইন	হারফ ن
উভয়টি	কোনটি নয়

১০. আলিফ লাম যুক্ত _________	
No তানউইন/নূন	তানউইন মুক্ত

উত্তর : কুইজ -১ (নামমাত্র বাক্য)

১	২	৩	৪	৫
৪	৩	সত্য	সত্য	৩
৬	**৭**	**৮**	**৯**	**১০**
জার্ ও নির্দিষ্ট	مُفْسِدُ	مُنْذِرَ	কোনটি নয়	তানউইন মুক্ত

লাইট/Light ফর্মের ব্যবহার

লাইট ইসম বলতে কি বুঝায় ?

যে সকল ইসমের শুরুতে কখনো আলিফ-লাম(ال) আসেনা, একবচনের (পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক) ও স্ত্রীবাচক (বহুবচনের) ক্ষেত্রে কোনো তানউইন হয় না এবং দ্বিবচন (পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক) ও বহুবচনের (পুরুষবাচক) ক্ষেত্রে শেষে অতিরিক্ত নূন হরফটি আসে না, সে সকল ইসম লাইট ফর্মে হয়। কিন্তু যদি ইসমটি PARTLY FLEXIBLE অথবা NON-FLEXIBLE হয়, তাহলে হেভি ফর্ম ও লাইট ফর্ম দেখতে একই রকম হতে পারে।

লাইট/LIGHT ফর্মের ব্যবহার

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ইসমে লাইট ফর্মের ব্যবহার দেখা যায় :

মুদফ লাইট ফর্মে হয়

মুদফ ইলাইহি	মুদফ	বাংলা অর্থ	মুদফ ও মুদফ ইলাইহি
الْفِيلِ	أَصْحَابِ	হস্তির-বাহিনী	أَصْحَابِ الْفِيلِ
هُمْ	كَيْدَ	তাদের চক্রান্ত	كَيْدَهُمْ
اللَّهِ	نَصْرُ	আল্লাহ্‌র সাহায্য	نَصْرُ اللَّهِ
اللَّهِ	دِينِ	আল্লাহ্‌র ধর্ম	دِينِاللَّهِ
النَّاسِ	مَلِكِ	মানুষের মালিক	مَلِكِ النَّاسِ

মুনাদা লাইট ফর্মে হয়

মুনাদা	হারফুন নিদা	বাংলা অর্থ	আরবি
سَمَاءُ	يَا	হে আকাশ	يَا سَمَاءُ
جِبَالُ	يَا	হে পাহাড়গুলো	يَا جِبَالُ
مَالِكُ	يَا	হে মালিক	يَا مَالِكُ
نَارُ	يَا	হে আগুন	يَا نَارُ

লান না-ফিয়াতু লিল জিনসের ইসম লাইট ফর্মে হয়

বাকি অংশ	ইসম (একবচন, Light, অনির্দিষ্ট এবং নাসব)	لا
إِلَّا اللَّهُ	إِلَٰهَ	لَا
আল্লাহ ব্যতীত	(কোনো) উপাস্য	নেই
إِلَّا بِاللَّهِ	قُوَّةَ	لَا
আল্লাহ্‌ (শক্তি) ছাড়া	(কোনো) শক্তি	নেই
لَهُ	شَرِيكَ	لَا
তাঁর জন্য	কোনো অংশীদার	নেই
فِيهِ	رَيْبَ	لَا
এর মধ্যে	(কোনো) সন্দেহ	নেই

PARTLY FLEXIBLE ইসমের ক্ষেত্রে

ক. কুরআনে উল্লেখিত কিছু জায়গার নাম লাইট ফর্মে হয়

জার	নাসব	রফা
جَهَنَّمَ	جَهَنَّمَ	جَهَنَّمُ
مَكَّةَ	مَكَّةَ	مَكَّةُ
يَثْرِبَ	يَثْرِبَ	يَثْرِبُ

খ. কুরআনে উল্লেখিত কিছু ব্যক্তি/নবীর নাম লাইট ফর্মে হয়

জার	নাসব	রফা
إِبْرَاهِيمَ	إِبْرَاهِيمَ	إِبْرَاهِيمُ
مَرْيَمَ	مَرْيَمَ	مَرْيَمُ
يُوسُفَ	يُوسُفَ	يُوسُفُ
هَارُونَ	هَارُونَ	هَارُونُ
يَعْقُوبَ	يَعْقُوبَ	يَعْقُوبُ
إِسْمَاعِيلَ	إِسْمَاعِيلَ	إِسْمَاعِيلُ

গ. কুরআনে উল্লেখিত নির্দিষ্ট কিছু বহুবচন লাইট ফর্মে হয়

বাংলা অর্থ	আরবি শব্দসমূহ
দুয়ের বেশি মাসজিদ	مَسَاجِدُ
দুয়ের বেশি নবী	أَنْبِيَاءُ

ঘ. কুরআনে উল্লেখিত তুলনামূলক বিশেষণ লাইট ফর্মে হয়

বাংলা অর্থ	আরবি শব্দসমূহ
তুলনামূলকভাবে বেশি বড়	أَكْبَرُ
তুলনামূলকভাবে বেশি ভালো	أَحْسَنُ

নমনীয়তা/ Flexibility

নমনীয়তা/ FLEXIBILITY

একটি ইসমের স্ট্যাটাস সাধারণভাবে রফা, নাসব এবং জারের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়ে থাকে, যেমনটা আমরা মুসলিমুন চার্টের একবচনের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। অন্যদিকে মুসলিমুন চার্টের দ্বিবচন/বহুবচনের ক্ষেত্রে অথবা মুসলিমুন চার্ট ছাড়াও অন্যান্য ইসমের ক্ষেত্রে নাসব এবং জারের ফর্মগুলো দেখতে একইরকম হয়। আবার কিছু ইসম মোটেই মুসলিমুন চার্ট অনুসরণ করে না অর্থাৎ রফা, নাসব এবং জারের ক্ষেত্রে দেখতে একইরকম হয়। ইসমের এই বিষয়টাকে নমনীয়তা/ Flexibility বলা হয়।

নমনীয়তা/ Flexibility-র ভিত্তিতে ইসম তিন প্রকারের হয় যথা :

Fully Flexible ইসম

যে ইসম প্রতিটা স্ট্যাটাসের জন্য দেখতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়, ঐ ইসমকে Fully Flexible বলা হয়।

Partly Flexible ইসম

যে ইসম নাসব এবং জার স্ট্যাটাসের জন্য দেখতে একইরকম হয়, ঐ ইসমকে Partly Flexible বলা হয়।

Non Flexible ইসম

যে ইসম রফা, নাসব এবং জার স্ট্যাটাসের জন্য দেখতে একইরকম হয়, ঐ ইসমকে Non Flexible বলা হয়।

Non Flexible	Partly Flexible	Fully Flexible	স্ট্যাটাস
عِيسىٰ	مَرْيَمُ	مُعَلِّمٌ	রফা
عِيسىٰ	مَرْيَمَ	مُعَلِّمًا	নাসব
عِيسىٰ	مَرْيَمَ	مُعَلِّمٍ	জার

পবিত্র কুরআনুল কারীমে ব্যবহৃত কিছু fully-flexible ইসম

জার	নাসব	রফা
نَاصِرٍ	نَاصِرًا	نَاصِرٌ
مُسْلِمٍ	مُسْلِمًا	مُسْلِمٌ
شَاهِدٍ	شَاهِدًا	شَاهِدٌ
مُفْلِحٍ	مُفْلِحًا	مُفْلِحٌ
كَافِرٍ	كَافِرًا	كَافِرٌ
خَاسِرٍ	خَاسِرًا	خَاسِرٌ

পবিত্র কুরআনুল কারীমে ব্যবহৃত কিছু Partly-flexible ইসম

জার	নাসব	রফা
إِبْرَاهِيمَ	إِبْرَاهِيمَ	إِبْرَاهِيمُ
مَرْيَمَ	مَرْيَمَ	مَرْيَمُ
يُوسُفَ	يُوسُفَ	يُوسُفُ
هَارُونَ	هَارُونَ	هَارُوْنُ
يَعْقُوبَ	يَعْقُوبَ	يَعْقُوبُ
إِسْمَاعِيلَ	إِسْمَاعِيلَ	إِسْمَاعِيلُ
جَهَنَّمَ	جَهَنَّمَ	جَهَنَّمُ

পবিত্র কুরআনুল কারীমে ব্যবহৃত কিছু Non-flexible ইসম

জার	নাসব	রফা
مُوسَىٰ	مُوسَىٰ	مُوسَىٰ
عِيسَىٰ	عِيسَىٰ	عِيسَىٰ
يَحْيَىٰ	يَحْيَىٰ	يَحْيَىٰ
هُدًى	هُدًى	هُدًى
زَكَرِيَّا	زَكَرِيَّا	زَكَرِيَّا

বচন/Number

বচন/NUMBER

বচন/Number একটি ইসমের সংখ্যার ধারণা দেয়। যদিও ইংরেজি বা বাংলা ব্যাকরণে আমরা সাধারণত শুধু একবচন ও বহুবচনের বর্ণনা দেখি কিন্তু আরবি ব্যাকরণে বচন তিন প্রকারের:

একবচন/Singular

যে ইসম একটিমাত্র ব্যক্তি/বস্তু সম্পর্কে ধারণা দেয় তাকে একবচন বলে। যেমন একটি বাড়ি, একটি কলম, একজন মুসলিম ইত্যাদি।

দ্বিবচন/Dual

যে ইসম দুজন ব্যক্তি বা দুটি বস্তু সম্পর্কে ধারণা দেয় তাকে দ্বিবচন বলে। যেমন দুটি বাড়ি, দুটি কলম, দুজন মুসলিম ইত্যাদি।

বহুবচন/Plural

যে ইসম দুইয়ের অধিক সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে ধারণা দেয় তাকে বহুবচন বলে। যেমন দুইয়ের অধিক বাড়ি, দুইয়ের অধিক কলম, দুজনের অধিক মুসলিম ইত্যাদি।

নিচের টেবিল থেকে বাংলা ও আরবি উদাহরণ পাশাপাশি দেখে বচনের বিষয়টা বুঝার চেষ্টা করি

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	.
দুজনের অধিক মুসলিম	দুজন মুসলিম	একজন মুসলিম	বাংলা
مُسْلِمُوْنَ	مُسْلِمَانِ	مُسْلِمٌ	আরবি
দুজনের অধিক সফল ব্যক্তি	দুজন সফল ব্যক্তি	একজন সফল ব্যক্তি	বাংলা
مُفْلِحُوْنَ	مُفْلِحَانِ	مُفْلِحٌ	আরবি
দুজনের অধিক মিথ্যাবাদী	দুজন মিথ্যাবাদী	একজন মিথ্যাবাদী	বাংলা
كَاذِبُوْنَ	كَاذِبَانِ	كَاذِبٌ	আরবি
দুজনের অধিক সাক্ষ্যদাতা	দুজন সাক্ষ্যদাতা	একজন সাক্ষ্যদাতা	বাংলা
شَاهِدُوْنَ	شَاهِدَانِ	شَاهِدٌ	আরবি
দুজনের অধিক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি	দুজন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি	একজন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি	বাংলা
خَاسِرُوْنَ	خَاسِرَانِ	خَاسِرٌ	আরবি

পুরুষবাচক বহুবচন ইসম গঠন করার নিয়ম

তিনটি ধাপে একটি পুরুষবাচক একবচন ইসম (হেভি ফর্ম) থেকে বহুবচন ইসম করতে পারি। নিচে প্রতি ধাপের বর্ণনা দেয়া হলো :

ধাপ-১:

একবচন হেভি ফর্মের রফা ও জার্ স্ট্যাটাসের ইসম থেকে نْ /নূন সাকিনকে সরিয়ে রাখবো।

نْ /নূন সাকিন বিহীন ফর্ম	হেভি ফর্ম	স্ট্যাটাস
مُسْلِمُ	مُسْلِمٌ	রফা
-	مُسْلِمًا	নাসব
مُسْلِمِ	مُسْلِمٍ	জার

ধাপ-২:

নূন সাকিন বিহীন ফর্মের সাথে উপযুক্ত মাদের হরফ যুক্ত করবো:

মাদের হরফ যুক্ত ফর্ম	উপযুক্ত মাদের হরফ	نْ /নূন সাকিন বিহীন ফর্ম	স্ট্যাটাস
مُسْلِمُوْ	وْ	مُسْلِمُ	রফা
-	-	-	নাসব
مُسْلِمِي	يْ	مُسْلِمِ	জার

আরবি ব্যাকরণে তিনটি মাদের হরফ রয়েছে । * যবরের বাম পাশে হলে খালি আলিফ প্রাধান্য পাবে। কারণ যবরের বাম পাশে খালি আলিফ হলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন بَا * পেশের বাম পাশে হলে জযম ওয়ালা ওয়াও প্রাধান্য পাবে।কারণ পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও হলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন بُوْ * অন্যদিকে যেরের বাম পাশে হলে জযমওয়ালা ইয়া প্রাধান্য পাবে। কারণ যেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া হলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন بِيْ

পুরুষবাচক বহুবচন	হারকাত সহ ن	মাদের হরফ যুক্ত ফর্ম	স্ট্যাটাস
مُسْلِمُوْنَ	نَ	مُسْلِمُوْ	রফা
-	-	-	নাসব
مُسْلِمِيْنَ	نَ	مُسْلِمِي	জার

ধাপ-৩:

পুনরায় ن /নূন হরফটিকে যবর হারকাত সহ (نَ) মাদের হরফ যুক্ত ফর্মের সাথে যুক্ত করবো।

নাসব স্ট্যাটাসের জন্য বহুবচনের আলাদা কোনো ফর্ম নেই। জার ফর্ম ও নাসব ফর্মের বহুবচনের ফর্ম একই হবে। নিচের টেবিলে একবচন ও বহুবচনের পরিপূর্ণ চিত্রটি দেয়া হলো :

বহুবচন	একবচন	স্ট্যাটাস
مُسْلِمُوْنَ	مُسْلِمٌ	রফা
مُسْلِمِيْنَ	مُسْلِمًا	নাসব
مُسْلِمِيْنَ	مُسْلِمٍ	জার

নিচের টেবিলে অনুশীলন করার জন্য কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

বহুবচন	একবচন	স্টেটাস
مُفْلِحُوْنَ	مُفْلِحٌ	রফা
?	?	নাসব
?	?	জার

বহুবচন	একবচন	স্টেটাস
?	خَاسِرٌ	রফা
?	?	নাসব
?	?	জার

বহুবচন	একবচন	স্টেটাস
?	شَاهِدٌ	রফা
?	?	নাসব
?	?	জার

অনিয়মিত বহুবচন/Broken Plural

আরবী ব্যাকরণে বহুবচন (Plural) দুই প্রকার-

নিয়মিত বহুবচন جَمْعُ السَّالِمِ (Regular Plural)

নিয়মিত বহুবচন হলো সেই সব ইসম যেগুলো বহুবচন হওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিমুন চার্ট অনুসরণ করে অর্থাৎ পুরুষবাচক হেভি ফর্মে বহুবচন হওয়ার ক্ষেত্রে OONA/EENA দিয়ে শেষ হয় এবং স্ত্রীবাচক হেভি ফর্মে বহুবচন হওয়ার ক্ষেত্রে AATUN/AATEEN দিয়ে শেষ হয়।

অনিয়মিত বহুবচন جَمْعُ التَّكْسِيرِ (Broken Plural)

যে সকল ইসম বহুবচন হওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিমুন চার্ট অনুসরণ করে না, সেগুলো অনিয়মিত বহুবচন। কিছু অনিয়মিত বহুবচন/Broken Plural এর উদাহরণ দেয়া হলো :

অনিয়মিত বহুবচন	একবচন	
قُلُوْبٌ	قَلْبٌ	আরবি
দুয়ের বেশি অন্তর	একটি অন্তর	বাংলা অর্থ
نُجُوْمٌ	نَجْمٌ	আরবি
দুয়ের বেশি নক্ষত্র	একটি নক্ষত্র	বাংলা অর্থ
بُيُوْتٌ	بَيْتٌ	আরবি
দুয়ের বেশি বাড়ি	একটি বাড়ি	বাংলা অর্থ

অনিয়মিত বহুবচন	একবচন	
رِجَالٌ	رَجُلٌ	আরবি
দুয়ের অধিক পুরুষ	একজন পুরুষ	বাংলা অর্থ
جِبَالٌ	جَبَلٌ	আরবি
দুয়ের বেশি পাহাড়	একটি পাহাড়	বাংলা অর্থ
بِحَارٌ	بَحْرٌ	আরবি
দুয়ের বেশি সমুদ্র	একটি সমুদ্র	বাংলা অর্থ
أَبْوَابٌ	بَابٌ	আরবি
দুয়ের বেশি দরজা	একটি দরজা	বাংলা অর্থ
أَنْهَارٌ	نَهَرٌ	আরবি
দুয়ের বেশি নদী	একটি নদী	বাংলা অর্থ
أَقْلَامٌ	قَلَمٌ	আরবি
দুয়ের বেশি কলম	একটি কলম	বাংলা অর্থ
أَمْثَالٌ	مَثَلٌ	আরবি
দুয়ের বেশি উদাহরণ	একটি উদাহরণ	বাংলা অর্থ
أَصْحَابٌ	صَاحِبٌ	আরবি
দুয়ের বেশি সাথী	একজন সাথী	বাংলা অর্থ
رُسُلٌ	رَسُولٌ	আরবি
দুয়ের বেশি রসূল	একজন রসূল	বাংলা অর্থ
مَسَاجِدُ	مَسْجِدٌ	আরবি
দুয়ের বেশি মাসজিদ	একটি মাসজিদ	বাংলা অর্থ

একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে, আপনি যদি আগে থেকে অনিয়মিত বহুবচনগুলো না চেনেন তাহলে একবচনের মত মনে হবে। এজন্য কুরআনে ব্যবহৃত অনিয়মিত বহুবচনগুলো সম্পর্কে আলাদা করে ধারণা রাখতে হবে।

অর্থগত কারণে বহুবচন/اِسْم جَمْع

এমন কিছু শব্দ আছে যা দেখতে একবচন বলে মনে হয় কিন্তু অর্থগত কারণে বহুবচন। কারণ প্রতিটি শব্দ দুই বা দুইয়ের অধিক সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে ধারণা দেয় ।

নিচে পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো:

বাংলা অর্থ	আরবি
জাতি	قَوْمٌ
জনগণ	نَاسٌ
বাহিনী	جُنْدٌ
পরিবার/অধিবাসিগণ	أَهْلٌ
দল	حِزْبٌ
প্রজন্ম	قَرْنٌ
পরিবার/অনুগামী	آلٌ

লিঙ্গ/Gender

আরবী ব্যাকরণে লিঙ্গ/Gender দু প্রকার

- পুরুষবাচক/ الْمُذَكَّرُ/Masculine
- স্ত্রীবাচক/ الْمُؤَنَّثُ/Feminine

আরবি ব্যাকরণে, সমস্ত ইসমই হয় পুরুষবাচক বা স্ত্রীবাচক হবে। যেমন একটি বই, একটি কলম,,আকাশ, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি হয় পুরুষবাচক নয়তো স্ত্রীবাচক হবে, যেহেতু পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচকের বাহিরে আর কোনো প্রকার লিঙ্গ/gender নেই।

লিঙ্গ/Gender নির্ধারণ করার সহজ উপায় হলো এটি স্ত্রীবাচক কিনা নিশ্চিত করা। যদি স্ত্রীবাচক হওয়ার কোনো কারণ না থাকে, তাহলে ঐ ইসমকে পুরুষবাচক হিসাবে বিবেচনা করা হবে। পরবর্তীতে আমরা দেখবো যেসব কারণে একটি ইসম স্ত্রীবাচক হয়।

যেসব কারণে একটি ইসম স্ত্রীবাচক হয়

আরবী ব্যাকরণে সাধারণত একটি ইসম পুরুষবাচক হয় অথবা স্ত্রীবাচক হয়। সাধারণভাবে একটি পুরুষবাচক ইসম দিয়ে শুধুমাত্র পুরুষবাচক অথবা পুরুষ ও স্ত্রীবাচক উভয়কে একসাথে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে শুধুমাত্র স্ত্রীবাচক বুঝাতে আলাদা করে স্ত্রীবাচক ইসমের প্রয়োজন হয়। মুসলিমুন চার্টের একবচনের ক্ষেত্রে, একটি পুরুষবাচক ইসমের শেষে "তা মারবুতা (ةٌ)" এনে **"তুন, তান, তিন"** যোগ করে ইসমকে স্ত্রীবাচক করা হয়।

মুসলিমুন চার্টের দ্বিবচনের ক্ষেত্রে **"তা-নি, তাইনি, তাইনি"** এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে **"আ-তুন, আ-তিন, আ-তিন"** সংযুক্তির মাধ্যমে স্ত্রীবাচক করা হয়। পূর্বোক্ত কারণগুলি ছাড়াও, নিম্নলিখিত কারণে একটি ইসম স্ত্রীবাচক হতে পারে :

১. জৈবিকভাবে/biologically স্ত্রীবাচক

লিঙ্গ	বাংলা অর্থ	ইসম
স্ত্রীবাচক	একজন মা	أُمٌّ
স্ত্রীবাচক	একজন বোন	أُخْتٌ
স্ত্রীবাচক	একজন মহিলা	إِمْرَأَتٌ
স্ত্রীবাচক	মারইয়াম (আ)	مَرْيَمُ

২. যদি কোন ইসম "তা মারবুতা" (ة),"আলিফ মামদুদাহ্" (اء) অথবা "আলিফ মাকসুরাহ্" (ى) দিয়ে শেষ হয়:

লিঙ্গ	বাংলা অর্থ	ইসম	বৈশিষ্ট্য
স্ত্রীবাচক	বাগান	جَنَّةٌ	**তা মারবুতা (ة)**
স্ত্রীবাচক	নামাজ	صَلَاةٌ	
স্ত্রীবাচক	সবুজ	خَضْرَاءُ	**আলিফ মামদূদাহ (ا)**
স্ত্রীবাচক	কালো	سَوْدَاءُ	
স্ত্রীবাচক	বড়	كُبْرَى	**আলিফ মাকসূরাহ (ى)**
স্ত্রীবাচক	সুসংবাদ	بُشْرَى	

৩. শরীরের যেসব অঙ্গ জোড়ায় জোড়ায় আছে :

লিঙ্গ	বাংলা অর্থ	ইসম
স্ত্রীবাচক	হাত	يَدٌ
স্ত্রীবাচক	পা	رِجْلٌ
স্ত্রীবাচক	চোখ	عَيْنٌ
স্ত্রীবাচক	কান	أُذُنٌ

৪. কুরআনে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট জায়গার নাম :

লিঙ্গ	বাংলা অর্থ	ইসম
স্ত্রীবাচক	মিসর	مِصْرُ
স্ত্রীবাচক	মক্কা	مَكَّةُ
স্ত্রীবাচক	মদীনার পূর্বনাম	يَثْرِبُ
স্ত্রীবাচক	রোম	اَلرُّومُ

৫. অমানবীয় বহুবচন/Non-human plural একবচন স্ত্রীবাচক হিসাবে বিবেচিত হয় :

লিঙ্গ	বাংলা অর্থ	অমানবীয় বহুবচন
স্ত্রীবাচক	বাড়িগুলো	بُيُوْتٌ
স্ত্রীবাচক	অন্তরসমূহ	قُلُوْبٌ
স্ত্রীবাচক	পাহাড়গুলো	جِبَالٌ
স্ত্রীবাচক	সমুদ্রগুলো	بِحَارٌ

৬. আরবরা কিছু শব্দকে স্ত্রীবাচক হিসাবে বিবেচনা করেছেন

বাংলা অর্থ	আরবি	বাংলা অর্থ	আরবি
পৃথিবী	اَرْضٌ	যুদ্ধ	حَرْبٌ
বাতাস	رِيْحٌ	আকাশ	سَمَآءٌ
কূপ	بِئْرٌ	সূর্য	شَمْسٌ
বাড়ি	دَارٌ	ব্যক্তি	نَفْسٌ
পেয়ালা	كَأْسٌ	আগুন	نَارٌ
মদ	خَمْرٌ	বালতি	دَلْوٌ
জাহান্নাম	جَهَنَّمُ	রাস্তা	سَبِيْلٌ
জাহান্নাম	سَعِيْرٌ	রাস্তা	طَرِيْقٌ
		লাঠি	عَصَا

আরবরা যেসব শব্দকে স্ত্রীবাচক হিসাবে বিবেচনা করেছেন

আরবরা যেসব শব্দকে স্ত্রীবাচক হিসেবে ব্যবহার করেছে, সে সকল ইসম স্ত্রীবাচক হিসাবেই বিবেচিত হয়। আরবি ব্যাকরণে, Gender/লিঙ্গ দুই প্রকারের যথা পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক। অতএব, আমরা পবিত্র কুরআনুল কারীমে যত ইসম পাই, এগুলো হয় পুরুষবাচক অথবা স্ত্রীবাচক। এমন কিছু ইসম আছে (যেমন আকাশ, সূর্য ইত্যাদি) যা পূর্বজ্ঞান ছাড়া নির্ধারণ করা সম্ভব নয় এগুলো পুরুষবাচক নাকি স্ত্রীবাচক।

আমরা এখন নিম্নে বর্ণিত একটি গল্পের মাধ্যমে এমন কিছু ইসমের ব্যবহার দেখবো, যে ইসমগুলো আরবরা স্ত্রীবাচক হিসাবে বিবেচনা করেছেন :

War حَرْبٌ Sky سَمَاءٌ

এক যুদ্ধে এক সৈন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখছিলো

Sun شَمْسٌ

হঠাৎ সূর্যের তীব্রতা বেড়ে গেলো । ফলে তার দিবাস্বপ্নের ঘোর

Person نَفْسٌ

কাটলো এবং সে বুঝতে পারলো সে হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র ব্যক্তি

Fire نَارٌ Bucket دَلْوٌ

যে চারদিকে আগুন বেষ্টিত হয়ে পড়ে আছে। সে একটা বালতি

Land أَرْضٌ Path سَبِيْلٌ طَرِيْقٌ

দিয়ে পানি ঢেলে নিরাপদ ভূমিতে আসার রাস্তা তৈরী করতে চেষ্টা

Wind رِيْحٌ

করলো। চারদিকে সূর্যের তাপ এবং আগুনের কারণে গরম বাতাস।

Well بِئْرٌ

সে একটা কূপ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করলো। হঠাৎ একটা খালি

House دَارٌ Wine خَمْرٌ

বাড়ি তার নজরে আসলো। ঘরে ঢুকতেই দেখে একটি টেবিলে মদ

Cup كَأْسٌ

ভর্তি একটা পেয়ালা। তার মদের পেয়ালাটি থেকে মদ পান করতে

Hellfire جَهَنَّمُ Hellfire سَعِيْرٌ

ইচ্ছা হলো। হঠাৎ তার জাহান্নামের ভয় মনের মধ্যে জাগ্রত হলো।

Staff عَصَا

সাথে সাথে একটি লাঠি দিয়ে পেয়ালাটি ভেঙে ফেললো।

স্ত্রীবাচক একবচন ইসম গঠন করার নিয়ম

দুটি ধাপে একটি পুরুষবাচক একবচন ইসম (হেভি ফর্ম) থেকে একটি স্ত্রীবাচক একবচন ইসম গঠন করা যায়। নিচে প্রতিটি ধাপের বর্ণনা দেয়া হলো :

ধাপ-১:
একবচন পুরুষবাচক হেভি ফর্মের নাসব স্ট্যাটাসের ইসম থেকে **نْ /নূন** সাকিনকে সরিয়ে দিবো।

نْ /নূন সাকিন বিহীন ফর্ম	**হেভি ফর্ম**	**স্টেটাস**
-	مُسْلِمٌ	রফা
مُسْلِمَ	مُسْلِمًا	নাসব
-	مُسْلِمٍ	জার

ধাপ-২:
نْ /নূন সাকিন বিহীন ফর্মের সাথে রফা, নাসব ও জার্ ফর্মের জন্য যথাক্রমে **ةٌ ,ةً** ও **ةٍ** যুক্ত করবো।

একবচন স্ত্রীবাচক ফর্ম	**+**	**نْ /নূন সাকিন বিহীন ফর্ম**	**স্টেটাস**
مُسْلِمَةٌ	ةٌ	مُسْلِمَ	রফা
مُسْلِمَةً	ةً	مُسْلِمَ	নাসব
مُسْلِمَةٍ	ةٍ	مُسْلِمَ	জার

নিচের টেবিলে একবচন পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচকের পুরো পরিবর্তনটি দেয়া হলো :

একবচন স্ত্রীবাচক	**একবচন পুরুষবাচক**	**স্টেটাস**
مُسْلِمَةٌ	مُسْلِمٌ	রফা
مُسْلِمَةً	مُسْلِمًا	নাসব
مُسْلِمَةٍ	مُسْلِمٍ	জার

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আরবি শব্দ যখন গোল তা/ ة দিয়ে শেষ হয় এবং ঐ আরবি শব্দের ওয়াকফ করে পড়ি, তখন গোল তা/ **ة** --> সাকিনযুক্ত হা/**ه** দিয়ে পরিবর্তন করে পড়ি। যেমন **مُسْلِمَةٌ**/মুসলিমাতুন শব্দটিকে ওয়াকফ করে পড়লে **مُسْلِمَهْ**/মুসলিমাহ্ হয়ে যায়।

আমাদের চারপাশে এরকম অনেক নাম শুনতে পাই যেই নামগুলো মূলত উপরে উল্লেখিত আরবি ব্যাকরণ অনুসরণ করে এসেছে। নিচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

স্ত্রীবাচক	অর্থ	পুরুষবাচক
আ'বিদাহ্	ইবাদতকারী	আ'বিদ
মুবাশশিরাহ্	সুসংবাদ দাতা	মুবাশশির
সাজিদাহ্	সিজদাকারী	সাজিদ
মুনীরহ্	আলোকিত	মুনীর
হাফিজাহ্	ভালো স্বরণশক্তি সম্পন্ন	হাফিজ
আমিনাহ্	বিশ্বাসী	আমিন
মাহমুদাহ্	প্রশংসিত	মাহমুদ
মুরশীদাহ্	পথ প্রদর্শক	মুরশীদ
হালিমাহ্	ধৈর্য্যশীল	হালিম
মাহফুজাহ্	নিরাপদ	মাহফুজ

যদিও গ্রামার না জানা ও শব্দের উৎপত্তি না জানার কারণে বাংলা বানান আমরা ইচ্ছামতো লিখি, কিন্তু উপরোক্ত নামগুলো রাখার সময় আরবি অর্থবহ নামগুলোর কথা মাথায় রেখেই এরকম রাখা হয়েছিল।

স্ত্রীবাচক বহুবচন ইসম গঠন করার নিয়ম

তিনটি ধাপে একটি স্ত্রীবাচক একবচন ইসম (হেভি ফর্ম) থেকে স্ত্রীবাচক বহুবচন ইসম গঠন করা যায় । নিচে প্রতি ধাপের বর্ণনা দেয়া হলো :

ধাপ-১:

স্ত্রীবাচক একবচন হেভি ফর্মের রফা, নাসব ও জার্ স্ট্যাটাসের ইসম থেকে যথাক্রমে **ةٌ , ةً ও ةٍ** সরিয়ে রাখবো।

ةٌ , ةً ও ةٍ বিহীন ফর্ম	স্ত্রীবাচক একবচন হেভি ফর্ম	স্টেটাস
مُسْلِمَ	مُسْلِمَةٌ	রফা
مُسْلِمَ	مُسْلِمَةً	নাসব
مُسْلِمَ	مُسْلِمَةٍ	জার

ধাপ-২:

ةٌ , ةً ও ةٍ বিহীন ফর্মের সাথে উপযুক্ত মাদের হরফ যুক্ত করবো।

মাদের হরফ যুক্ত ফর্ম	উপযুক্ত মাদের হরফ	ةٌ , ةً ও ةٍ বিহীন ফর্ম	স্ট্যাটাস
مُسْلِمَا	ا	مُسْلِمَ	রফা
مُسْلِمَا	ا	مُسْلِمَ	নাসব
مُسْلِمَا	ا	مُسْلِمَ	জার

ধাপ-৩:

মাদের হরফ যুক্ত ফর্মের সাথে রফা ফর্মের ক্ষেত্রে تٌ এবং নাসব ও জার্ ফর্মের ক্ষেত্রে تٍ যুক্ত করবো।

স্ত্রীবাচক বহুবচন		মাদের হরফ যুক্ত ফর্ম	স্ট্যাটাস
مُسْلِمَاتٌ	تٌ	مُسْلِمَا	রফা
مُسْلِمَاتٍ	تٍ	مُسْلِمَا	নাসব
مُسْلِمَاتٍ	تٍ	مُسْلِمَا	জার

নিচের টেবিলে একবচন স্ত্রীবাচক থেকে বহুবচন স্ত্রীবাচকের পুরো পরিবর্তনটি দেয়া হলো :

বহুবচন স্ত্রীবাচক	একবচন স্ত্রীবাচক	স্ট্যাটাস
مُسْلِمَاتٌ	مُسْلِمَةٌ	রফা
مُسْلِمَاتٍ	مُسْلِمَةً	নাসব
مُسْلِمَاتٍ	مُسْلِمَةٍ	জার

টাইপ/Type

আরবি ব্যাকরণে একটি ইসমের নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট হওয়ার উপর ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

নির্দিষ্ট/definite/মা'রেফা مَعْرِفَةٌ

যে ইসম নির্দিষ্ট ব্যক্তি, স্থান, জিনিস বা ধারণা বুঝায়, তাকে নির্দিষ্ট/definite/মা'রেফা مَعْرِفَةٌ বলে। কিছু ইসম সহজাতভাবে নির্দিষ্ট। উদাহরণ হিসাবে নামবাচক বিশেষ্যর কথা বলতে পারি যেমন : পবিত্র কুরআনুল কারীমে বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্র : عِيسَى (ঈসা আ:), يُوسُفُ (ইউসুফ আ:), يَعْقُوبُ (ইয়াকুব আ:), إِسْرَائِيل (ইসরাঈল), فِرْعَوْن(ফিরআউন), বিভিন্ন জাতির নাম : ثَمُود (সামুদ), عَادٌ (আদ) ইত্যাদি।

অনির্দিষ্ট/Indefinite/নাকেরা نَكِرَة

যে ইসম সাধারণ বা অনির্দিষ্ট ব্যক্তি, স্থান, জিনিস বা ধারণা বুঝায়, তাকে অনির্দিষ্ট/Indefinite/নাকেরা نَكِرَة বলে। যেমন قَوْم (জাতি), رَسُول (রসূল/বার্তাবাহক), يَوْم (দিন), مَال (সম্পদ) ইত্যাদি। সাধারণ বা অনির্দিষ্ট ইসমের সাথে **ال (আলিফ লাম)** যুক্ত করে নির্দিষ্ট করা হয়। নিচের টেবিলে উদাহরণ দেয়া হলো:

একবচন নির্দিষ্ট	একবচন অনির্দিষ্ট	স্ট্যাটাস
الْمُسْلِمُ	مُسْلِمٌ	রফা
الْمُسْلِمَ	مُسْلِمًا	নাসব
الْمُسْلِمِ	مُسْلِمٍ	জার্

বহুবচন নির্দিষ্ট	বহুবচন অনির্দিষ্ট	স্ট্যাটাস
الْمُسْلِمُوْنَ	مُسْلِمُوْنَ	রফা
الْمُسْلِمِيْنَ	مُسْلِمِيْنَ	নাসব
الْمُسْلِمِيْنَ	مُسْلِمِيْنَ	জার্

ال (আলিফ লাম) যুক্ত, তানউইন মুক্ত

যেসব কারণে একটি ইসম নির্দিষ্ট হয়

আরবী ব্যাকরণে সাধারণভাবে একটি ইসম অনির্দিষ্ট। মুসলিমুন চার্টের হেভি ফর্মের সাথে অতিরিক্ত আলিফ লাম (ال) যুক্ত করার মাধ্যমে ইসমগুলোকে নির্দিষ্ট বানানো যায়। পূর্বোক্ত কারণ ছাড়াও, আরো কিছু কারণের জন্য একটি ইসম নির্দিষ্ট হতে পারে। সারসংক্ষেপ নিচে দেওয়া হলো:

১. ইসমের শুরুতে অতিরিক্ত আলিফ লাম (ال) আসলে

যেমন مُفْلِحٌ অর্থ একজন সফল ব্যক্তি যা অনির্দিষ্ট। কিন্তু এর সাথে যখন অতিরিক্ত ال আনা হয়, তখন الْمُفْلِحُ অর্থ হয় সফল ব্যক্তিটি যা নির্দিষ্ট। একইভাবে ظَالِمٌ অর্থ একজন অত্যাচারী (অনির্দিষ্ট) অন্যদিকে الظَالِمُ অর্থ অত্যাচারীটি বা অত্যাচারী লোকটি (নির্দিষ্ট)।

২. নামবাচক ইসম/Proper Noun

যে ইসম দ্বারা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানের নাম বোঝায় তাকে নামবাচক ইসম/Proper Noun বলে। যেমন مُوسَىٰ/মুসা, عِيسَى/ঈসা, مَكَّةَ/মক্কা ইত্যাদি।

৩. সর্বনাম/Pronoun

সর্বনাম যেহেতু নির্দিষ্ট কোন ইসমের জায়গায় বসে, তাই সর্বনামগুলো সর্বদা নির্দিষ্ট। যেমন هُوَ, هُمْ, أَنْتَ, نَحْنُ, كَ, كُمْ ইত্যাদি।

৪. ইসমুল ইশারা/Demonstrative Pronoun

ইসমুল ইশারা/Demonstrative pronoun যেহেতু এক ধরণের সর্বনাম, তাই ইসমুল ইশারাগুলো সর্বদা নির্দিষ্ট। যেমন هٰذَا, هٰذِهِ, هٰؤُلَاءِ , ذٰلِكَ, تِلْكَ, أُولَـٰئِكَ ইত্যাদি।

৫. ইসম মাওসুল/Relative Pronoun

ইসম মাওসুল/Relative Pronoun যেহেতু এক ধরণের সর্বনাম, তাই ইসম মাওসুলগুলো সর্বদা নির্দিষ্ট। যেমন الَّذِي, الَّذِيْنَ, الَّتِي, ইত্যাদি।

৬. যাকে ডাকা/সম্বোধন করা হয়

যে শব্দের দ্বারা কাউকে ডাকা/সম্বোধন করা হয় তাকে হারফুন নিদা বলে এবং যাকে ডাকা/সম্বোধন করা হয় তাকে মুনাদা বলা হয়। মুনাদা সর্বদা নির্দিষ্ট।

৭. মুদফ ইলাইহি নির্দিষ্ট হলে, মুদফ নির্দিষ্ট হবে

যেমন, এই كَيْدَهُمْ বাক্যাংশে সর্বনাম هُمْ যেহেতু নির্দিষ্ট তাই كَيْدَ ইসমটিও নির্দিষ্ট হবে।

ইসমের বৈশিষ্ট্যের মানচিত্র

ইসমের চারটি বৈশিষ্ট্যকে একটি মানচিত্র আকারে নিচে দেয়া হলো :

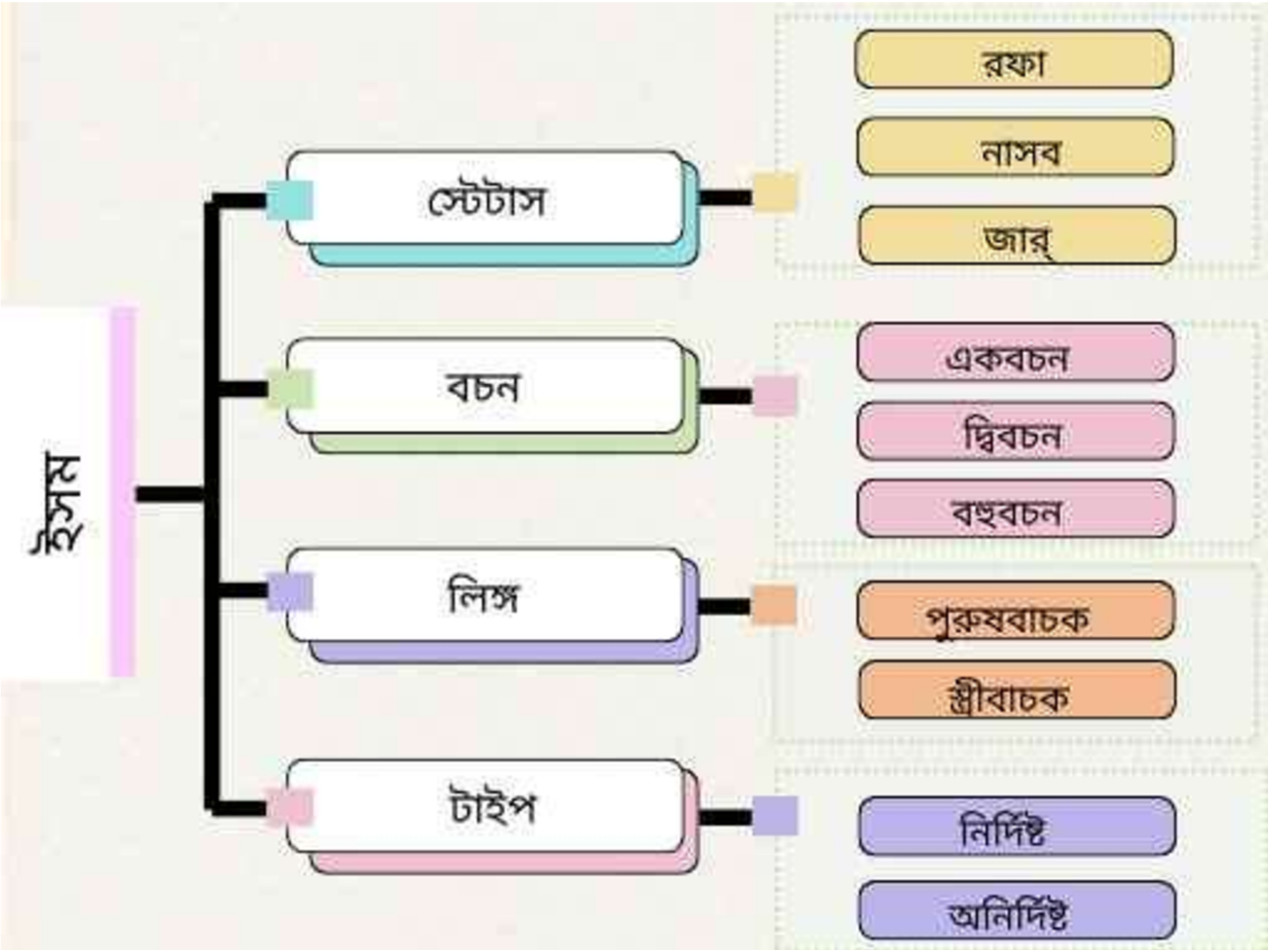

মুসলিমুন চার্ট

মুসলিমুন চার্ট থেকে একটি সাধারণ ইসমের (common noun) স্ট্যাটাস, বচন, লিঙ্গ ও টাইপ পরিবর্তনের কারণে কি কি রূপ হতে পারে তার একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। মুসলিমুন চার্ট থেকে সর্বমোট ৫৪ টি ফর্ম পাওয়া যায় তা নিচে দেওয়া হলো:

পুরুষবাচক হেভি ফর্মের জন্য ৯ টি ফর্ম দেখানো হলো :

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
مُسْلِمُوْنَ	مُسْلِمَانِ	مُسْلِمٌ	রফা
مُسْلِمِيْنَ	مُسْلِمَيْنِ	مُسْلِمًا	নাসব
مُسْلِمِيْنَ	مُسْلِمَيْنِ	مُسْلِمٍ	জার

পুরুষবাচক লাইট ফর্মের জন্য ৯ টি ফর্ম দেখানো হলো :

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
مُسْلِمُوْ	مُسْلِمَا	مُسْلِمُ	রফা
مُسْلِمِيْ	مُسْلِمَيْ	مُسْلِمَ	নাসব
مُسْلِمِيْ	مُسْلِمَيْ	مُسْلِمِ	জার

পুরুষবাচক আলিফ লাম ফর্মের জন্য ৯ টি ফর্ম দেখানো হলো :

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
المُسْلِمُوْنَ	المُسْلِمَانِ	المُسْلِمُ	রফা
المُسْلِمِيْنَ	المُسْلِمَيْنِ	المُسْلِمَ	নাসব
المُسْلِمِيْنَ	المُسْلِمَيْنِ	المُسْلِمِ	জার

স্ত্রীবাচক হেভি ফর্মের জন্য ৯ টি ফর্ম দেখানো হলো :

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
مُسْلِمَاتٌ	مُسْلِمَتَانِ	مُسْلِمَةٌ	রফা
مُسْلِمَاتٍ	مُسْلِمَتَيْنِ	مُسْلِمَةً	নাসব
مُسْلِمَاتٍ	مُسْلِمَتَيْنِ	مُسْلِمَةٍ	জার

স্ত্রীবাচক লাইট ফর্মের জন্য ৯ টি ফর্ম দেখানো হলো :

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
مُسْلِمَاتُ	مُسْلِمَتَا	مُسْلِمَةُ	রফা
مُسْلِمَاتِ	مُسْلِمَتَيْ	مُسْلِمَةَ	নাসব
مُسْلِمَاتِ	مُسْلِمَتَيْ	مُسْلِمَةِ	জার

স্ত্রীবাচক আলিফ লাম ফর্মের জন্য ৯ টি ফর্ম দেখানো হলো :

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
المُسْلِمَاتُ	المُسْلِمَتَانِ	المُسْلِمَةُ	রফা
المُسْلِمَاتِ	المُسْلِمَتَيْنِ	المُسْلِمَةَ	নাসব
المُسْلِمَاتِ	المُسْلِمَتَيْنِ	المُسْلِمَةِ	জার

نَاصِرٌ ইসম দিয়ে মুসলিমুন চার্টের অনুকরণে ৫৪ টি ফর্ম

نَاصِرٌ একজন সাহায্যকারী

পুরুষবাচক হেভি ৯ টি ফর্ম			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
نَاصِرُوْنَ	نَاصِرَانِ	نَاصِرٌ	রফা
نَاصِرِيْنَ	نَاصِرَيْنِ	نَاصِرًا	নাসব
نَاصِرِيْنَ	نَاصِرَيْنِ	نَاصِرٍ	জার্

পুরুষবাচক Light ৯ টি ফর্ম			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
نَاصِرُوْ	نَاصِرَا	نَاصِرُ	রফা
نَاصِرِيْ	نَاصِرَيْ	نَاصِرَ	নাসব
نَاصِرِيْ	نَاصِرَيْ	نَاصِرِ	জার্

পুরুষবাচক ال (আলিফ লাম) যুক্ত ৯ টি ফর্ম			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
اَلنَّاصِرُوْنَ	اَلنَّاصِرَانِ	اَلنَّاصِرُ	রফা
اَلنَّاصِرِيْنَ	اَلنَّاصِرَيْنِ	اَلنَّاصِرَ	নাসব
اَلنَّاصِرِيْنَ	اَلنَّاصِرَيْنِ	اَلنَّاصِرِ	জার্

স্ত্রীবাচক হেভি ৯ টি ফর্ম			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
نَاصِرَاتٌ	نَاصِرَتَانِ	نَاصِرَةٌ	রফা
نَاصِرَاتٍ	نَاصِرَتَيْنِ	نَاصِرَةً	নাসব
نَاصِرَاتٍ	نَاصِرَتَيْنِ	نَاصِرَةٍ	জার্

স্ত্রীবাচক Light ৯ টি ফর্ম			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
نَاصِرَاتُ	نَاصِرَتَا	نَاصِرَةُ	রফা
نَاصِرَاتِ	نَاصِرَتَيْ	نَاصِرَةَ	নাসব
نَاصِرَاتِ	نَاصِرَتَيْ	نَاصِرَةِ	জার্

স্ত্রীবাচক ال (আলিফ লাম) যুক্ত ৯ টি ফর্ম			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
اَلنَّاصِرَاتُ	اَلنَّاصِرَتَانِ	اَلنَّاصِرَةُ	রফা
اَلنَّاصِرَاتِ	اَلنَّاصِرَتَيْنِ	اَلنَّاصِرَةَ	নাসব
اَلنَّاصِرَاتِ	اَلنَّاصِرَتَيْنِ	اَلنَّاصِرَةِ	জার্

مُعَلِّمٌ ইসম দিয়ে মুসলিমুন চার্টের অনুকরণে ৫৪ টি ফর্ম

مُعَلِّمٌ একজন শিক্ষক

পুরুষবাচক হেভি ৯ টি ফর্ম			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
مُعَلِّمُوْنَ	مُعَلِّمَانِ	مُعَلِّمٌ	রফা
مُعَلِّمِيْنَ	مُعَلِّمَيْنِ	مُعَلِّمًا	নাসব
مُعَلِّمِيْنَ	مُعَلِّمَيْنِ	مُعَلِّمٍ	জার্

পুরুষবাচক Light ৯ টি ফর্ম			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
مُعَلِّمُوْ	مُعَلِّمَا	مُعَلِّمُ	রফা
مُعَلِّمِي	مُعَلِّمَي	مُعَلِّمَ	নাসব
مُعَلِّمِي	مُعَلِّمَي	مُعَلِّمِ	জার্

পুরুষবাচক ال (আলিফ লাম) যুক্ত ৯ টি ফর্ম			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
الْمُعَلِّمُوْنَ	الْمُعَلِّمَانِ	الْمُعَلِّمُ	রফা
الْمُعَلِّمِيْنَ	الْمُعَلِّمَيْنِ	الْمُعَلِّمَ	নাসব
الْمُعَلِّمِيْنَ	الْمُعَلِّمَيْنِ	الْمُعَلِّمِ	জার্

স্ত্রীবাচক হেভি ৯ টি ফর্ম			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
مُعَلِّمَاتٌ	مُعَلِّمَتَانِ	مُعَلِّمَةٌ	রফা
مُعَلِّمَاتٍ	مُعَلِّمَتَيْنِ	مُعَلِّمَةً	নাসব
مُعَلِّمَاتٍ	مُعَلِّمَتَيْنِ	مُعَلِّمَةٍ	জার্

স্ত্রীবাচক Light ৯ টি ফর্ম			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
مُعَلِّمَاتُ	مُعَلِّمَتَا	مُعَلِّمَةُ	রফা
مُعَلِّمَاتِ	مُعَلِّمَتَيْ	مُعَلِّمَةَ	নাসব
مُعَلِّمَاتِ	مُعَلِّمَتَيْ	مُعَلِّمَةِ	জার্

স্ত্রীবাচক ال (আলিফ লাম) যুক্ত ৯ টি ফর্ম			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
المُعَلِّمَاتُ	المُعَلِّمَتَانِ	المُعَلِّمَةُ	রফা
المُعَلِّمَاتِ	المُعَلِّمَتَيْنِ	المُعَلِّمَةَ	নাসব
المُعَلِّمَاتِ	المُعَلِّمَتَيْنِ	المُعَلِّمَةِ	জার্

কুইজ-১ (মুসলিমুন চার্ট পুরুষবাচক)

১. দ্বিবচন চেনার জন্য ইসমের শেষে কী অনুসরণ করবো ?

- উন/আন/ইন UN/AN/IN
- আ-নি/আইনি/আইনি AANI/AYNI/AYNI
- উ-না/ই-না/ই-না OONA/EENA/EENA
- আ-তুন/আ-তিন/আ-তিন AATUN/AATIN/AATIN

২.পুরুষবাচক বহুবচন চেনার জন্য ইসমের শেষে কী অনুসরণ করবো ?

- উন/আন/ইন UN/AN/IN
- আ-তুন/আ-তিন/আ-তিন AATUN/AATIN/AATIN
- উ-না/ই-না/ই-না OONA/EENA/EENA
- আ-নি/আইনি/আইনি AANI/AYNI/AYNI

৩. ظَالِمٌ (একজন জুলুমকারী) ইসমটির রফা বহুবচন ফর্ম কী হবে ?

- ظَالِمَانِ
- ظَالِمَيْنِ
- ظَالِمُوْنَ
- ظَالِمِيْنَ

৪. مُحْسِنٌ (একজন নেক আমলকারী) ইসমটির নাসব/জার্ বহুবচন ফর্ম কী হবে ?

- مُحْسِنٍ
- مُحْسِنَيْنِ
- مُحْسِنُوْنَ
- مُحْسِنِيْنَ

৫. كَافِرٌ (একজন অবিশ্বাসী) ইসমটির নাসব/জার্ বহুবচন ফর্ম কী হবে ?

- كَافِرِيْنَ
- كَافِرُوْنَ
- كَافِرَيْنِ
- كَافِرًا

৬. مُنَافِقٌ (একজন ভন্ড) ইসমটির রফা বহুবচন ফর্ম কী হবে ?

- مُنَافِقَانِ
- مُنَافِقُوْنَ
- مُنَافِقِيْنَ
- مُنَافِقٍ

৭. مُبَشِّرٌ (একজন সুসংবাদদাতা) ইসমটির নাসব/জার্ দ্বিবচন ফর্ম কী হবে ?

- مُبَشِّرَيْنِ
- مُبَشِّرَانِ
- مُبَشِّرُوْنَ
- مُبَشِّرِيْنَ

৮. مُفْلِحٌ (একজন সফল ব্যক্তি) ইসমটির রফা বহুবচন ফর্ম কী হবে ?

- مُفْلِحَانِ
- مُفْلِحَيْنِ
- مُفْلِحِيْنِ
- مُفْلِحُوْنَ

৯. صَابِرُوْنَ (ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা) ইসমটির স্টেটাস ও বচন কী হবে ?

- রফা ও বহুবচন
- জার্ ও একবচন
- রফা ও দ্বিবচন
- নাসব/জার্ ও বহুবচন

১০. مُجْرِمِيْنَ (অপরাধী ব্যক্তিরা) ইসমটির স্টেটাস ও বচন কী হবে ?

- রফা ও বহুবচন
- জার্ ও একবচন
- রফা ও দ্বিবচন
- নাসব/জার্ ও বহুবচন

উত্তর : কুইজ-১ (মুসলিমুন চার্ট পুরুষবাচক)

১.	২.	৩.	৪.
আ-নি/আইনি/আইনি AANI/AYNI/AYNI	উ-না/ই-না/ই-না OONA/EENA/EENA	ظَالِمُوْنَ	مُحْسِنِيْنَ
৫.	৬.	৭.	৮.
كَافِرِيْنَ	مُنَافِقُوْنَ	مُبَشِّرِيْنِ	مُفْلِحُوْنَ
৯.	১০.		
রফা ও বহুবচন	নাসব/জার্ ও বহুবচন		

কুইজ-২ মুসলিমাতুন চার্ট (স্ত্রীবাচক)

১. স্ত্রীবাচক বহুবচন চেনার জন্য ইসমের শেষে কী অনুসরণ করবো ?

- উন/আন/ইন UN/AN/IN
- আ-তুন/আ-তিন/আ-তিন AATUN/AATIN/AATIN
- আ-নি/আইনি/আইনি AANI/AYNI/AYNI
- ঊ-না/ই-না/ই-না OONA/EENA/EENA

২. صَابِرٌ (একজন ধৈর্যশীল) ইসমটির রফা একবচন স্ত্রীবাচক ফর্ম কী হবে ?

- صَابِرًا
- صَابِرٍ
- صَابِرَةً
- صَابِرَةٌ

৩. خَاسِرٌ (একজন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি) ইসমটির নাসব একবচন স্ত্রীবাচক ফর্ম কী হবে ?

- خَاسِرًا
- خَاسِرَةً
- خَاسِرَتَيْنِ
- خَاسِرَاتٍ

৪. مُبَشِّرَةٍ ইসমটির স্ত্রীবাচক বহুবচন রফা ফর্ম কী হবে ?

- مُبَشِّرَاتٌ
- مُبَشِّرَاتٍ
- مُبَشِّرَتَانِ
- مُبَشِّرَةٌ

৫. مُفْسِدَاتٍ ইসমটির বচন ও লিঙ্গ কী হবে ?

- একবচন পুরুষবাচক
- একবচন স্ত্রীবাচক
- দ্বিবচন স্ত্রীবাচক
- বহুবচন স্ত্রীবাচক

৬. شَاهِدٌ (একজন সাক্ষী) ইসমটির রফা বহুবচন স্ত্রীবাচক ফর্ম কী হবে ?

- شَاهِدُوْنَ
- شَاهِدَةٌ
- شَاهِدِيْنَ
- شَاهِدَاتٌ

৭. كَاذِبَةٌ (একজন মিথ্যাবাদী মহিলা) ইসমটির রফা দ্বিবচন স্ত্রীবাচক ফর্ম কী হবে ?

- كَاذِبَاتٌ
- كَاذِبَتَيْنِ
- كَاذِبَاتٍ
- كَاذِبَتَانِ

৮. كَافِرَاتٍ ইসমটির ইসমটির বচন ও লিঙ্গ কী হবে ?

- একবচন স্ত্রীবাচক
- দ্বিবচন স্ত্রীবাচক
- বহুবচন পুরুষবাচক
- বহুবচন স্ত্রীবাচক

৯. سَاجِدَتَانِ ইসমটি দ্বারা কতজন বোঝানো হয়েছে ?

- দুজন পুরুষ
- দুজনের বেশি পুরুষ
- দুজন মহিলা
- দুজনের বেশি মহিলা
- আংশিক সত্য, কারণ মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম হতে পারে

১০. একটি ইসমের সাথে আলিফ লাম যুক্ত হলে তানউইন থাকতে পারেনা

- সত্য
- মিথ্যা

উত্তর : কুইজ-২ মুসলিমাতুন চার্ট (স্ত্রীবাচক)

১.	২.	৩.	৪.
আ-তুন/আ-তিন/আ-তিন AATUN/AATIN/AATIN	صَابِرَةٌ	خَاسِرَةً	مُبَشِّرَاتٌ
৫.	**৬.**	**৭.**	**৮.**
বহুবচন স্ত্রীবাচক	شَاهِدَاتٌ	كَاذِبَتَانِ	বহুবচন স্ত্রীবাচক
৯.	**১০.**		
দুজন মহিলা	সত্য		

সর্বনাম/Pronoun

সর্বনাম/Pronoun কাকে বলে ?

বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম পদ বলে। অন্যভাবে বলতে পারি, একই বিশেষ্য পদ বার বার ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয় তাই সর্বনাম পদ।

নিম্নের বর্ণনায় বিশেষ্য পদের একাধিক বার ব্যবহার দেখানো হয়েছে:
"মাহফুজ একজন শিক্ষক। মাহফুজ ইংরেজি পড়ান। মাহফুজের ইংরেজির জ্ঞান অনেক গভীর। ছাত্ররা মাহফুজকে পছন্দ করে। কারণ মাহফুজ খুব আন্তরিক।"

নিম্নের বর্ণনায় বিশেষ্য পদের একাধিক বার ব্যবহার করার পরিবর্তে সর্বনাম পদের ব্যবহার দেখানো হয়েছে :

"মাহফুজ একজন শিক্ষক। তিনি ইংরেজি পড়ান। তার ইংরেজির জ্ঞান অনেক গভীর। ছাত্ররা তাকে পছন্দ করে। কারণ তিনি খুব আন্তরিক।"

উপরের দুটি বর্ণনা থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে কেন সর্বনাম ব্যবহার করা জরুরি। আরবি ব্যাকরণে সর্বনাম দুই প্রকার:

১. মুক্ত সর্বনাম / Detached Pronoun

২. যুক্ত সর্বনাম / Attached Pronoun

মুক্ত সর্বনাম / Detached Pronoun

মুক্ত সর্বনাম / Detached Pronoun

মুক্ত/Detached নাম থেকে অনুমান করতে পারি এই সর্বনামগুলো কোন ইসম, হার্ফ বা ফি'লের সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকেনা বরং সর্বদা মুক্ত অবস্থায় থাকবে। আরবি ব্যাকরণে মুক্ত সর্বনাম চৌদ্দটি (১৪)। নিচে অর্থসহ ১৪ টি সর্বনামের তালিকা দেয়া হল:

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	লিঙ্গ	পুরুষ
তারা هُمْ	তারা দুজন هُمَا	সে هُوَ	**পুং**	৩য় পুরুষ
তারা هُنَّ	তারা দুজন هُمَا	সে هِيَ	**স্ত্রী**	
তোমরা أَنْتُمْ	তোমরা দুজন أَنْتُمَا	তুমি أَنْتَ	**পুং**	২য় পুরুষ
তোমরা أَنْتُنَّ	তোমরা দুজন أَنْتُمَا	তুমি أَنْتِ	**স্ত্রী**	
আমরা نَحْنُ		আমি أَنَا	**উভয়**	১ম পুরুষ

মুক্ত সর্বনামগুলো সাধারণত নামমাত্র বাক্যে মুবতাদা/Subject হিসাবে কাজ করে এবং ক্রিয়াবাচক বাক্যে ফি'লের কর্তা/Doer হিসাবে কাজ করে।

যুক্ত সর্বনাম/Attached Pronoun

যুক্ত সর্বনাম বলতে ঐসকল সর্বনামগুলোকে বুঝায় যারা সর্বদা কোনো ইসম, ফি'ল অথবা হারফের সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে এবং কখনো মুক্ত অবস্থায় দেখা যায়না। প্রতিটা ইসমের তিনটি স্টেটাস হয় যথা রফা , নাসব ও জার্। সর্বনামও যেহেতু ইসমের অন্তর্ভুক্ত, তাই প্রতিটা সর্বনামের তিনটি স্টেটাস পাওয়া যাবে। মুক্ত সর্বনামের স্টেটাস সর্বদা রফা। যুক্ত সর্বনামের স্টেটাস নাসব/জার্ হবে।

প্রতিটা মুক্ত সর্বনামের বিপরীতে এক/একাধিক যুক্ত সর্বনাম পাওয়া যাবে। নিচের চার্টে মুক্ত সর্বনামের পাশাপাশি যুক্ত সর্বনামগুলো দেখানো হলো :

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	লিঙ্গ	পুরুষ
هُمْ	هُمَا	هُوَ	পুং	৩য় পুরুষ
هُمْ I هِمْ	هُمَا I هِمَا	هُ I هِ		
هُنَّ	هُمَا	هِيَ	স্ত্রী	
هُنَّ I هِنَّ	هُمَا I هِمَا	هَا		

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	লিঙ্গ	পুরুষ
أَنْتُمْ	أَنْتُمَا	أَنْتَ	পুং	২য় পুরুষ
كُمْ	كُمَا	كَ		
أَنْتُنَّ	أَنْتُمَا	أَنْتِ	স্ত্রী	
كُنَّ	كُمَا	كِ		
نَحْنُ		أَنَا	উভয়	১ম পুরুষ
نَا		يِ I نِيْ		

মুক্ত সর্বনামের স্টেটাস সর্বদা রফা এবং যুক্ত সর্বনামের স্টেটাস নাসব/জার্ হবে

কেউ যদি অল্প অল্প করে শিখতে চায়, তাহলে প্রথমে পবিত্র কুরআনুল কারীমে অধিক ব্যবহৃত যুক্ত সর্বনামের তালিকা বাংলা অর্থসহ শেখা যায়:

বহুবচন	একবচন	লিঙ্গ	পুরুষ
তাদেরকে/তাদের	তাকে/তার	**পুং**	৩য় পুরুষ
هُمْ I هِمْ	هُ I هِ		
-	তাকে/তার	**স্ত্রী**	
-	هَا		
তোমাদেরকে/তোমাদের	তোমাকে/তোমার	**পুং**	২য় পুরুষ
كُمْ	كَ		
-	তোমাকে/তোমার	**স্ত্রী**	
-	كِ		
আমাদেরকে/আমাদের	আমাকে/আমার	**উভয়**	১ম পুরুষ
نَا	يِ I نِيْ		

সর্বনামের ব্যবহার

সর্বনামের বৈচিত্রপূর্ণ ব্যবহার

অন্য যে কোনো ভাষার মতো, আরবি ভাষায়ও সর্বনামের বৈচিত্রপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে। সর্বনাম বাক্যাংশ গঠনে ব্যবহৃত হয় এবং বাক্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । নিম্নে সর্বনামের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার দেখবো ইন শা আল্লাহ :

যুক্ত সর্বনাম মুদফ ইলাইহি হিসাবে

ইসমের সাথে যখনই যুক্ত সর্বনাম আসে, তখনই মুদফ ইলাইহি হিসাবে কাজ করে। পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

মুদফ ইলাইহি	মুদফ	বাংলা অর্থ	মুদফ ও মুদফ ইলাইহি
كَ	رَبُّ	তোমার প্রভু	رَبُّكَ
هُمْ	كَيْدَ	তাদের চক্রান্ত	كَيْدَهُمْ
هِمْ	صَلَاتِ	তাদের নামায	صَلَاتِهِمْ
هُ	مَالُ	তার সম্পদ	مَالُهُ
هَا	جِيدِ	তার গলা	جِيدِهَا

যুক্ত সর্বনাম মাজরূর হিসাবে

হারফে জারের সাথে যখনই যুক্ত সর্বনাম আসে, তখনই মাজরূর হিসাবে কাজ করে। পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

মাজরূর	হারফে জার	বাংলা অর্থ	জার্ মাজরূর
هَا	مِنْ	তার থেকে	مِنْهَا
هِمْ	فِي	তাদের মধ্যে	فِيهِمْ
هَا	فِي	এটার মধ্যে	فِيهَا
هِمْ	عَلَيْ	তাদের উপর	عَلَيْهِمْ
كَ	إِلَيْ	তোমার কাছে	إِلَيْكَ
نِي	عَنْ	আমার ব্যাপারে	عَنِّي
هُمْ	عَنْ	তাদের ব্যাপারে	عَنْهُمْ

যুক্ত সর্বনাম হারফুন নাসবের ইসম হিসাবে

হারফুন নাসবের সাথে যখনই যুক্ত সর্বনাম আসে, তখনই হারফুন নাসবের ইসম/ইসমুহা হিসাবে কাজ করে। পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

ইহার ইসম	হারফুন নাসব	বাংলা অর্থ	হারফুন নাসব ও ইহার ইসম
هُمْ	إِنَّ	নিশ্চয়ই তারা	إِنَّهُمْ
ي	إِنِّ	নিশ্চয়ই আমি	إِنِّي
كَ	إِنَّ	নিশ্চয়ই তুমি	إِنَّكَ
هُمْ	كَأَنَّ	যেন তারা	كَأَنَّهُمْ
هُمْ	بِأَنَّ	কারণ তারা	بِأَنَّهُمْ
كُمْ	لَعَلَّ	যাতে তোমরা	لَعَلَّكُمْ
هُمْ	لَعَلَّ	যাতে তারা	لَعَلَّهُمْ
نَا	لَيْتَ	হায়, আমরা	لَيْتَنَا

যুক্ত সর্বনাম বিশেষ মুদফের মুদফ ইলাইহি হিসাবে

বিশেষ মুদফ হলো এমন কিছু ইসম যা মূলত সময়/স্থান সম্পর্কিত হয়ে থাকে এবং এই ইসমগুলো যখন অন্য কোন ইসমের পূর্বে আসে তখন পরবর্তী ইসমগুলোকে মুদফ ইলাইহি جَر (Status) অবস্থায় নিয়ে যায় অর্থাৎ জার্ ফর্ম/মাজরূর হয়। সর্বনাম যেহেতু ইসমের অন্তর্ভুক্ত, সর্বনামও বিশেষ মুদফের মুদফ ইলাইহি হিসাবে কাজ করতে পারে। পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

মুদফ ইলাইহি	বিশেষ মুদফ	বাংলা অর্থ	বিশেষ মুদফ ও মুদফইলাইহি
كُم	فَوْقَ	তোমাদের উপরে	فَوْقَكُمْ
هُ	أَمَامَ	তার সামনে	أَمَامَهُ
هُمْ	خَلْفَ	তাদের পিছনে	خَلْفَهُمْ
كُم	بَيْنَ	তোমাদের মধ্যে	بَيْنَكُم
كُمْ	حَوْلَ	তোমাদের চারপাশে	حَوْلَكُمْ
كَ	لَدُنْ	তোমার পক্ষ	لَدُنْكَ
كُمْ	بَعْضَ	তোমরা পরস্পরের	بَعْضَكُمْ
كُمْ	اَيُّ	তোমাদের মধ্যে কে/কোনজন	اَيُّكُمْ

যুক্ত সর্বনাম ফি'লের মাফউল হিসাবে

ফি'লের সাথে যখন যুক্ত সর্বনাম আসে, তখন যুক্ত সর্বনাম মাফউলুন বিহি/কর্ম হিসাবে কাজ করে। ফি'লকে কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে এই যুক্ত সর্বনামটি পাওয়া যায় তাই এটাকে মাফউলুন বিহি/কর্ম বলে।পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

মাফউল	ফি'ল	বাংলা অর্থ	আরবি
كُمْ	جَعَلْنَا	আমরা তোমাদের বানিয়েছি	جَعَلْنَاكُمْ
كُمْ	آتَيْنَا	আমরা তোমাদের দিয়েছি	آتَيْنَاكُمْ
هُمْ	جَاءَ	সে এসেছিলো তাদের কাছে	جَاءَهُمْ
هُمْ	ظَلَمْنَا	আমরা তাদের উপর জুলুম করেছিলাম	ظَلَمْنَاهُمْ

মুক্ত সর্বনাম নামবাচক বাক্যে মুবতাদা হিসাবে

বাংলা অর্থ	খবর	মুবতাদা
তারা হিদায়াত প্রাপ্ত	الْمُهْتَدُونَ	هُمْ
সে সৎকর্মশীল	مُحْسِنٌ	هُوَ
তোমরা অন্যায়কারী	ظَالِمُونَ	أَنْتُمْ
আমরা শান্তিকামী	مُصْلِحُونَ	نَحْنُ
তুমি রিযিকদাতাদের মধ্যে সর্বোত্তম	خَيْرُ الرَّازِقِينَ	أَنتَ
তুমি পরিত্রাণকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম	خَيْرُ الْغَافِرِينَ	أَنتَ

মুক্ত সর্বনাম ক্রিয়াবাচক বাক্যে ফি'লের ফাই'ল হিসাবে

আরবি ব্যাকরণে প্রতিটা ফি'লের মধ্যে একটি লুকায়িত সর্বনাম থাকে। যদি ফি'লটি একটিভ ফর্মে থাকে এবং কোনো বাহ্যিক ফাই'ল না থাকে, তখন লুকায়িত সর্বনামটি ফি'লের ফাই'ল হিসাবে কাজ করে। পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

ফাই'ল	বাংলা অর্থ	আরবি বাক্য
هُوَ	তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ
أَنتُمْ	তখন তোমরা তোমাদের জন্যে কোনো কর্মবিধায়ক পাবে না	ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلً
أَنتُمْ	তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো	ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً
نَحْنُ	আমরা রাত্রি ও দিনকে দুটি নিদর্শন করেছি	وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ
هُمْ	কিন্তু তারা জানে না	وَلَٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

মুক্ত সর্বনাম ক্রিয়াবাচক বাক্যে ফি'লের নায়েবুল ফাই'ল হিসাবে

আরবি ব্যাকরণে প্রতিটা ফি'লের মধ্যে একটি লুকায়িত সর্বনাম থাকে। যদি ফি'লটি Passive ফর্মে থাকে এবং কোনো বাহ্যিক নায়েবুল ফাই'ল না থাকে, তখন লুকায়িত সর্বনামটি ফি'লের নায়েবুল ফাই'ল হিসাবে কাজ করে।

নায়েবুল ফাই'ল	ফি'ল	বাংলা অর্থ	আরবি বাক্য
هُوَ	قِيلَ	তাকে বলা হলো জান্নাতে প্রবেশ কর	قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ
هُوَ	زُيِّنَ	এটা ফিরআউনের জন্য চিত্তাকর্ষক করা হয়েছিল	زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ

বিভিন্ন মুক্ত সর্বনামের চারটি বৈশিষ্ট্য

এই পোস্টে আমরা দেখবো বিভিন্ন মুক্ত/Detached সর্বনামের/Pronoun চারটি বৈশিষ্ট্য :

টাইপ	লিঙ্গ	বচন	স্ট্যাটাস	বাংলা অর্থ	সর্বনাম
নির্দিষ্ট	পুরুষবাচক	একবচন	রফা	সে	هُوَ
নির্দিষ্ট	পুরুষ/স্ত্রীবাচক	দ্বিবচন	রফা	তারা দুজন	هُمَا
নির্দিষ্ট	পুরুষবাচক	বহুবচন	রফা	তারা	هُمْ
নির্দিষ্ট	স্ত্রীবাচক	একবচন	রফা	সে	هِيَ
নির্দিষ্ট	স্ত্রীবাচক	বহুবচন	রফা	তারা	هُنَّ
নির্দিষ্ট	পুরুষবাচক	একবচন	রফা	তুমি	أَنْتَ
নির্দিষ্ট	পুরুষ/স্ত্রীবাচক	দ্বিবচন	রফা	তোমরা দুজন	أَنْتُمَا
নির্দিষ্ট	পুরুষবাচক	বহুবচন	রফা	তোমরা	أَنْتُمْ
নির্দিষ্ট	স্ত্রীবাচক	একবচন	রফা	তুমি	أَنْتِ
নির্দিষ্ট	স্ত্রীবাচক	বহুবচন	রফা	তোমরা	أَنْتُنَّ
নির্দিষ্ট	পুরুষ/স্ত্রীবাচক	একবচন	রফা	আমি	أَنَا
নির্দিষ্ট	পুরুষ/স্ত্রীবাচক	দ্বিবচন/ বহুবচন	রফা	আমরা	نَحْنُ

দ্বিবচনের ক্ষেত্রে যেহেতু সর্বনামগুলো পুরুষ/স্ত্রীবাচক উভয়ক্ষেত্রে দেখতে একইরকম, তাই একটি লিখা হয়েছে

কুইজ -১ সর্বনাম

১. সর্বনাম কোন পদের অন্তর্ভুক্ত ?

- ইসম
- হার্ফ
- ফি'ল

২. মুক্ত সর্বনামের স্ট্যাটাস হলো রফা

- সত্য
- মিথ্যা

৩. যুক্ত সর্বনামের স্ট্যাটাস সর্বদা জার

- সত্য
- মিথ্যা

৪. هُوَ সর্বনামটির যুক্ত ফর্ম কোনটি ?

- هُمْ
- نَا
- كُمْ
- هُ

৫. كَ সর্বনামটির মুক্ত ফর্ম কোনটি ?

- هِيَ
- أَنَا
- هُمْ
- نَحْنُ
- أَنْتُمْ
- أَنْتَ

৬. نَحْنُ সর্বনামটির যুক্ত ফর্ম কোনটি ?

- نَا
- هُمْ
- كُمْ
- كَ
- هُ

৭. كُمْ সর্বনামটির মুক্ত ফর্ম কোনটি ?

- هِيَ
- أَنَا
- أَنْتَ
- نَحْنُ
- أَنْتُمْ
- هُمْ

৮. হার্ফে জারের সাথে যুক্ত সর্বনাম থাকলে স্ট্যাটাস কী হবে ?

- রফা
- নাসব
- জার

৯. ফি'লের (verb) সাথে যুক্ত সর্বনাম থাকলে স্ট্যাটাস কী হবে ?

- রফা
- নাসব
- জার

১০. হারফুন নাসবের সাথে যুক্ত সর্বনাম থাকলে স্ট্যাটাস কী হবে ?

- রফা
- নাসব
- জার

উত্তর : কুইজ -১ সর্বনাম

১.	২.	৩.	৪.
ইসম	সত্য	মিথ্যা	هُ
৫.	**৬.**	**৭.**	**৮.**
أَنْتَ	نَا	أَنْتُمْ	জার
৯.	**১০.**		
নাসব	নাসব		

কুইজ-১ : পদ

১. আরবি ব্যাকরণে পদ কত প্রকার ?

- ২
- ৪
- ৩
- ৫

২. আরবি ব্যাকরণে পদের প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

- ইসম , স্ট্যাটাস , হরফ
- ফি'ল , টাইপ , হরফ
- ইসম , স্ট্যাটাস , বচন
- ইসম , ফি'ল , হরফ

৩. ইসমের বৈশিষ্ট্য কয়টি ?

- ২
- ৪
- ৩
- ৫

৪. আরবি ব্যাকরণে বচন কত প্রকার ?

- ২
- ৪
- ৩
- ৫

৫. আরবি ব্যাকরণে বহুবচন কত প্রকার ?

- ১
- ৩
- ২
- ৪

৬. সাধারণভাবে একটি ইসম স্ত্রীবাচক ?

- সত্য
- মিথ্যা

৭. সাধারণভাবে একটি ইসম হেভি ফর্মের হয় ?

- সত্য
- মিথ্যা

৮. সাধারণভাবে একটি ইসম নির্দিষ্ট ?

- সত্য
- মিথ্যা

৯. লাইট ফর্মের ইসমে অতিরিক্ত ال থাকেনা ও অতিরিক্ত নূন/তানবীন থাকেনা।

- সত্য
- মিথ্যা

উত্তর : কুইজ-১ : পদ

১.	২.	৩.	৪.
৫.	**৬.**	**৭.**	**৮.**
৯.	**১০.**		

কুইজ-২ : পদ

১. مُسْلِمٌ ইসমটির চারটি বৈশিষ্ট্য কি কি ?

- রফা, একবচন, পুরুষবাচক ও নির্দিষ্ট
- রফা, একবচন, পুরুষবাচক ও অনির্দিষ্ট
- রফা, একবচন, স্ত্রীবাচক ও অনির্দিষ্ট
- রফা, বহুবচন, পুরুষবাচক ও অনির্দিষ্ট

২. مُحْسِنٍ ইসমটির চারটি বৈশিষ্ট্য কি কি ?

- জার্, একবচন, পুরুষবাচক ও নির্দিষ্ট
- জার্, একবচন, পুরুষবাচক ও অনির্দিষ্ট
- নাসব, একবচন, স্ত্রীবাচক ও অনির্দিষ্ট
- নাসব, বহুবচন, পুরুষবাচক ও অনির্দিষ্ট

৩. إِبْرَاهِيمُ ইসমটির জন্য নিচের কোনটি প্রযোজ্য ?

- Fully Flexible
- Partly Flexible
- Non Flexible

৪. مُوسَى ইসমটির জন্য নিচের কোনটি প্রযোজ্য ?

- Fully Flexible
- Partly Flexible
- Non Flexible

৫. الصَّالِحُونَ ইসমটির বচন এবং টাইপ কী ?

- একবচন এবং নির্দিষ্ট
- দ্বিবচন এবং নির্দিষ্ট
- বহুবচন এবং অনির্দিষ্ট
- বহুবচন এবং নির্দিষ্ট

৬. السَّمَاءِ ইসমটি স্ত্রীবাচক কারণ-

- জৈবিকভাবে/biologically স্ত্রীবাচক
- অমানবীয় বহুবচন/Non-human plural
- কোরআনে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট জায়গার নাম
- আরবরা স্ত্রীবাচক হিসাবে বিবেচনা করেছেন

৭. نَحْنُ/আমরা/we ইসমটি নির্দিষ্ট

- সত্য
- মিথ্যা

৮. مُوْسٰى ইসমটি নির্দিষ্ট কারণ-

- ইসমের শুরুতে অতিরিক্ত আলিফ লাম (ال)
- নামবাচ্য ইসম/Proper Noun
- ইসমুল ইশারা/Demonstrative pronoun
- ইসম মাওসুল/Relative Pronoun

৯. هُمْ সর্বনামটির জন্য নিচের কোনটি প্রযোজ্য?

- মুক্ত সর্বনাম
- যুক্ত সর্বনাম
- দুইটির জন্য একই

১০. نَحْنُ সর্বনামটির জন্য যুক্ত ফর্ম কোনটি ?

- هَا
- كُمْ
- كَ
- نَا

উত্তর : কুইজ-১ : পদ

১.	২.	৩.	৪.
রফা, একবচন, পুরুষবাচক ও অনির্দিষ্ট	জার, একবচন, পুরুষবাচক ও অনির্দিষ্ট	Partly Flexible	Non Flexible
৫.	**৬.**	**৭.**	**৮.**
বহুবচন এবং নির্দিষ্ট	আরবরা স্ত্রীবাচক হিসাবে বিবেচনা করেছেন	সত্য	নামবাচ্য ইসম/Proper Noun
৯.	**১০.**		
দুইটির জন্য একই	نَا		

كَافِرٌ ইসম দিয়ে মুসলিমুন চার্টের অনুশীলন

كَافِرٌ একজন অবিশ্বাসী

নিম্নলিখিত টেবিলে كَافِرٌ (একজন অবিশ্বাসী) ইসমের **১৮** টি Heavy ফর্ম দেওয়া হয়েছে:

পুরুষবাচক হেভি ফর্ম			
বহুবচন	**দ্বিবচন**	**একবচন**	
كَافِرُوْنَ	كَافِرَانِ	كَافِرٌ	**রফা**
كَافِرِيْنَ	كَافِرَيْنِ	كَافِرًا	**নাসব**
كَافِرِيْنَ	كَافِرَيْنِ	كَافِرٍ	**জার্**

স্ত্রীবাচক হেভি ফর্ম			
বহুবচন	**দ্বিবচন**	**একবচন**	
كَافِرَاتٌ	كَافِرَتَانِ	كَافِرَةٌ	**রফা**
كَافِرَاتٍ	كَافِرَتَيْنِ	كَافِرَةً	**নাসব**
كَافِرَاتٍ	كَافِرَتَيْنِ	كَافِرَةٍ	**জার্**

নিচের টেবিলে ال (আলিফ লাম) যুক্ত ফর্মগুলো নিজে নিজে রূপান্তর করুন :

পুরুষবাচক ال (আলিফ লাম) যুক্ত ফর্ম				
বহুবচন		**দ্বিবচন**	**একবচন**	
?		?	الكَافِرُ	**রফা**
الكَافِرِيْنَ		?	?	**নাসব**
?		الكَافِرَيْنِ	?	**জার্**

স্ত্রীবাচক ال (আলিফ লাম) যুক্ত ফর্ম			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
الكَافِرَاتُ	?	?	রফা
?	?	الكَافِرَةَ	নাসব
?	?	?	জার্

পুরুষবাচক লাইট/Light ফর্ম			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
?	?	كَافِرُ	রফা
كَافِرِيْ	?	?	নাসব
?	كَافِرَيْ	?	জার্

নিচের টেবিলে Light ফর্মগুলো নিজে নিজে রূপান্তর করুন :

স্ত্রীবাচক লাইট/Light ফর্ম			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
كَافِرَاتُ	كَافِرَتَا	?	রফা
?	?	كَافِرَةَ	নাসব
?	?	?	জার্

স্ট্যাটাসের উপর অনুশীলন

প্রতিটা ইসমের স্ট্যাটাস নিচের যেকোন একটি হতে পারে :

- রফা
- নাসব
- জার্

পবিত্র কুরআন থেকে কিছু ইসম নিচের টেবিলে অনুশীলনের জন্য দেয়া হলো:

মন্তব্য	জার্ (J)	নাসব (N)	রফা (R)	ইসম
	-	-	R	أَحَدٌ
	-	N	-	كُفُوًا
	J	-	-	حَاسِدٍ
যে কোনোটি হতে পারে	J	N	R	هَٰذَا
	-	N	-	النَّاسَ
	-	-	R	الْكَافِرُونَ
	-	N	-	نَارًا

মন্তব্য	জার্ (J)	নাসব (N)	রফা (R)	ইসম
	-	-	R	أَنتُمْ
	J	-		النَّاسِ
	-	-	R	عَابِدٌ
	-	N	-	أَفْوَاجًا
যে কোনোটি হতে পারে	J	N	R	الَّذِي
যে কোনোটি হতে পারে	J	N	-	الْعَالَمِينَ
	-	N	-	الصِّرَاطَ
যে কোনোটি হতে পারে	J	N		الضَّالِّينَ
	-	-	R	الْمُفْلِحُونَ

বাক্যাংশ

বাক্যাংশের পরিচিতি

আমরা এখন পর্যন্ত যা পড়েছি তা একটি ইসম অথবা হরফ কেন্দ্রিক। অর্থাৎ আমরা ইসমের বৈশিষ্ট্য, সর্বনাম এবং হরফে জার্ শিখেছি। এখন আমরা শিখবো একটি ইসমের সাথে আরেকটি ইসম অথবা একটি হরফের সাথে একটি ইসম যুক্ত হয়ে কিভাবে বাক্যাংশ তৈরি করে। আমাদের শিখার পদ্ধতিটা অনেকটা ছোটবেলায় ব্লক দিয়ে বিল্ডিং বানানোর মতো। প্রথমে বিভিন্ন ব্লক একত্রিত করেছি, তারপর একটি ব্লকের সাথে আরেকটি ব্লক জোড়া লাগিয়েছি এবং সর্বশেষ একটি বড় কাঠামো/ Structure তৈরি করেছি।

বাক্যাংশ

বাক্যাংশ হলো দুই বা ততোধিক শব্দ যা একটি ধারণা প্রকাশ করে এবং একটি বাক্যের মধ্যে একটি ইউনিট হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিন্তু একটি বাক্যের মতো পরিপূর্ণ অর্থ দেয়না।

বাক্যাংশের প্রকারভেদ :

নিচে আমরা ছয়টি বাক্যাংশ শিখবো :

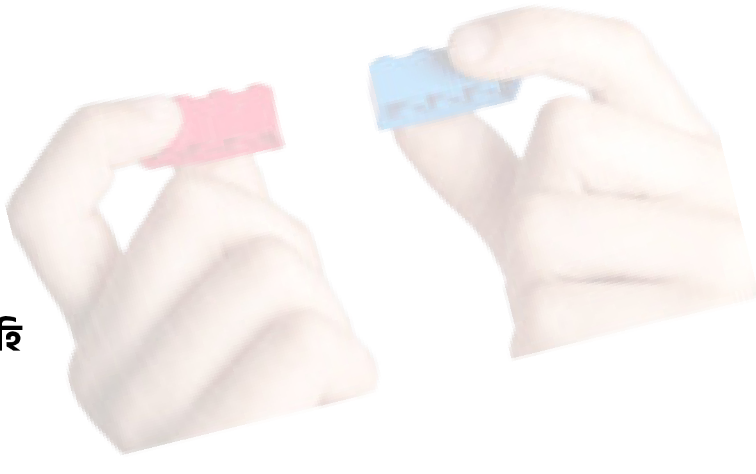

বাক্যাংশ -**১ জার্ মাজরুর**

বাক্যাংশ-২ **মুদফ ও মুদফ ইলাইহি**

বাক্যাংশ -৩ **বিশেষ মুদফ ও মুদফ ইলাইহি**

বাক্যাংশ -৪ **মাউসুফ সিফাহ**

বাক্যাংশ -৫ **হারফুন নাসব ও ইহার ইসম**

বাক্যাংশ -৬ **ইসমুল ইশারা ও মুশারুন ইলাইহি**

বাক্যাংশ-১ জার্ মাজরূর

জার্ মাজরূর পবিত্র কুরআনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বাক্যাংশ। পবিত্র কুরআনে প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় জার্ মাজরূর এর ব্যবহার দেখা যায়। তাই এই বাক্যাংশটি বুঝলে আরবি ব্যাকরণ শিখার একটা বড় মাইলফলক অর্জিত হবে।

হারফ

জার্ মাজরূর বুঝতে হলে প্রথমে হারফ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। সাধরণত হারফ্ অর্থ বর্ণ বা অক্ষর হলেও আরবী ব্যাকরণে হারফ হচ্ছে সেই পদান্বয়ী অব্যয় যা কোন শব্দের পূর্বে ব্যবহার না করা পর্যন্ত সেটির তেমন কোনো অর্থ হয় না। আমরা কয়েক ধরণের হারফ শিখবো । জার্ মাজরূর বাক্যাংশের জন্য যেই হারফটি প্রয়োজন হবে তা হলো হারফে জার।

হারফে জার

আরবি ভাষায় ইসমের আগে কিছু অব্যয়/ Preposition এসে সেই ইসমটির স্ট্যাটাসকে জার ফর্মে পরিবর্তিত করে দেয়, এরকম হারফকে হারফে জার বলা হয়।

পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত ১১ টি হারফে জার দেয়া হলো:

উপরে বর্ণিত হারফে জারের পরে যেই ইসম আসবে ওই ইসমটির স্ট্যাটাস সবসময় জার্ ফর্ম/ মাজরূর হবে। যদি ইসমটি Fully Flexible হয়, তাহলে জার্ ফর্মটি স্পষ্ট বুঝা যাবে। কিন্তু যদি ইসমটি Partly Flexible অথবা Non-Flexible হয় তাহলে দেখে নিশ্চিত না হওয়া গেলেও নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে হবে ইসমটি জার্ ফর্ম/মাজরূর।

নিচে জার্ মাজরূর বাক্যাংশের কিছু উদাহরণ পবিত্র কুরআন থেকে দেয়া হলো:

মাজরূর	হারফে জার	বাংলা অর্থ	জার্ মাজরূর
اِسْمِ	بِ	নামের সাথে	بِسْمِ
الدِّينِ	بِ	বিচারদিবসকে	بِالدِّينِ
الْحَقِّ	بِ	সত্যের সাথে	بِالْحَقِّ
الصَّبْرِ	بِ	সবরের সাথে	بِالصَّبْرِ
حَمْدِ	بِ	প্রশংসার সাথে	بِحَمْدِ
أَصْحَابِ	بِ	বাহিনীর সাথে	بِأَصْحَابِ
حِجَارَةٍ	بِ	পাথরের দ্বারা	بِحِجَارَةٍ
اللّٰهِ	تَ	আল্লাহর কসম	تَاللَّهِ
عَصْفٍ	كَ	খড়ের মতো	كَعَصْفٍ
مَثَلِ	كَ	উদাহরণের মতো	كَمَثَلِ
صَيِّبٍ	كَ	ঝড় বৃষ্টির মতো	كَصَيِّبٍ
اللّٰهِ	لِ	আল্লাহর জন্য	لِلَّهِ

মাজরূর	হারফে জার	বাংলা অর্থ	জার মাজরূর
كُلِّ	لِ	প্রত্যেকের জন্য	لِّكُلِ
إِيلَافِ	لِ	নিরাপত্তার জন্য	لِإِيلَافِ
الْمُصَلِّينَ	لِ	নামাযীদের জন্য	لِّلْمُصَلِّينَ
كُمْ	لَ	তোমাদের জন্য	لَكُمْ
يَ	لِ	আমার জন্য	لِيَ
الْإِبِلِ	إِلَى	উটের দিকে	إِلَى الْإِبِلِ
كَ	إِلَيْ	তোমার কাছে	إِلَيْكَ
الْعَصْرِ	وَ	শপথ যুগের (সময়ের)	وَالْعَصْرِ
الضُّحَىٰ	وَ	শপথ পূর্বাহ্নের	وَالضُّحَىٰ
اللَّيْلِ	وَ	শপথ রাত্রির	وَاللَّيْلِ
سِجِّيلٍ	مِن	শক্ত কাদামাটি থেকে	مِن سِجِّيلٍ
جُوعٍ	مِّن	ক্ষুধা থেকে	مِّن جُوعٍ
خَوْفٍ	مِّن	ভয়-ভীতি থেকে	مِّنْ خَوْفٍ
هَا	مِنْ	তার থেকে	مِنْهَا
الْأَفْئِدَةِ	عَلَى	হৃদয়ের উপরে	عَلَى الْأَفْئِدَةِ
هِمْ	عَلَيْ	তাদের উপর	عَلَيْهِمْ
مَطْلَعِ	حَتَّىٰ	উদয় পর্যন্ত	حَتَّىٰ مَطْلَعِ

মাজরূর	হারফে জার	বাংলা অর্থ	জার্ মাজরূর
تَضْلِيلٍ	فِي	ব্যর্থতায়	فِي تَضْلِيلٍ
خُسْرٍ	فِي	ক্ষতির মধ্যে	فِي خُسْرٍ
الْحُطَمَةِ	فِي	পিষ্টকারীর মধ্যে	فِي الْحُطَمَةِ
عَمَدٍ	فِي	খুটিরঁ ভেতরে	فِي عَمَدٍ
دِينِ	فِي	দ্বীনের মধ্যে	فِي دِينِ
هِمْ	فِي	তাদের মধ্যে	فِيهِمْ
هَا	فِي	এটার মধ্যে	فِيهَا
جَنَّةٍ	فِي	জান্নাতের মধ্যে	فِي جَنَّةٍ
هُمْ	عَنْ	তাদের ব্যাপারে	عَنْهُمْ
نِّي	عَن	আমার ব্যাপারে	عَنِّي
صَلَاتٍ	عَن	সালাতের ব্যাপারে	عَن صَلَاتٍ
طَعَامٍ	عَلَىٰ	খাবারের ব্যাপারে	عَلَىٰ طَعَامٍ

বাক্যাংশ-২ মুদফ ও মুদফ ইলাইহি

মুদফ এবং মুদফ ইলাইহি

দুটি ইসমের মধ্যে সাধারণত মালিকানার (সংশ্লিষ্টতার) সম্পর্ক বুঝানোর জন্য এই বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়। যে মালিক হয় তাকে বলে “মুদফ-ইলাইহি” مضاف اليه এবং যাকে/যেই বস্তুটি কারো মালিকানায় থাকে তাকে বলে মুদফ مضاف বাংলায় সাধারণত মুদফ ও মুদফ ইলাইহির মধ্যে একটি " র " এর সম্পর্ক পাওয়া যায়। যেমন :

বাক্যাংশ	মুদফ ইলাইহি	মুদফ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	জিনিসটা কার/কিসের	জিনিসটা কী
রাজশাহীর আম	রাজশাহীর	আম
মদিনার মাসজিদ	মদিনার	মাসজিদ
আমার কলম	আমার	কলম
তার বই	তার	বই
জামালের মোটরসাইকেল	জামালের	মোটরসাইকেল

মুদফ এবং মুদফ ইলাইহি হওয়ার শর্ত :

- মুদফ অবশ্যই LIGHT ফর্মে হবে ;
- মুদফ ইলাইহি জার ফর্ম/মাজরূর হবে ;
- তবে মুদফ যে কোনো স্ট্যাটাসের হতে পারে;
- মুদফ এবং মুদফ ইলাইহির মাঝখানে অন্য কোনো শব্দ থাকবে না।

নিচে মুদফ ও মুদফ ইলাইহি বাক্যাংশের কিছু উদাহরণ পবিত্র কুরআন থেকে দেয়া হলো:

মুদফ ইলাইহি	মুদফ	বাংলা অর্থ	মুদফ ও মুদফ ইলাইহি
الْفَلَقِ	رَبِّ	প্রভাতের পালনকর্তা	رَبِّ الْفَلَقِ
غَاسِقٍ	شَرِّ	অন্ধকারের অনিষ্ট	شَرِّ غَاسِقٍ
النَّفَّاثَاتِ	شَرِّ	জাদুকারিনীদের অনিষ্ট	شَرِّ النَّفَّاثَاتِ
حَاسِدٍ	شَرِّ	হিংসুকের অনিষ্ট	شَرِّ حَاسِدٍ
النَّاسِ	رَبِّ	মানুষদের প্রভু	رَبِّ النَّاسِ
كَ	رَبُّ	তোমার প্রভু	رَبُّكَ
هُمْ	كَيْدَ	তাদের চক্রান্ত	كَيْدَهُمْ
هِمْ	إِيلَافِ	তাদের নিরাপত্তা	إِيلَافِهِمْ
هِمْ	صَلَاتِ	তাদের নামায	صَلَاتِهِمْ
كُمْ	دِينُ	তোমাদের ধর্ম	دِينُكُمْ
ي	دِين	আমার ধর্ম	دِينِ
كَ	شَانِئَ	তোমার বিদ্বেষকারী	شَانِئَكَ
هُ	مَالُ	তার সম্পদ	مَالُهُ
هُ	امْرَأَتُ	তার স্ত্রী	امْرَأَتُهُ
هَا	جِيدِ	তার গলা	جِيدِهَا
كَ	سُبْحَانَ	তোমার পবিত্রতা	سُبْحَانَكَ

মুদফ ইলাইহি	মুদফ	বাংলা অর্থ	মুদফ ও মুদফ ইলাইহি
كَ	حَمْدِ	তোমার প্রশংসা	حَمْدِكَ
كَ	إِسْمُ	তোমার নাম	إِسْمُكَ
كَ	جَدُّ	তোমার গৌরব	جَدُّكَ
هُ	بَرَكَاتُ	তাঁর বরকত	بَرَكَاتُهُ
هُ	عَبْدُ	তাঁর বান্দা	عَبْدُهُ
الْفِيلِ	أَصْحَابِ	হস্তির-বাহিনী	أَصْحَابِ الْفِيلِ
اللَّهِ	نَصْرُ	আল্লাহ্‌র সাহায্য	نَصْرُ اللَّهِ
هِمْ	صَلَاتِ	তাদের নামায	صَلَاتِهِمْ
اللَّهِ	دِينِ	আল্লাহ্‌র ধর্ম	دِينِ اللَّهِ
الْحَطَبِ	حَمَّالَةَ	ইন্ধন বহনকারী	حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
لَهَبٍ	ذَاتَ	লেলিহান শিখা সম্বলিত	ذَاتَ لَهَبٍ
النَّاسِ	رَبِّ	মানুষদের প্রভু	رَبِّ النَّاسِ
النَّاسِ	مَلِكِ	মানুষদের মালিক	مَلِكِ النَّاسِ
النَّاسِ	إِلَٰهِ	মানুষদের উপাস্য	إِلَٰهِ النَّاسِ
الْوَسْوَاسِ	شَرِّ	কুমন্ত্রণার অনিষ্ট	شَرِّ الْوَسْوَاسِ
النَّاسِ	صُدُورِ	মানুষদের অন্তরসমূহ	صُدُورِ النَّاسِ
اللَّهِ	رَحْمَةُ	আল্লাহর রহমত	رَحْمَةُ اللَّهِ
اللهِ	عِبَادِ	আল্লাহর বান্দা	عِبَادِ اللهِ

মুদফ ও মুদফ ইলাইহির দ্বিস্তরের সম্পর্ক

দুটি ইসমের মধ্যে সাধারণত মালিকানার (সংশ্লিষ্টতার) সম্পর্ক বুঝানোর জন্য মুদফ ও মুদফ ইলাইহি বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়। যে মালিক হয় তাকে বলে “মুদফ-ইলাইহি” مضاف اليه এবং যাকে/যেই বস্তুটি কারো মালিকানায় থাকে তাকে বলে মুদফ مضاف

বাংলায় সাধারণত মুদফ ও মুদফ ইলাইহির মধ্যে একটি " র " এর সম্পর্ক পাওয়া যায়। এই মুদফ ও মুদফ ইলাইহির মধ্যে " র " এর সম্পর্কটি দ্বিস্তরে হতে পারে। যেখানে মাঝখানের শব্দটি একই সাথে মুদফ ও মুদফ ইলাইহির কাজ করে। কিছুটা উপরের এই ছবিটির মতো :

কিছু বাংলা উদাহরণের মাধ্যমে নিচের টেবিল থেকে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করি :

দ্বিস্তরের মুদফ ও মুদফ ইলাইহি বাক্যাংশ	মুদফ ইলাইহি	মুদফ/মুদফ ইলাইহি	মুদফ
রাজশাহীর আমের স্বাদ	রাজশাহীর	আমের	স্বাদ
তার বন্ধুর মোটরসাইকেল	তার	বন্ধুর	মোটরসাইকেল
মদিনার মাসজিদের সৌন্দর্য্য	মদিনার	মাসজিদের	সৌন্দর্য্য
আমার কলমের কালি	আমার	কলমের	কালি

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, মাঝখানের শব্দটি একই সাথে মুদফ এবং মুদফ ইলাইহির ভূমিকা পালন করছে। এখন পবিত্র কুরআন থেকে কিছু উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করি :

মুদফ ইলাইহি	মুদফ/মুদফ ইলাইহি	মুদফ	বাংলা অর্থ	বাক্যাংশ
كَ	رَبِّ	رَسُولُ	তোমার প্রভুর বার্তাবাহক	رَسُولُ رَبِّكِ
الدِّينِ	يَوْمِ	مَالِكِ	বিচারের দিনের মালিক	مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
كَ	رَبِّ	حُكْمِ	তোমার প্রভুর নির্দেশ	حُكْمِ رَبِّكَ
هِمْ	رَبِّ	أَمْرِ	তাদের প্রভুর আদেশ	أَمْرِ رَبِّهِمْ
هِ	رَبِّ	رَّحْمَةِ	তার প্রভুর করুণা	رَّحْمَةِ رَبِّهِ
هِ	رَبِّ	اسْمَ	তার প্রভুর নাম	اسْمَ رَبِّهِ

জার্ মাজরূর এবং মুদফ ও মুদফ ইলাইহির সমন্বিত বাক্যাংশ

একটি বাক্যের মধ্যে শুধুমাত্র জার্ মাজরূর বাক্যাংশ থাকতে পারে অথবা মুদফ ও মুদফ ইলাইহি বাক্যাংশ থাকতে পারে। কখনো কখনো জার্ মাজরূর এবং মুদফ ও মুদফ ইলাইহি সমন্বিতভাবে (in an integrated way) থাকতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে প্রথমে জার্ মাজরূর বাক্যাংশ আসে এবং মাজরূর অংশটি একই সাথে মুদফ হিসাবে কাজ করে ও এই মুদফের জন্য একটি মুদফ ইলাইহি আসে। প্রথমে কিছু বাংলা উদাহরণের মাধ্যমে নিচের টেবিল থেকে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করি :

জার্ মাজরূর এবং মুদফ ও মুদফ ইলাইহির সমন্বিত বাক্যাংশ	হরফে জার্	মাজরূর/মুদফ	মুদফ ইলাইহি
মদিনার মাসজিদের মধ্যে	মধ্যে	মাসজিদের	মদিনার
তাদের অন্তরের মধ্যে	মধ্যে	অন্তরের	তাদের
তোমার পরকালের ব্যাপারে	ব্যাপারে	পরকালের	তোমার
তার টেবিলের উপরে	উপরে	টেবিলের	তার

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, মাঝখানের শব্দটি একই সাথে মাজরূর এবং মুদফ হিসাবে ভূমিকা পালন করছে। এখন পবিত্র কুরআন থেকে কিছু উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা বুঝার চেষ্টা করি :

মুদফ ইলাইহি	মাজরূর/মুদফ	হরফে জার্	বাংলা অর্থ	সমন্বিত বাক্যাংশ
الْفِيلِ	أَصْحَابِ	بِ	হস্তি-বাহিনীর প্রতি	بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
هِمْ	صَلَاتِ	عَن	তাদের নামায সম্বন্ধে	عَن صَلَاتِهِمْ
كَ	رَبِّ	لِ	তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে	لِرَبِّكَ
اللَّهِ	دِينِ	فِي	আল্লাহ্‌র দ্বীনের মধ্যে	فِي دِينِ اللَّهِ
هَا	جِيدِ	فِي	তার গলার মধ্যে	فِي جِيدِهَا
غَاسِقٍ	شَرِّ	مِن	অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে	مِن شَرِّ غَاسِقٍ
حَاسِدٍ	شَرِّ	مِن	হিংসাকারীর অনিষ্ট থেকে	مِن شَرِّ حَاسِدٍ
النَّاسِ	رَبِّ	بِ	মানুষের প্রভুর কাছে	بِرَبِّ النَّاسِ
النَّاسِ	صُدُورِ	فِي	মানুষের অন্তরের মধ্যে	فِي صُدُورِ النَّاسِ
هِمْ	شَيَاطِينِ	إِلَىٰ	তাদের শয়তানদের সঙ্গে	إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ
الْعَزِيزِ	اللَّهِ	بِ	পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি	بِاللَّهِ الْعَزِيزِ
كَ	رَبِّ	إِلَىٰ	আপনার প্রভুর প্রতি	إِلَىٰ رَبِّكَ
رَبِّ	إِذْنِ	بِ	পালনকর্তার আদেশে	بِإِذْنِرَبِّ
الْكِتَابِ	أَهْلِ	مِنْ	আহলে কিতাব থেকে	مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
الرَّحْمَٰنِ	خَلْقِ	فِي	রহমানের সৃষ্টিতে	فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ

বাক্যাংশ-৩ বিশেষ মুদফ ও মুদফ ইলাইহি

বিশেষ মুদফ

বিশেষ মুদফ ও মুদফ ইলাইহি বাক্যাংশ বুঝতে হলে প্রথমে বিশেষ মুদফ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। বিশেষ মুদফ হলো এমন কিছু ইসম যা মূলত সময়/স্থান সম্পর্কিত এবং এই ইসমগুলো অন্য ইসমের পূর্বে বসে ইসমটিকে মুদফ ইলাইহি جَر (Status) অবস্থায় নিয়ে যায় অর্থাৎ জার্ ফর্ম/মাজরূর হয়। যদিও তাদের মধ্যে প্রকৃত মালিকানা বুঝায় না, তবে বাংলায় 'র' এর সম্পর্ক তৈরি হয়। সাধারণত তিন ধরণের বিশেষ মুদফ ইলাইহি দেখা যায়। যথা :

১ সময় সম্পর্কিত -পূর্বে , পরে ইত্যাদি
২ স্থান সম্পর্কিত -উপরে, নিচে ইত্যাদি
৩ বিবিধ - ব্যতীত, পরস্পরের ইত্যাদি

বিশেষ মুদফের তালিকা

بَعْدَ	قَبْلَ	تَحْتَ	فَوْقَ
পরে	পূর্বে	নিচে	উপরে
خَلْفَ	أَمَامَ	مَعَ	عِنْدَ
পিছনে	সামনে	সাথে	নিকট

বিশেষ মুদফের তালিকা

حَوْلَ	بَيْنَ	دُوْنِ	قَدَّامَ
চারপাশে	মধ্যে	ছাড়া	সামনে
غَيْرُ	كُلُّ	بَعْضُ	لَدُنْ
ব্যতীত	সব	কিছু	পক্ষ থেকে
اَىُّ			
মধ্যে কে/কোনজন			

নিচের টেবিলে পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে কিছু বিশেষ মুদফ ও মুদফ ইলাইহির উদাহরণ দেখলে বিষয়টা আরো পরিষ্কার হবে ইন শা আল্লাহ :

মুদফ ইলাইহি	বিশেষ মুদফ	বাংলা অর্থ	বাক্যাংশ
كُم	فَوْقَ	তোমাদের উপরে	فَوْقَكُمْ
الشَّجَرَةِ	تَحْتَ	বৃক্ষের নিচে	تَحْتَ الشَّجَرَةِ
مَوْتِ	قَبْلَ	মৃত্যুর পূর্বে	قَبْلَ مَوْتِ
الرُّسُلِ	بَعْدَ	রসূলগণের পরে	بَعْدَ الرُّسُلِ
اللّٰهِ	عِنْدَ	আল্লাহর নিকট	عِنْدَ اللّٰهِ

মুদফ ইলাইহি	বিশেষ মুদফ	বাংলা অর্থ	বাক্যাংশ
الْمُؤْمِنِينَ	مَعَ	মু'মিনদের সাথে	مَعَ الْمُؤْمِنِينَ
هُ	أَمَامَ	তার সামনে	أَمَامَهُ
هُمْ	خَلْفَ	তাদের পিছনে	خَلْفَهُمْ
الْمَسْجِدِ	قَدَّامَ	মসজিদের ঠিক সামনে	قَدَّامَ الْمَسْجِدِ
اللّٰهِ	دُوْنِ	আল্লাহকে ছাড়া	دُوْنِ اللّٰهِ
كُم	بَيْنَ	তোমাদের মধ্যে	بَيْنَكُم
كُمْ	حَوْلَ	তোমাদের চারপাশে	حَوْلَكُمْ
كَ	لَدُنْ	তোমার পক্ষ থেকে	لَدُنْكَ
كُمْ	بَعْضُ	তোমরা কিছু	بَعْضُكُمْ
شَيْءٍ	كُلِّ	সব কিছুর	كُلِّ شَيْءٍ
الْمَغْضُوْبِ	غَيْرِ	অভিশপ্তদের ব্যতীত	غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
كُمْ	اَيُّ	তোমাদের মধ্যে কে/কোনজন	اَيُّكُمْ

অন্যান্য বাক্যাংশের মতো বিশেষ মুদফ ও মুদফ ইলাইহি সমন্বিতভাবে অন্য বাক্যের সাথে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ -ইহার পর, এখানে জার্ মাজরূর/বিশেষ মুদফ ও মুদফ ইলাইহি এসেছে।

বাক্যাংশ-৪ মাওসূফ সিফাহ্

মাউসুফ (مو صوف)

মাউসুফ (مو صوف) একটি ইসম যার শাব্দিক অর্থ হলো যার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়। মাউসুফ সিফাহ বাক্যাংশে মাউসুফ হল যার দোষ গুণ বর্ণনা করা হয়।

সিফাহ (صفة)

অন্যদিকে যেসব শব্দ (ইসম) ব্যবহার করে মাউসুফের দোষ গুণ বর্ণনা করা হয়, ওই শব্দ(সমূহ) কে সিফাহ (صفة) বলে। যেমন নতুন কলমটি - এখানে কলম শব্দটি মাউসুফ অন্যদিকে নতুন শব্দটি সিফাহ কারণ নতুন শব্দটি কলমের গুণ বর্ণনা করছে।

মাউসুফ এবং সিফাহ হওয়ার শর্ত

মাউসুফ এবং সিফাহ হওয়ার শর্ত নিম্নরূপ :

- সিফাহ মাউসুফ সম্পর্কে বর্ণনা করবে ;
- মাউসুফ এবং সিফাহর **চারটি বৈশিষ্ট্য একরকম** হবে ;
- মাউসুফ একটি হবে কিন্তু সিফাহ **একাধিক** হতে পারে ;
- মাউসুফ **আগে** আসবে তারপর সিফাহ ;
- মাউসুফ এবং সিফাহ পাশাপাশি অথবা দূরেও বসতে পারে।

মাউসুফ সিফাহ বাক্যাংশের কিছু উদাহরণ

নিচে মাউসুফ সিফাহ বাক্যাংশের কিছু উদাহরণ পবিত্র কুরআন থেকে দেয়া হলো:

সিফাহ	মাউসুফ	বাংলা অর্থ	মাউসুফ সিফাহ বাক্যাংশ
أَلِيمٌ	عَذَابٌ	ভয়াবহ আযাব	عَذَابٌ أَلِيمٌ
ثَقِيلًا	قَوْلًا	গুরুত্বপূর্ণ বাণী	قَوْلًا ثَقِيلًا
الْمُسْتَقِيمَ	الصِّرَاطَ	সরল পথ	الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
الظَّالِمِينَ	الْقَوْمَ	সীমালংঘণকারী সম্প্রদায়	الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
الْكَافِرِينَ	الْقَوْمَ	কাফের সম্প্রদায়	الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
مُّمَدَّدَةٍ	عَمَدٍ	লম্বা খুঁটি	عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ
مَّأْكُولٍ	عَصْفٍ	ভক্ষিত তৃণ	عَصْفٍ مَّأْكُولٍ
قَلِيلًا	ثَمَنًا	অল্প মূল্য	ثَمَنًا قَلِيلًا
الْحَقُّ	الْيَوْمُ	সত্য দিবস	الْيَوْمُ الْحَقُّ
مَّرْقُومٌ	كِتَابٌ	লিপিবদ্ধ খাতা	كِتَابٌ مَّرْقُومٌ
الْكَبِيرُ	الْفَوْزُ	মহা সাফল্য	الْفَوْزُ الْكَبِيرُ
الدُّنْيَا	الْحَيَاةَ	পার্থিব জীবন	الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
جَارِيَةٌ	عَيْنٌ	প্রবাহিত ঝরণা	عَيْنٌ جَارِيَةٌ
الْأَكْبَرَ	الْعَذَابَ	মহা আযাব	الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ
قَيِّمَةٌ	كُتُبٌ	সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থসমূহ	كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

সিফাহ	মাউসুফ	বাংলা অর্থ	মাউসুফ সিফাহ বাক্যাংশ
آمِنًا	بَلَدًا	নিরাপদ নগর	بَلَدًا آمِنًا
مُّبَارَكٌ	ذِكْرٌ	বরকতময় উপদেশ	ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ
حَامِيَةٌ	نَارٌ	প্রজ্জ্বলিত অগ্নি	نَارٌ حَامِيَةٌ
الْمَبْثُوثِ	الْفَرَاشِ	বিক্ষিপ্ত পতঙ্গ	الْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ
رَّاضِيَةٍ	عِيشَةٍ	সন্তোষজনক জীবনযাপন	عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ

মাউসুফ সিফাহ বাক্যাংশটি অন্যান্য বাক্যাংশের সাথে সমন্বিতভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখবো ইন শা আল্লাহ।

জার্ মাজরূর এবং মাউসুফ সিফাহর সমন্বিত বাক্যাংশ

একটি বাক্যের মধ্যে শুধুমাত্র একটি বাক্যাংশ থাকতে পারে অথবা অন্যান্য বাক্যাংশের সাথে সমন্বিতভাবে (in an integrated way) থাকতে পারে। এখানে আমরা দেখবো জার্ মাজরূর এবং মাউসুফ সিফাহ কিভাবে সমন্বিতভাবে থাকতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে প্রথমে জার্ মাজরূর বাক্যাংশ আসে এবং মাজরূর অংশটি একই সাথে মাউসুফ হিসাবে কাজ করে ও এই মাউসুফের জন্য এক বা একাধিক সিফাহ আসে। প্রথমে কিছু বাংলা উদাহরণের মাধ্যমে নিচের টেবিল থেকে বিষয়টা বুঝার চেষ্টা করি :

জার মাজরূর ও মাউসুফ সিফাহর সমন্বিত বাক্যাংশ	হরফে জার্	মাজরূর/ মাউসুফ	সিফাহ
নতুন বইটির মধ্যে	মধ্যে	বইটির	নতুন
দামি ঘড়িটির জন্য	জন্য	ঘড়িটির	দামি
পুরানো বাড়িটি থেকে	থেকে	বাড়িটি	পুরানো
সুন্দর মাসজিদের দিকে	দিকে	মাসজিদের	সুন্দর

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো মাঝখানের শব্দটি একই সাথে মাজরূর এবং মাউসুফের ভূমিকা পালন করছে। এখন পবিত্র কুরআন থেকে কিছু উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করি :

সিফাহ	মাজরূর/ মাউসুফ	হরফে জার্	বাংলা অর্থ	সমন্বিত বাক্যাংশ
الْعَظِيمِ	النَّبَإِ	عَن	মহাসংবাদ সম্বন্ধে	عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ
رَّاضِيَةٍ	عِيشَةٍ	فِي	সন্তোষজনক জীবনের মধ্যে	فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ
الْمَبْثُوثِ	الْفَرَاشِ	كَ	বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো	كَالْفَرَاشِ الْ مَبْثُوثِ
الْمَنفُوشِ	الْعِهْنِ	كَ	ধুনিত পশমের মতো	كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ
مُّمَدَّدَةٍ	عَمَدٍ	فِي	লম্বা খুঁটির মধ্যে	فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ
مَّأْكُولٍ	عَصْفٍ	كَ	ভক্ষিত তৃণের মতো	كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ
مَّحْفُوظٍ	لَوْحٍ	فِي	সুরক্ষিত ফলকে	فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ
الْأُولَىٰ	الصُّحُفِ	فِي	পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে	فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ
آنِيَةٍ	عَيْنٍ	مِنْ	ফুটন্ত নহর থেকে	مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ
عَالِيَةٍ	جَنَّةٍ	فِي	সুউচ্চ জান্নাতে	فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
كَبِيرٍ	ضَلَالٍ	فِي	মহা বিভ্রান্তির মধ্যে	فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ

মুদফ ও মুদফ ইলাইহি এবং মাউসুফ সিফাহর সমন্বিত বাক্যাংশ

একটি বাক্যের মধ্যে শুধুমাত্র একটি বাক্যাংশ থাকতে পারে আবার অন্য একটি/একাধিক বাক্যাংশের সাথে সমন্বিতভাবে/মিলিতভাবে (in an integrated way) থাকতে পারে। এখানে আমরা দেখবো মুদফ ও মুদফ ইলাইহি এবং মাউসুফ সিফাহ কিভাবে সমন্বিতভাবে থাকতে পারে।

এরকম ক্ষেত্রে আমরা দুইটি অবস্থা দেখবো। প্রথমত মুদফ একই সাথে মাউসুফ হিসাবে কাজ করে ও এই মাউসুফের জন্য একটি/একাধিক সিফাহ আসে। দ্বিতীয়ত মুদফ ইলাইহি একই সাথে মাউসুফ হিসাবে কাজ করে ও এই মাউসুফের জন্য একটি/একাধিক সিফাহ আসে। এখন পবিত্র কুরআন থেকে কিছু উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা বুঝার চেষ্টা করি।

এই টেবিলটিতে দেখবো কিভাবে মুদফ একই সাথে মাউসুফ হিসাবে কাজ করে:

সিফাহ	মুদফ ইলাইহি	মুদফ/মাউসুফ	বাংলা অর্থ	সমন্বিত বাক্যাংশ
الْكَرِيمِ	كَ	رَبِّ	আপনার দয়াময় প্রভুর	رَبِّكَ الْكَرِيمِ
الْأَعْلَى	كَ	رَبِّ	আপনার মহান প্রভুর	رَبِّكَ الْأَعْلَى
الْمُوقَدَةُ	اللَّهِ	نَارُ	আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি	نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ
الدُّنْيَا	نَا	حَيَاتُ	আমাদের পার্থিব জীবন	حَيَاتُنَا الدُّنْيَا

এই টেবিলটিতে দেখবো কিভাবে মুদফ ইলাইহি একই সাথে মাউসুফ হিসাবে কাজ করে:

সিফাহ	মুদফ ইলাইহি/ মাউসুফ	মুদফ	বাংলা অর্থ	সমন্বিত বাক্যাংশ
الرَّحْمَنِ	اللَّهِ	اسْمِ	করুণাময় আল্লাহর নাম	اسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الْمُبِينِ	الْكِتَابِ	آيَاتُ	সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াতসমূহ	آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

বাক্যাংশ-৫ হারফুন নাসব ও ইহার ইসম

হারফুন নাসব/حَرْفُ النَّصْبِ

হারফুন নাসব অনেকটা হরফে জারের মতো অর্থাৎ হারফুন নাসব একধরণের পদান্বয়ী অব্যয় যা কোন নির্দিষ্ট **ইসমের স্ট্যাটাসকে নাসব ফর্মে/মানসুব করে দেয়**। হরফে জারের সাথে হারফুন নাসবের পার্থক্য হলো হরফে জারের পরের ইসমটির স্টেটাস জার্ ফর্ম/মাজরূর হবে অন্যদিকে হারফুন নাসবের পরে যেকোন জায়গায় ইসমটি আসতে পারে (পাশাপাশি আসা জরুরি নয়) এবং এই ইসমটির স্টেটাস নাসব ফর্ম/মানসুব হবে।

হারফুন নাসবের তালিকা

পবিত্র কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ৭ টি হারফুন নাসব নিম্নে দেয়া হলো:

উপরে বর্ণিত হারফুন নাসব আসার ফলে যে ইসমটির স্ট্যাটাস পরিবর্তন হবে তাকে ইহার ইসম বলে। যদি ইসমটি Fully Flexible হয়, তাহলে নাসব ফর্মটি স্পষ্ট বোঝা যাবে। কিন্তু যদি ইসমটি Partly Flexible অথবা Non-Flexible হয় তাহলে দেখে নিশ্চিত না হওয়া গেলেও নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে হবে এটা নাসব ফর্ম/ মানসুব।

এখানে একটি অর্থ দেয়া হয়েছে। প্রেক্ষাপট অনুযায়ী অন্যান্য অর্থ হতে পারে।

হারফুন নাসব ও ইহার ইসম বাক্যাংশের উদাহরণ

নিচে হারফুন নাসব ও ইহার ইসম বাক্যাংশের কিছু উদাহরণ পবিত্র কুরআন থেকে দেয়া হলো:

ইহার ইসম	হারফুন নাসব	বাংলা অর্থ	হারফুন নাসব ও ইহার ইসম
اللَّهَ	إِنَّ	নিশ্চয়ই আল্লাহ	إِنَّ اللَّهَ
هُمْ	إِنَّ	নিশ্চয়ই তারা	إِنَّهُمْ
ي	إِنَّ	নিশ্চয়ই আমি	إِنِّي
كَ	إِنَّ	নিশ্চয়ই তুমি	إِنَّكَ
إِبْرَاهِيمَ	إِنَّ	নিশ্চয়ই ইব্রাহীম	إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
جَنَّاتٍ	أَنَّ	যে জান্নাত	أَنَّ جَنَّاتٍ
الْمَسَاجِدَ	أَنَّ	যে মসজিদগুলো	أَنَّ الْمَسَاجِدَ
اللَّهَ	أَنَّ	যে আল্লাহ..	أَنَّ اللَّهَ
هُمْ	كَأَنَّ	যেন তারা	كَأَنَّهُمْ
هُمْ	بِأَنَّ	কারণ তারা	بِأَنَّهُمْ
اللَّهَ	بِأَنَّ	কারণ আল্লাহ	بِأَنَّ اللَّهَ
كُمْ	لَعَلَّ	যাতে তোমরা	لَعَلَّكُمْ
هُمْ	لَعَلَّ	যাতে তারা	لَعَلَّهُمْ
الشَّيَاطِينَ	لَٰكِنَّ	বরং শয়তান	لَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ
الْبِرَّ	لَٰكِنَّ	কিন্তু ধর্মনিষ্ঠা	لَٰكِنَّ الْبِرَّ
اللَّهَ	لَٰكِنَّ	কিন্তু আল্লাহ্‌	لَٰكِنَّ اللَّهَ
كَثِيرًا	لَٰكِنَّ	কিন্তু অনেকেই	لَٰكِنَّ كَثِيرًا

ইহার ইসম	হারফুন নাসব	বাংলা অর্থ	হারফুন নাসব ও ইহার ইসম
نِي	لَيْتَ	হায়, আমি	لَيْتَنِي
نَا	لَيْتَ	হায়, আমরা	لَيْتَنَا
الَّذِينَ	إِنَّ	নিশ্চয়ই যারা	إِنَّ الَّذِينَ
ذَٰلِكَ	إِنَّ	নিশ্চয় সেটি	إِنَّ ذَٰلِكَ

হারফুন নাসব ও ইহার ইসম এবং মুদফ ও মুদফ ইলাইহির সমন্বিত বাক্যাংশ

একটি বাক্যের মধ্যে শুধুমাত্র একটি বাক্যাংশ থাকতে পারে আবার অন্যান্য বাক্যাংশের সাথে সমন্বিতভাবে/মিলিতভাবে (in an integrated way) থাকতে পারে। এখানে আমরা দেখবো হারফুন নাসব ও ইহার ইসম বাক্যাংশের সাথে মুদফ ও মুদফ ইলাইহি কিভাবে সমন্বিতভাবে থাকতে পারে।

এরকম ক্ষেত্রে প্রথমে হারফুন নাসব ও ইহার ইসম বাক্যাংশ আসে এবং ' ইহার ইসম ' অংশটি একই সাথে মুদফ হিসাবে কাজ করে ও এই মুদফের জন্য একটি মুদফ ইলাইহি আসে। এখন পবিত্র কুরআন থেকে কিছু উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করি :

মুদফ ইলাইহি	ইহার ইসম/ মুদফ	হারফুন নাসব	বাংলা অর্থ	সমন্বিত বাক্যাংশ
كَ	شَانِئَ	إِنَّ	নিশ্চয় আপনার শত্রু	إِنَّ شَانِئَكَ
اللَّهِ	هُدَى	إِنَّ	নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হেদায়েত	إِنَّ هُدَى اللَّهِ
مُلْكٍ	آيَةَ	إِنَّ	নিশ্চয় রাজত্বের নিদর্শন	إِنَّ آيَةَ مُلْكٍ
النَّاسِ	أَكْثَرَ	لَٰكِنَّ	কিন্তু অধিকাংশ লোক	لَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
هُمْ	أَكْثَرَ	لَٰكِنَّ	কিন্তু তাদের অধিকাংশই	لَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
اللَّهِ	عَذَابَ	لَٰكِنَّ	কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি	لَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ

বাক্যাংশ-৬ ইসমুল ইশারা ও মুশারুন ইলাইহি

ইসমুল ইশারা / إِسْمُ الإِشارَةِ/Pointing words

ইসমুল ইশারা/ إِسْمُ الإِشارَةِ/ Pointing words যে সমস্ত শব্দের দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে ইশারা করা হয়, সে সমস্ত শব্দকে আরবীতে ইসমুল ইশারা (إِسْمُ الْإِشَارَةِ) বলা হয়। বেশিরভাগ ইসমুল ইশারাগুলো (দ্বিবচন ছাড়া) non-flexible অর্থাৎ রফা, নাসব এবং জার্ স্ট্যাটাসের জন্য দেখতে একইরকম হয়। কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ইসমুল ইশারার তালিকা দেয়া হলো:

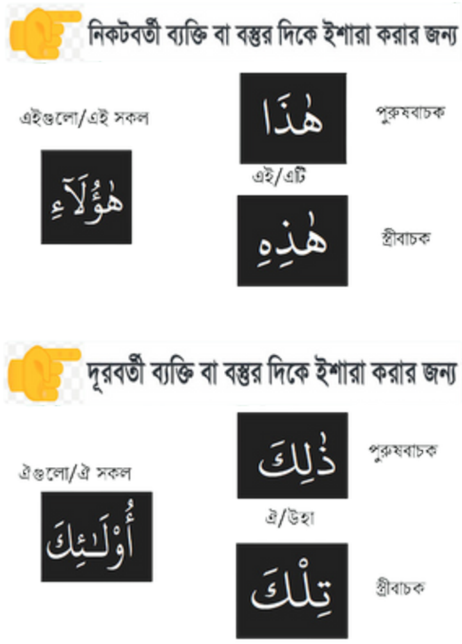

এই শব্দগুলো বাক্যাংশ তৈরি করা ছাড়াও অন্য ভূমিকায় আসতে পারে যথা বাক্যের কর্তা/Subject বা কর্ম কারক/Object হিসাবে।

মুশারুন ইলাইহি/مُشارٌ إِلَيْهِ

মুশারুন ইলাইহি হলো - যার/যেই জিনিসের দিকে ইশারা করা হয়। যেমন “ঐ লোকটি ” এখানে "ঐ " -ইসমুল ইশারা , "**লোকটি** " - মুশারুন ইলাইহি

ইসমুল ইশারা এবং মুশারুন ইলাইহি হওয়ার শর্ত :

- ইসমুল ইশারা এবং মুশারুন ইলাইহি **চারটি বৈশিষ্ট্য একরকম** হবে
- ইসমুল ইশারা এবং মুশারুন ইলাইহি পাশাপাশি বসবে
- মুশারুন ইলাইহি একটি আলিফ লাম যুক্ত ইসম হবে

এখন পবিত্র কুরআন থেকে কিছু উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করি :

মুশারুন ইলাইহি	ইসমুল ইশারা	বাংলা অর্থ	ইসমুল ইশারা ও মুশারুন ইলাইহি বাক্যাংশ
الْقُرْآنُ	هٰذَا	এই কুরআন	هٰذَا الْقُرْآنُ
الْوَعْدُ	هٰذَا	এ ওয়াদা	هٰذَا الْوَعْدُ
الْبَلَدَ	هٰذَا	এই শহর	هٰذَا الْبَلَدَ
الْحَدِيثِ	هٰذَا	এই বিবৃতি	هٰذَا الْحَدِيثِ
الْفَتْحُ	هٰذَا	এই বিজয়	هٰذَا الْفَتْحُ
الشَّجَرَةَ	هٰذِهِ	এই বৃক্ষ	هٰذِهِ الشَّجَرَةَ
الْقَرْيَةَ	هٰذِهِ	এই শহর	هٰذِهِ الْقَرْيَةَ
الْحَيَاةِ	هٰذِهِ	এই জীবন	هٰذِهِ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا	هٰذِهِ	এই দুনিয়া	هٰذِهِ الدُّنْيَا
الْيَوْمُ	ذٰلِكَ	ঐ দিবস	ذٰلِكَ الْيَوْمُ
الْفَوْزُ	ذٰلِكَ	ঐ সাফল্য	ذٰلِكَ الْفَوْزُ
الْأَمْثَالُ	تِلْكَ	এই উপমাগুলো	تِلْكَ الْأَمْثَالُ

ইসমুল ইশারা ও মুশারুন ইলাইহির অন্য বাক্যাংশের সাথে সমন্বিত ব্যবহার

ইসমুল ইশারা ও মুশারুন ইলাইহি অন্য বাক্যাংশের সাথে সমন্বিতভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রথমে দেখবো জার্ মাজরূর এর সাথে কিভাবে ব্যবহৃত হয় :

মুশারুন ইলাইহি	মাজরূর/ ইসমুল ইশারা	হরফে জার্	বাংলা অর্থ	সমন্বিত বাক্যাংশ
الْقُرْآنِ	هَٰذَا	فِي	এই কুরআনে	فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ
الْحَدِيثِ	هَٰذَا	بِ	এই নতুন বাণীতে	بِهَٰذَا الْحَدِيثِ
الْقُرْآنِ	هَٰذَا	بِ	এই কুরআনে	بِهَٰذَا الْقُرْآنِ
الْبَلَدِ	هَٰذَا	بِ	এই নগরের নামে	بِهَٰذَا الْبَلَدِ
الْحَيَاةِ	هَٰذِهِ	فِي	এই জীবনে	فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ
الْقَرْيَةِ	هَٰذِهِ	مِنْ	এই জনপদ থেকে	مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ
الشَّجَرَةِ	هَٰذِهِ	عَنْ	এ বৃক্ষের ব্যাপারে	عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ
الدُّنْيَا	هَٰذِهِ	فِي	এই দুনিয়াতে	فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا

এইরকম ক্ষেত্রে মুশারুন ইলাইহিকে **বদল ও** বলা হয়

এবার দেখবো মুদফ ও মুদফ ইলাইহির এর সাথে কিভাবে সমন্বিতভাবে ব্যবহৃত হয়:

মুশারুন ইলাইহি	মাজরূর/ ইসমুল ইশারা	মুদফ	বাংলা অর্থ	সমন্বিত বাক্যাংশ
الْغُرَابِ	هَٰذَا	مِثْلَ	এই কাকের মতো	مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ
الْبَيْتِ	هَٰذَا	رَبَّ	এই গৃহের প্রভু	رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ
الْبَلْدَةِ	هَٰذِهِ	رَبَّ	এই শহরের প্রভু	رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ

এইরকম ক্ষেত্রে মুশারুন ইলাইহিকে **বদলও** বলা হয়

এবার দেখবো মাউসুফ সিফাহর সাথে কিভাবে সমন্বিতভাবে ব্যবহৃত হয়:

সিফাহ	মুশারুনইলাইহ/ মাউসুফ	ইসমুল ইশারা	বাংলা অর্থ	সমন্বিত বাক্যাংশ
الدُّنْيَا	الْحَيَاةِ	هَٰذِهِ	এই দুনিয়ার জীবন	هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

যৌগিক বাক্যাংশ

যৌগিক বাক্যাংশ/Compound Fragment এর অধীনে আমরা দুইটি বিষয় আলোচনা করবো ইন শা আল্লাহ :

১. মাউসুফ ও যৌগিক সিফাহ/Mawsuf & Compound Sifah

২. ইসম মাওসুল ও সিলাহ/Ism Mawsul & Silah

১. মাউসুফ ও যৌগিক সিফাহ

আমরা মাউসুফ ও সিফাহ বাক্যাংশে দেখেছি মাউসুফ হল যার দোষ গুণ বর্ণনা করা হয়। অন্যদিকে যেসব শব্দ (ইসম) ব্যবহার করে মাউসুফের দোষ গুণ বর্ণনা করা হয়, ওই শব্দ(সমূহ) কে সিফাহ (صفة) বলে। আরো দেখেছি মাউসুফ এবং সিফাহর চারটি বৈশিষ্ট্য একরকম হতে হবে।

কিন্তু মাউসুফ ও যৌগিক সিফাহ বাক্যাংশে সিফাহ **একাধিক শব্দের সমন্বয়ে হবে** এবং এই সিফাহটি হতে পারে **একটি সরল বাক্যাংশ, একটি যৌগিক বাক্যাংশ** অথবা **একটি বাক্য**। নিচে মাউসুফ সিফাহ বাক্যাংশের কিছু উদাহরণ পবিত্র কুরআন থেকে দেয়া হলো:

বাংলা অর্থ	যৌগিক সিফাহ	(মাউসুফ)
সৃষ্ট-জগতের রব্ আল্লাহ্‌র জন্য	رَبِّ الْعَالَمِينَ	لِلَّهِ (اللَّهِ)
বিচার দিনের মালিক আল্লাহ্‌র জন্য	مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ	لِلَّهِ (اللَّهِ)
(দুর্ভোগ ঐসব) নামাযীর জন্য যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর	الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ	لِّلْمُصَلِّينَ (الْمُصَلِّينَ)
জান্নাত যাদের নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে ঝরনারাজি	تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ	جَنَّـٰتٍ
আগুনকে ভয় কর যার জ্বালানি হচ্ছে মানুষ এবং পাথরগুলো	ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۖ	(فَٱتَّقُوا۟) ٱلنَّارَ

২. ইসম মাওসুল ও সিলাহ

ইসম মাওসুল হলো এক ধরণের সম্বন্ধযুক্ত সর্বনাম/Relative Pronoun যা একটি নির্ভরশীল বাক্য শুরু করতে ব্যবহৃত হয় এবং এই নির্ভরশীল বাক্যটি স্বাধীন বাক্যে ব্যবহৃত কোনো ইসম সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে। ইসম মাওসুল যে নির্ভরশীল বাক্যটি শুরু করতে ব্যবহৃত হয়, ওই অংশসমূহকে বলে সিলাহ।

একটি বাক্যাংশের মধ্যে যে উপাদানগুলো থাকে ঐসব উপাদানগুলো অবিচ্ছেদ্য। যেমন জার্ থাকলে মাজরুর পাওয়া যাবে, হারফুন নাসব থাকলে ইহার ইসম থাকবে অথবা মুদফ থাকলে মুদফ ইলাইহি পাওয়া যাবে। একইভাবে ইসম মাওসুল যেখানে থাকবে সেখানে সিলাহ পাওয়া যাবেই। এজন্যই ইসম মাওসুল ও সিলাহকে একটি বাক্যাংশের অধীনে আলোচনা করা হচ্ছে। ইসম মাওসুল ও সিলাহকে একটি সরল বাক্যাংশ না বলে যৌগিক বাক্যাংশ বলা যায় কারণ এটা বাক্যাংশের চেয়ে একটু বেশি অর্থ করে কিছুটা নির্ভরশীল বাক্যের মতো।

আরবি ব্যাকরণে বহুল ব্যবহৃত ইসম মাওসুলগুলো হলো :

الَّذِي
যিনি/যে

الَّذانِ
যারা (২ জন)

الَّذِيْنَ
যারা (২ এর বেশি)

الَّتِي
যিনি/যে **(F)**

الَّتانِ
যারা **(F)** (২ জন)

الَّتِي اللَّائِي
যারা (**F**)
(২ এর বেশি)

مَا
যা/যাহা কিছু

مَنْ
যে/যাহারা/যে কেহ

এ পর্যায়ে কিছু ইসম মাওসুল ও সিলাহর উদাহরণ পবিত্র কুরআন থেকে দেয়া হলো:

বাংলা অর্থ	সিলাহ	ইসম মাওসুল
যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে	يُكَذِّبُ بِالدِّينِ	الَّذِي
যে অর্থ জমা করে	جَمَعَ مَالًا	الَّذِي
যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছবে	تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ	الَّتِي
যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর	هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ	الَّذِينَ
যারা গায়েবে ঈমান আনে	يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ	الَّذِينَ
যার ইবাদাত আমি করি	أَعْبُدُ	مَا
যে নিজেকে শুদ্ধ করে	زَكَّاهَا	مَن
যার ইচ্ছা হয়	شَاءَ	مَن

হারফুল আতফ, মা'তুফ ও মা'তুফ আলাইহি

হারফুল আতফ/ حَرْفُ العَطْفِ

যে হারফ/অব্যয় দ্বারা দুটি ইসম বা দুটি ফি'ল বা দুটি বাক্য যুক্ত করা হয় সে সকল হারফ/অব্যয়কে বলে **হারফুল আতফ**। ইংরেজীতে এইগুলিকে বলা হয় conjunction যেমন and, or, but ইত্যাদি। আরবি ব্যাকরণে conjunction/হারফুল আতফ বলে। হারফুল আতফ দশটি , و, فا, ثم , حتي , أَوْ , إما ,أم , بل , لكن , لا

মা'তুফ/مَعْطُوْفٌ

হারফে আতফ যে ইসম, ফি'ল বা বাক্যকে যুক্ত করে তাদের বলা হয় মা'তুফ।

মা'তুফ আলাইহি /مَعْطُوْفٌ عَلَيهِ

হারফে আতফের মাধ্যমে তার পূর্ববর্তী যে সকল ইসম, ফি'ল বা বাক্যের সাথে যুক্ত হয় তাদেরকে বলে মা'তুফ আলাইহি।

হারফুল আতফ দ্বারা দুটি ইসম ও ফি'ল যুক্ত করার উদাহরণ-

মা'তুফ	হারফুল আতফ	মা'তুফ আলাইহি	বাক্যের বাকি অংশ
أَجْرٌ عَظِيمٌ	وَ	مَّغْفِرَةٌ	لَهُم
أَجْرٌ كَبِيرٌ	وَ	مَّغْفِرَةٌ	لَهُم
الْأَرْضِ	وَ	السَّمَاوَاتِ	لَهُ مُلْكُ
الْأَرْضِ	وَ	السَّمَاوَاتِ	لِلَّهِ مُلْكُ
أَحْيَاءٌ	بَلْ	أَمْوَاتٌ	وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَفَرُوا	ثُمَّ	آمَنُوا	ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
نَصَارَىٰ	أَوْ	هُودًا	كُونُوا

হারফুল আতফ দ্বারা দুটি বাক্য যুক্ত করার উদাহরণ

বাক্য-২	হারফুল আতফ	বাক্য-১
لَمْ يُولَدْ	وَ	لَمْ يَلِدْ
لَمْ تُنذِرْهُمْ	أَمْ	أَأَنذَرْتَهُمْ
لِيَ دِينِ	وَ	لَكُمْ دِينُكُمْ

হারফুন নিদা ও মুনাদা

হারফুন নিদা

যে হরফ দ্বারা ডাকা হয় তাকে হারফুন নিদা/حَرْفُ النداء বলে। পবিত্র কুরআনুল কারীমে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হারফুন নিদা হলো يَا যার বাংলা অর্থ হলো হে/ওহে।

মুনাদা

অপরদিকে, হারফুন নিদা দ্বারা যাকে ডাকা/সম্বোধন করা হয় তাকে মুনাদা/**اَلْمُنَادَى** বলা হয়। মুনাদা সর্বদা নির্দিষ্ট।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে হারফুন নিদা ও মুনাদার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। আমরা সহজতার জন্য প্যাটার্ন হিসাবে দেখবো।

প্যাটার্ন -১ : হারফুন নিদা يَا + নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু

যখন কোনো একজন ব্যক্তি (Proper Noun) বা বস্তুকে সম্বোধন করা হয় তখন يَا ব্যবহৃত হয় এবং মুনাদা লাইট ও রফা স্ট্যাটাসের হয়। পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে কিছু উদাহরণ দেখানো হলো :

মুনাদা	হারফুন নিদা	বাংলা অর্থ	আরবি শব্দসমূহ
آدَمُ	يَا	হে আদম	يَا آدَمُ
نُوحُ	يَا	হে নূহ	يَا نُوحُ
إِبْرَاهِيمُ	يَا	হে ইব্রাহীম	يَا إِبْرَاهِيمُ
دَاوُودُ	يَا	হে দাউদ	يَا دَاوُودُ
يَحْيَىٰ	يَا	হে ইয়াহ্য়া	يَا يَحْيَىٰ
زَكَرِيَّا	يَا	হে যাকারিয়্যা	يَا زَكَرِيَّا
شُعَيْبُ	يَا	হে শোআইব	يَا شُعَيْبُ
هُودُ	يَا	হে হূদ	يَا هُودُ
لُوطُ	يَا	হে লূত	يَا لُوطُ
صَالِحُ	يَا	হে সালিহ্	يَا صَالِحُ
مُوسَىٰ	يَا	হে মূসা	يَا مُوسَىٰ
عِيسَىٰ	يَا	হে ঈসা	يَا عِيسَىٰ
مَرْيَمُ	يَا	হে মারইয়াম	يَا مَرْيَمُ
مَالِكُ	يَا	হে মালিক	يَا مَالِكُ
سَامِرِيُّ	يَا	হে সামিরী	يَا سَامِرِيُّ
فِرْعَوْنُ	يَا	হে ফিরআউন	يَا فِرْعَوْنُ
هَامَانُ	يَا	হে হামান	يَا هَامَانُ
جِبَالُ	يَا	হে পাহাড়গুলো	يَا جِبَالُ

মুনাদা	হারফুন নিদা	বাংলা অর্থ	আরবি শব্দসমূহ
إِبْلِيسُ	يَا	হে ইবলিস	يَا إِبْلِيسُ
أَرْضُ	يَا	হে পৃথিবী	يَا أَرْضُ
سَمَاءُ	يَا	হে আকাশ	يَا سَمَاءُ
نَارُ	يَا	হে আগুন	يَا نَارُ

প্যাটার্ন -২ : হারফুন নিদা يَا + মুদফ ও মুদফ ইলাইহি বাক্যাংশ

হারফুন নিদা يَا এর পর মুনাদা কখনো কখনো একজন ব্যক্তি বা বস্তু না হয়ে একটি মুদফ ও মুদফ ইলাইহি বাক্যাংশ আসতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে মুদফ সর্বদা নাসব স্ট্যাটাসের হয়। পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে কিছু উদাহরণ দেখানো হলো :

মুনাদা	হারফুন নিদা	বাংলা অর্থ	আরবি শব্দসমূহ
أَهْلَ الْكِتَابِ	يَا	হে আহলে-কিতাবগণ	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
نِسَاءَ النَّبِيِّ	يَا	হে নবীর পত্নীগণ	يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ
مَعْشَرَ الْجِنِّ	يَا	হে জিন সম্প্রদায়	يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ
أَهْلَ يَثْرِبَ	يَا	হে ইয়াছরিবের বাসিন্দারা	يَا أَهْلَ يَثْرِبَ
ذَا الْقَرْنَيْنِ	يَا	হে যুলক্কারনাইন	يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ
قَوْمِ	يَا	হে আমার সম্প্রদায়	يَا قَوْمِ
رَبِّ	يَا	হে আমার প্রভু	يَا رَبِّ
عِبَادِ	يَا	হে আমার বান্দারা	يَا عِبَادِ
قَوْمَنَا	يَا	হে আমাদের সম্প্রদায়	يَا قَوْمَنَا
صَاحِبَيِ السِّجْنِ	يَا	হে আমার জেলখানার সাথীরা	يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ

মুনাদা	হারফুন নিদা	বাংলা অর্থ	আরবি শব্দসমূহ
بَنِي إِسْرَائِيلَ	يَا	হে বনী-ইসরাঈলগণ	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
بَنِي آدَمَ	يَا	হে আদম-সন্তানগণ	يَا بَنِي آدَمَ
أُولِي الْأَلْبَابِ	يَا	হে বুদ্ধিমানগণ	يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
أُولِي الْأَبْصَارِ	يَا	হে চক্ষুষ্মানব্যক্তিগণ	يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

প্যাটার্ন -৩ : হারফুন নিদা (يَا) + মুনাদা (أَيُّهَا) + বদল (পুরুষবাচক)

যখন কোন আলিফ লাম যুক্ত সাধারণ বিশেষ্য (Common Noun) আসে, তখন يَا এর পর أَيُّهَا ব্যবহৃত হয়। আরবি ব্যাকরণে এই أَيُّهَا কে মুনাদা বলা হয় এবং পরবর্তী আলিফ লাম যুক্ত সাধারণ বিশেষ্যকে أَيُّهَا মুনাদার বদল বলা হয়। আলিফ লাম যুক্ত সাধারণ বিশেষ্যর স্ট্যাটাস সর্বদা রফা হয়। পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে কিছু উদাহরণ দেখানো হলো এবং সহজতার জন্য মুনাদা এবং বদল একসাথে দেখানো হয়েছে :

মুনাদা	হারফুন নিদা	বাংলা অর্থ	আরবি শব্দসমূহ
أَيُّهَا الرَّسُولُ	يَا	হে রসূল	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ
أَيُّهَا النَّبِيُّ	يَا	হে নবী	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ	يَا	হে বস্ত্রাচ্ছাদনকারী	يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ
أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ	يَا	হে চাদরাবৃত	يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ
أَيُّهَا النَّاسُ	يَا	হে মানবজাতি	يَا أَيُّهَا النَّاسُ
أَيُّهَا الْإِنسَانُ	يَا	হে মানুষ	يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ
أَيُّهَا الْكَافِرُونَ	يَا	হে অবিশ্বাসীগণ	يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
أَيُّهَا الْعَزِيزُ	يَا	ওহে প্রধান	يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ
أَيُّهَا النَّمْلُ	يَا	হে পিপীলিকার দল	يَا أَيُّهَا النَّمْلُ
أَيُّهَا الْمَلَأُ	يَا	হে পরিষদবর্গ	يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ

প্যাটার্ন -৪ : হারফুন নিদা (يَا) + মুনাদা (أَيَّتُهَا) + বদল (স্ত্রীবাচক)

এই প্যাটার্নটি প্যাটার্ন -৩ এর মতোই। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো যদি বদলটি স্ত্রীবাচক হয় তাহলে أَيُّهَا না এসে أَيَّتُهَا আসবে। পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে একটি উদাহরণ দেখানো হলো এবং সহজতার জন্য মুনাদা এবং বদল একসাথে দেখানো হয়েছে :

মুনাদা	হারফুন নিদা	বাংলা অর্থ	আরবি শব্দসমূহ
أَيَّتُهَاالنَّفْسُالْمُطْمَئِنَّةُ	يَا	হে প্রশান্ত মন	يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

প্যাটার্ন -৫ : হারফুন নিদা (يَا) + মুনাদা (أَيُّهَا) + ইসম মাওসুল ও সিলাহ

মুনাদা	হারফুন নিদা	বাংলা অর্থ	আরবি শব্দসমূহ
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	يَا	ওহে যারা ঈমান এনেছো	يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا	يَا	ওহে যারা ইহুদী মত পোষণ করো	يَاأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا
أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا	يَا	ওহে যারা অবিশ্বাস পোষণ করেছো	يَاأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا
أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ	يَا	ওহে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে	يَاأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

এছাড়াও اللَّهُمَّ (আল্লাহুম্মা) একটি আরবি শব্দ যার অর্থ "হে আল্লাহ"। এটিও একটি হারফুন নিদা ও মুনাদার উদাহরণ। এটি সম্মানজনক উপায়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে সম্বোধন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কুরআনে পাঁচবার اللَّهُمَّ (আল্লাহুম্মা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এটি অনেক দুয়ার শুরুতে ব্যবহৃত হয়।

বাক্যাংশের উপর শেষ মন্তব্য

আরবি ব্যাকরণে বাক্যাংশের গুরুত্ব অপরিসীম। যেকোন ধরনের বাক্যই হোক না কেন, আপনি বাক্যাংশের ব্যবহার দেখতে পাবেন। অল্প কিছু ছোট এবং সরল বাক্য ছাড়া প্রায় সব বাক্যের মধ্যে বাক্যাংশ পাওয়া যাবে। এইজন্য বাক্যাংশ বুঝতে পারলে আপনার কুরআন বুঝার সফর/Journey অনেক সহজ হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ।

এ পর্যন্ত বেশকিছু ধাপে বিভিন্ন ধরণের বাক্যাংশ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। কিন্তু হয়তো শতভাগ তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। তবে মনে রাখবেন যে কোনো সংমিশ্রনে/combination এ বাক্যাংশ পেতে পারেন। তাই মৌলিক বিষয়টা একই।

পরবর্তী ধাপে আমরা নামমাত্র বাক্য/Nominal Sentence/জুমলা ইসমিয়া তৈরি করা দেখবো ইন শা আল্লাহ।

কুইজ-১: বাক্যাংশ

১. দুটি ইসম মিলে একটি বাক্যাংশ তৈরি করতে পারে ?

- সত্য
- মিথ্যা

২. দুটি হার্ফ মিলে একটি বাক্যাংশ তৈরি করতে পারে ?

- সত্য
- মিথ্যা

৩. একটি ইসম ও একটি হার্ফ মিলে একটি বাক্যাংশ তৈরি করতে পারে ?

- সত্য
- মিথ্যা

৪. জার্ ও মাজরূর বাক্যাংশে জার্ ও মাজরূর সর্বদা পাশাপাশি থাকবে ?

- সত্য
- মিথ্যা

৫. মাউসুফ সিফাহ বাক্যাংশে মাউসুফ ও সিফাহ সর্বদা পাশাপাশি থাকবে ?

- সত্য
- মিথ্যা

৬. মাউসুফ সিফাহ বাক্যাংশে মাউসুফ এর সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে ?

- সত্য
- মিথ্যা

৭. মাউসুফ সিফাহ বাক্যাংশে সিফাহর সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে ?

- সত্য
- মিথ্যা

৮. মুদফ ও মুদফ ইলাইহি বাক্যাংশে মুদফ ও মুদফ ইলাইহি সর্বদা পাশাপাশি থাকবে?

- সত্য
- মিথ্যা

৯. মুদফ ও মুদফ ইলাইহি বাক্যাংশে মুদফ নির্দিষ্ট হবে যদি __

- মুদফে আলিফ লাম থাকে
- মুদফ ইলাইহি নির্দিষ্ট হলে
- উভয়টি

১০. হরফুন নাসবের জন্য যে ইসম পাওয়া যাবে উহার স্ট্যাটাস সর্বদা ___ হবে

- রফা
- নাসব
- জার্

উত্তর : কুইজ-১: বাক্যাংশ

১.	২.	৩.	৪.
সত্য	মিথ্যা	সত্য	সত্য
৫.	৬.	৭.	৮.
মিথ্যা	মিথ্যা	সত্য	সত্য
৯.	১০.		
মুদফ ইলাইহি নির্দিষ্ট হলে	নাসব		

কুইজ-২: বাক্যাংশ

১. এই বাক্যাংশটি كَعَصْفٍ জার্‌ মাজরুরের উদাহরণ

- সত্য
- মিথ্যা

২. এই বাক্যাংশটি كَيْدَهُمْ জার্‌ মাজরুরের উদাহরণ ?

- সত্য
- মিথ্যা

৩. এটা صَلَاتِهِمْ কোন বাক্যাংশের উদাহরণ ?

- জার্‌ মাজরূর
- বিশেষ মুদফ ও মুদফ ইলাইহি
- মুদফ ও মুদফ ইলাইহি
- মাউসুফ সিফাহ

৪. এটা نَارٌ حَامِيَةٌ কোন বাক্যাংশের উদাহরণ ?

- জার্‌ মাজরূর
- বিশেষ মুদফ ও মুদফ ইলাইহি
- মুদফ ও মুদফ ইলাইহি
- মাউসুফ সিফাহ

৫. এটা هَٰذَا الْبَيْتِ কোন বাক্যাংশের উদাহরণ ?

- মুদফ ও মুদফ ইলাইহি
- হারফুন নাসব ও ইহার ইসম
- মাউসুফ সিফাহ
- ইসমুল ইশারা ও মুশারুন ইলাইহি

৬. এখানে فِي دِينِ اللَّهِ কী কী বাক্যাংশ আছে ?

- জার্‌ মাজরূর এবং মাউসুফ সিফাহ
- মুদফ ও মুদফ ইলাইহি এবং মাউসুফ সিফাহ
- জার্‌ মাজরূর এবং মুদফ ও মুদফ ইলাইহি

৭. এখানে فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ কী কী বাক্যাংশ আছে ?

- জার্‌ মাজরূর এবং মুদফ ও মুদফ ইলাইহি
- জার্‌ মাজরূর এবং মাউসুফ সিফাহ
- মুদফ ও মুদফ ইলাইহি এবং মাউসুফ সিফাহ

৮. এখানে فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ কী কী বাক্যাংশ আছে ?

- জার্ মাজরূর এবং মুদফ ও মুদফ ইলাইহি
- মুদফ ও মুদফ ইলাইহি এবং মাউসুফ সিফাহ
- জার্ মাজরূর এবং মাউসুফ সিফাহ
- জার্ মাজরূর এবং ইসমুল ইশারা ও মুশারুন ইলাইহি

৯. এখানে آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ কী কী বাক্যাংশ আছে ?

- জার্ মাজরূর এবং মাউসুফ সিফাহ
- মুদফ ও মুদফ ইলাইহি এবং মাউসুফ সিফাহ
- জার্ মাজরূর এবং মুদফ ও মুদফ ইলাইহি

১০. মা'তুফ আলাইহি /مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ কাকে বলে ?

- যে হারফ/অব্যয় দ্বারা দুটি ইসম বা দুটি ফি'ল বা দুটি বাক্য যুক্ত করা হয়
- হারফে আতফ পরবর্তী যে ইসম, ফি'ল বা বাক্যকে যুক্ত করে তাদের বলা হয়
- হারফে আতফ পূর্ববর্তী যে ইসম, ফি'ল বা বাক্যকে যুক্ত করে তাদেরকে বলে

উত্তর : কুইজ-২: বাক্যাংশ

১.	২.	৩.
সত্য	মিথ্যা	মুদফ ও মুদফ ইলাইহি
৪.	**৫.**	**৬.**
মাউসুফ সিফাহ	ইসমুল ইশারা ও মুশারুন ইলাইহি	জার্ মাজরূর এবং মুদফ ও মুদফ ইলাইহি
৭.	**৮.**	**৯.**
জার্ মাজরূর এবং মাউসুফ সিফাহ	জার্ মাজরূর এবং ইসমুল ইশারা ও মুশারুন ইলাইহি	মুদফ ও মুদফ ইলাইহি এবং মাউসুফ সিফাহ
১০.	হারফে আতফ পূর্ববর্তী যে ইসম, ফি'ল বা বাক্যকে যুক্ত করে তাদেরকে বলে	

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল ফাতিহা

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু । যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও,সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

নিচের টেবিলে সূরা আল ফাতিহার মধ্যে পাওয়া বাক্যাংশগুলোর নাম তাদের বাংলা অর্থসহ দেয়া হলো :

বাক্যাংশের নাম	বাংলা অর্থ	বাক্যাংশ
জার্ মাজরুর/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	আল্লাহর নামের সাথে	بِسْمِ اللَّهِ
মাউসুফ ও ২ টি সিফাহ	পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহ	اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
জার্ মাজরুর	আল্লাহর জন্য	لِلَّهِ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	সৃষ্ট-জগতের রব্ব	رَبِّ الْعَالَمِينَ
মাউসুফ ও যৌগিক সিফাহ	সৃষ্ট-জগতের রব্ব আল্লাহ	اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
দ্বিস্তরের মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	বিচারকালের মালিক	مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
মাউসুফ ও সিফাহ	সরল পথ	الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	যাদের পথ	صِرَاطَ الَّذِينَ
জার্ মাজরুর	তাদের উপর	عَلَيْهِمْ
বিশেষ মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	যাদের উপর ক্রোধান্বিত তারা ব্যতীত	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল আসর

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
وَالْعَصْرِ ١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ٣

কসম যুগের (সময়ের), নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।

নিচের টেবিলে সূরা আল আসরের মধ্যে পাওয়া বাক্যাংশগুলোর নাম তাদের বাংলা অর্থসহ দেয়া হলো :

বাক্যাংশের নাম	**বাংলা অর্থ**	**বাক্যাংশ**
জার্ মাজরূর	কসম যুগের (সময়ের)	وَالْعَصْرِ
হারফুন নাসব ও ইহার ইসম	নিশ্চয় মানুষ	إِنَّ الْإِنسَانَ
জার্ মাজরূর	ক্ষতির মধ্যে	فِي خُسْرٍ
জার্ মাজরূর	সত্যের সাথে	بِالْحَقِّ
জার্ মাজরূর	সবরের সাথে	بِالصَّبْرِ

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল হুমাযাহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

كَلَّا ۖ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ

إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ، فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

ধিক্ প্রত্যেক নিন্দাকারী কুৎসারটনাকারীর প্রতি। যে ধনসম্পদ জমা করছে এবং তা গুনছে। সে ভাবছে যে তার ধনসম্পত্তি তাকে অমর করবে। কখনো না! তাকে অবশ্যই নিক্ষেপ করা হবে সর্বনাশা দুর্ঘটনায়। আর কিসে তোমাকে বোঝানো যাবে সেই হুতামাহ্ কি? তা আল্লাহ্র হুতাশন, প্রজ্জ্বলিত রয়েছে। যা উদিত হয়েছে হৃদয়ের উপরে। নিঃসন্দেহ এটি হচ্ছে তাদের চারপাশে এক বেড়া। সারিসারি খুটিরঁ ভেতরে।

নিচের টেবিলে সূরা আল হুমাযাহর মধ্যে পাওয়া বাক্যাংশগুলোর নাম তাদের বাংলা অর্থসহ দেয়া হলো :

বাক্যাংশের নাম	বাংলা অর্থ	বাক্যাংশ
জার্ মাজরূর/বিশেষ মুদফ ও মুদ ইলাইহি	প্রত্যেক নিন্দাকারীর প্রতি	لِّكُلِّ هُمَزَةٍ
হারফুন নাসব ও ইহার ইসম/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	যে তার ধনসম্পত্তি	أَنَّ مَالَهُ
জার্ মাজরূর	পিষ্টকারীর মধ্যে	فِي الْحُطَمَةِ
মুদফ/মাউসুফ ও মুদফ ইলাইহি সিফাহ	আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি	نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ
জার্ মাজরূর	হৃদয়ের উপরে	عَلَى الْأَفْئِدَةِ
হারফুন নাসব ও ইহার ইসম	নিঃসন্দেহে এটি	إِنَّهَا
জার্ মাজরূর	তাদের উপরে	عَلَيْهِم
জার্ মাজরূর/মাউসুফ ও সিফাহ	সারিসারি খুটিরঁ	فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল ফীল

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ، أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ، تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ

তুমি কি দেখো নি তোমার প্রভু কেমন করেছিলেন হস্তি-বাহিনীর প্রতি? তাদের চক্রান্ত তিনি কি ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেন নি? আর তাদের উপরে তিনি পাঠালেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর দল। যারা তাদের আছড়ে ছিল শক্ত-কঠিন পাথরের গায়ে। ফলে তিনি তাদের বানিয়ে দিলেন খেয়ে ফেলা খড়ের মতো।

নিচের টেবিলে সূরা আল ফীলের মধ্যে পাওয়া বাক্যাংশগুলোর নাম তাদের বাংলা অর্থসহ দেয়া হলো :

বাক্যাংশের নাম	বাংলা অর্থ	বাক্যাংশ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	তোমার প্রভু	رَبُّكَ
জার্ মাজরূর/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	হস্তি-বাহিনীর সাথে	بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	তাদের চক্রান্ত	كَيْدَهُمْ
জার্ মাজরূর	ব্যর্থতায়	فِي تَضْلِيلٍ
জার্ মাজরূর	তাদের উপর	عَلَيْهِمْ
মাউসুফ সিফাহ	ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী	طَيْرًا أَبَابِيلَ
জার্ মাজরূর	পাথরের দ্বারা	بِحِجَارَةٍ
জার্ মাজরূর	শক্ত কাদামাটি থেকে	مِّن سِجِّيلٍ
জার্ মাজরূর/মাউসুফ সিফাহ	ভক্ষিত তৃণসদৃশ	كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল কুরাইশ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
কুরাইশদের নিরাপত্তার জন্য , শীতকালীন ও গ্রীকালীন বিদেশযাত্রায় তাদের নিরাপত্তার জন্য। অতএব তারা এই গৃহের প্রভুর উপাসনা করুক যিনি ক্ষুধায় তাদের আহার দিয়েছেন, আর ভয়-ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ রেখেছেন।

নিচের টেবিলে সূরা আল কুরাইশের মধ্যে পাওয়া বাক্যাংশগুলোর নাম তাদের বাংলা অর্থসহ দেয়া হলো :

বাক্যাংশের নাম	বাংলা অর্থ	বাক্যাংশ
জার্ মাজরুর/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	কুরাইশদের নিরাপত্তার জন্য	لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	তাদের নিরাপত্তা	إِيلَافِهِمْ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	শীতকালীন সফরে	رِحْلَةَ الشِّتَاءِ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি/ইসমুল ইশারা মুশারুন ইলাইহি (বদল)	এই গৃহের প্রভু	رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ
জার্ মাজরুর	ক্ষুধা থেকে	مِّن جُوعٍ
জার্ মাজরুর	ভয়-ভীতি থেকে	مِّنْ خَوْفٍ

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল মাউন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ, فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ , وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ , الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ , الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

তুমি কি তাকে দেখেছ যে ধর্মকর্মকে প্রত্যাখান করে? সে তো ঐ জন যে এতীমদের হাঁকিয়ে দেয়। আর গরীব-দুঃখীকে খাওয়ানোর ক্ষেত্রে উৎসাহ দেখায় না। অতএব ধিক্ সেইসব নামায-পড়ুয়াদের প্রতি। যারা স্বয়ং তাদের নামায সন্বন্ধে উদাসীন। যারা নিজেরাই হচ্ছে লোক-দেখিয়ে। আর যারা নিষেধ করে সাহায্য-সহায়তাকরণ।

নিচের টেবিলে সূরা আল মাউনের মধ্যে পাওয়া বাক্যাংশগুলোর নাম তাদের বাংলা অর্থসহ দেয়া হলো :

বাক্যাংশের নাম	বাংলা অর্থ	বাক্যাংশ
জার্ মাজরূর	বিচারদিবসকে	بِالدِّينِ
জার্ মাজরূর/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	মিসকীনকে খাবার দেয়ার ব্যাপারে	عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ
জার্ মাজরূর	নামাযীদের জন্য	لِّلْمُصَلِّينَ
জার্ মাজরূর/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	তাদের নামায সম্বন্ধে	عَن صَلَاتِهِمْ

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল কাওসার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ , فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ , إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

নিঃসন্দেহ আমরা তোমাকে প্রাচুর্য দিয়েছি। সুতরাং তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে নামায আদায় করো এবং কুরবানি করো। তোমার বিদ্বেষকারীই তো স্বয়ং বঞ্চিত।

নিচের টেবিলে সূরা আল কাওসারের মধ্যে পাওয়া বাক্যাংশগুলোর নাম তাদের বাংলা অর্থসহ দেয়া হলো :

বাক্যাংশের নাম	বাংলা অর্থ	বাক্যাংশ
হারফুন নাসব ও ইহার ইসম	নিঃসন্দেহে আমরা	إِنَّا
জার্ মাজরূর/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে	لِرَبِّكَ
হারফুন নাসব ও ইহার ইসম/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	নিশ্চয়ই তোমার বিদ্বেষকারীই	إِنَّ شَانِئَكَ

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল কাফিরুন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ , لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ , وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ , وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

বলুন, হে কাফেরকূল । আমি ইবাদাত করিনা, তোমরা যার ইবাদাত কর। এবং তোমরাও ইবাদাতকারী নও, যার ইবাদাত আমি করি। এবং আমি ইবাদাতকারী নই, যার ইবাদাত তোমরা কর। তোমরা ইবাদাতকারী নও, যার ইবাদাত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।

নিচের টেবিলে সূরা আল কাফিরুনের মধ্যে পাওয়া বাক্যাংশগুলোর নাম তাদের বাংলা অর্থসহ দেয়া হলো :

বাক্যাংশের নাম	বাংলা অর্থ	বাক্যাংশ
জার্ মাজরূর	তোমাদের জন্য	لَكُمْ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	তোমাদের ধর্ম	دِينُكُمْ
জার্ মাজরূর	আমার জন্য	لِيَ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	আমার ধর্ম	دِينِ

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল নাসর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ , وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে। এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন। তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী।

নিচের টেবিলে সূরা আল নাসরের মধ্যে পাওয়া বাক্যাংশগুলোর নাম তাদের বাংলা অর্থসহ দেয়া হলো :

বাক্যাংশের নাম	বাংলা অর্থ	বাক্যাংশ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	আল্লাহর সাহায্য	نَصْرُ اللَّهِ
জার্ মাজরূর/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে	فِي دِينِ اللَّهِ
জার্ মাজরূর/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি/ মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	আপনার পালনকর্তার প্রশংসার সাথে	بِحَمْدِ رَبِّكَ
হারফুন নাসব ও ইহার ইসম	নিশ্চয়ই তিনি	إِنَّهُ

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল মাসাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ , مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ , وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ,فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে। কোনো কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে। এবং তার স্ত্রীও-যে ইন্ধন বহন করে। তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।

নিচের টেবিলে সূরা আল মাসাদের মধ্যে পাওয়া বাক্যাংশগুলোর নাম তাদের বাংলা অর্থসহ দেয়া হলো :

বাক্যাংশের নাম	বাংলা অর্থ	বাক্যাংশ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	আবু লাহাবের হস্তদ্বয়	يَدَا أَبِي لَهَبٍ
জার্ মাজরূর	তার ব্যাপারে (তাকে)	عَنْهُ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	তার ধন-সম্পদ	مَالُهُ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	লেলিহান শিখা সম্বলিত	ذَاتَ لَهَبٍ
মাউসুফ ও যৌগিক সিফাহ (মুদফ ও মুদফ ইলাইহি)	লেলিহান শিখা সম্বলিত আগুন	نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	তার স্ত্রী	امْرَأَتُهُ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	ইন্ধন বহনকারী	حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
জার্ মাজরূর/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	তার গলদেশে	فِي جِيدِهَا
জার্ মাজরূর	খর্জুরের রশি থেকে	مِّن مَّسَدٍ

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল ইখলাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ , اللَّهُ الصَّمَدُ , لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ , وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

বলুন, তিনি আল্লাহ, এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

নিচের টেবিলে সূরা আল ইখলাসের মধ্যে পাওয়া বাক্যাংশগুলোর নাম তাদের বাংলা অর্থসহ দেয়া হলো :

বাক্যাংশের নাম	বাংলা অর্থ	বাক্যাংশ
জার্ মাজরুর	তার সমতুল্য	لَّهُ

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল ফালাক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ , مِن شَرِّ مَا خَلَقَ , وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ , وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

তুমি বলো -- "আমি আশ্রয় চাইছি নিশিভোরের প্রভুর কাছে। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। আর অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর গাঁথনিতে ফুৎকারিণীদের অনিষ্ট থেকে। আর হিংসাকারীর অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

বাক্যাংশের নাম	বাংলা অর্থ	বাক্যাংশ
জার্ মাজরূর/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	প্রভাতের পালনকর্তার কাছে	بِرَبِّ الْفَلَقِ
জার্ মাজরূর	অনিষ্ট থেকে	مِن شَرِّ
জার্ মাজরূর/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে	مِن شَرِّ غَاسِقٍ
জার্ মাজরূর/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে	مِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ
জার্ মাজরূর	গ্রন্থির মধ্যে	فِي الْعُقَدِ
জার্ মাজরূর/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	হিংসুকের অনিষ্ট থেকে	مِن شَرِّ حَاسِدٍ

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-সূরা আল নাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ , مَلِكِ النَّاسِ , إِلَٰهِ النَّاسِ , مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ , مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

তুমি বলো -- "আমি আশ্রয় চাইছি মানুষের প্রভুর কাছে। মানুষের মালিকের। মানুষের উপাস্যের। গোপনে আনাগোনাকারীর কুমন্ত্রণার অনিষ্ট থেকে। যে মানুষের বুকের ভেতরে কুমন্ত্রণা দেয়। জিনের অথবা মানুষের মধ্যে থেকে।

বাক্যাংশের নাম	বাংলা অর্থ	বাক্যাংশ
জার্ মাজরূর/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	মানুষের প্রভুর কাছে	بِرَبِّ النَّاسِ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	মানুষের মালিকের	مَلِكِ النَّاسِ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	মানুষের উপাস্যের	إِلَٰهِ النَّاسِ
জার্ মাজরূর/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি/মাউসুফ সিফাহ	গোপনে আনাগোনাকারীর কুমন্ত্রণার অনিষ্ট থেকে	مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

বাক্যাংশের নাম	বাংলা অর্থ	বাক্যাংশ
জার্ মাজরূর/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	মানুষের অন্তরের ভেতরে	فِي صُدُورِ النَّاسِ
জার্ মাজরূর	জিনের থেকে	مِنَ الْجِنَّةِ

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-নামাজের ছানা

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম চির বরকতময়, সকলের শীর্ষে তোমার মর্যাদা, তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।

নিচের টেবিলে নামাজের ছানার মধ্যে পাওয়া বাক্যাংশগুলোর নাম তাদের বাংলা অর্থসহ দেয়া হলো :

বাক্যাংশের নাম	বাংলা অর্থ	বাক্যাংশ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	তোমার পবিত্রতা	سُبْحَانَكَ
জার্ মাজরূর/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	তোমার প্রশংসার সাথে	بِحَمْدِكَ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	তোমার নাম	إِسْمُكَ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	তোমার গৌরব	جَدُّكَ
বিশেষ মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	তুমি ছাড়া	غَيْرُكَ

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-তাশাহুদ

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ

عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

যাবতীয় সম্মান, যাবতীয় উপাসনা ও যাবতীয় পবিত্র বিষয় আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সমৃদ্ধি সমূহ নাযিল হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপরে ও আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাগণের উপরে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

নিচের টেবিলে তাশাহুদের মধ্যে পাওয়া বাক্যাংশগুলোর নাম তাদের বাংলা অর্থসহ দেয়া হলো :

বাক্যাংশের নাম	বাংলা অর্থ	বাক্যাংশ
জার্ মাজরূর	আল্লাহর জন্য	لِلَّهِ
জার্ মাজরূর	আপানার উপর	عَلَيْكَ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	আল্লাহর রহমত	رَحْمَةُ اللَّهِ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	তাঁর বরকত	بَرَكَاتُهُ
জার্ মাজরূর	আমাদের উপর	عَلَيْنَا
জার্ মাজরূর/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	আল্লাহর বান্দাদের উপরে	عَلَى عِبَادِ اللهِ
মুদফ/মাউসুফ ও মুদফ ইলাইহি/সিফাহ	আল্লাহর নেক বান্দা	عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ
জার্ মাজরূর/মুদফ/মাউসুফ ও মুদফ ইলাইহি/সিফাহ	আল্লাহর নেক বান্দাদের উপরে	وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ
হারফুন নাসব ও ইহার ইসম	যে মুহাম্মাদ	أَنَّ مُحَمَّداً
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	তাঁর বান্দা	عَبْدُهُ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	তাঁর রাসূল	رَسُولُهُ

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-দুরুদ শরীফ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর বংশধরের প্রতি রহমত নাযিল করো যেমন রহমত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও মর্যাদাবান। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরের প্রতি বরকত নাযিল করো যেমন বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও মর্যাদাবান।

নিচের টেবিলে দুরুদ শরীফের মধ্যে পাওয়া বাক্যাংশগুলোর নাম তাদের বাংলা অর্থসহ দেয়া হলো :

বাক্যাংশের নাম	বাংলা অর্থ	বাক্যাংশ
জার্ মাজরুর	মুহাম্মাদের (সা.) উপর	عَلَى مُحَمَّدٍ
জার্ মাজরুর/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	মুহাম্মাদের(সা.) বংশধরের উপর	عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
জার্ মাজরুর	যেমন	كَمَا
জার্ মাজরুর	ইবরাহীমের (আ:) উপর	عَلَى إِبْرَاهِيمَ
জার্ মাজরুর/মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	ইবরাহীমের(আ:) বংশধরের উপর	عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
হারফুন নাসব ও ইহার ইসম	নিশ্চয়ই আপনি	إِنَّكَ

বাক্যাংশ সনাক্তকরণ-দুয়া মাসুরা

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْراً ، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

হে আল্লাহ ! নিশ্চয় আমি আমার নিজ আত্মার উপর বড় অত্যাচার করেছি, আপনি ছাড়া গুনাহ মাফকারী কেউ নেই। অতএব আপনি আপনা হতেই আমাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি দয়া করুন । নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল দয়ালু ।

নিচের টেবিলে দুয়া মাসুরার মধ্যে পাওয়া বাক্যাংশগুলোর নাম তাদের বাংলা অর্থসহ দেয়া হলো :

বাক্যাংশের নাম	বাংলা অর্থ	বাক্যাংশ
হারফুন নাসব ও ইহার ইসম	নিশ্চয়ই আমি	إِنِّيْ
মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	আমার নিজ আত্মা	نَفْسِيْ
মাউসুফ সিফাহ	বড় অত্যাচার	ظُلْمًا كَثِيْراً
জার্ মাজরূর	আমার উপর/জন্য	لِيْ
জার্ মাজরূর/ বিশেষ মুদফ ও মুদফ ইলাইহি	আপনার থেকে	مِنْ عِنْدِكَ
হারফুন নাসব ও ইহার ইসম	নিশ্চয়ই আপনি	إِنَّكَ

বাক্য

জুমলা ইসমিয়া/নামমাত্র বাক্য/Nominal Sentence

জুমলা ইসমিয়া/নামমাত্র বাক্য/NOMINAL SENTENCE বলতে কী বুঝায় ?

আরবি ব্যাকরণে, জুমলা ইসমিয়া/নামমাত্র বাক্য/NOMINAL SENTENCE হলো এমন বাক্য যেখানে SUBJECT/উদ্দেশ্য ঐ বাক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে থাকে এবং এই SUBJECT/উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাক্যে এক/একাধিক PREDICATE/খবর থাকে। জুমলা ইসমিয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এই বাক্যের মধ্যে কোন ক্রিয়া (ACTION VERB) থাকেনা।

জুমলা ইসমিয়া/নামমাত্র বাক্যর উপাদান

আরবী ব্যাকরণে জুমলা ইসমিয়ার মূল তিনটি উপাদান হলো - মুবতাদা, খবর এবং মুতাআল্লিক বিল খবর।

১. মুবতাদা

মুবতাদা হলো বাক্যের SUBJECT/উদ্দেশ্য এবং বাক্যের কেন্দ্রবিন্দু। মুবতাদা সাধারণত বাক্যের শুরুতে থাকে এবং বিশেষ্য/সর্বনাম হয়। যেমন, "রাতুল একজন ছাত্র" বাক্যে "রাতুল" হলো মুবতাদা। মুবতাদা হিসাবে সাধারণত যারা কাজ করতে পারে :

- একটি ইসম/ইসমূল ইশারা/সর্বনাম
- মুদফ মুদফ ইলাইহি
- মাওসুফ সিফাহ
- ইসমূল ইশারা + আলিফ লাম যুক্ত ইসম
- হারফুন নাসব এবং ইহার ইসম

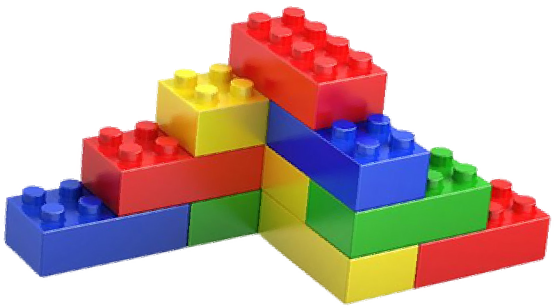

২. খবর

খবর হলো বাক্যের PREDICATE/বিধেয় এবং সাধারণত মুবতাদার পরে থাকে। সাধারণত এটি একটি বিশেষণ বা বিশেষ্য হয় যা মুবতাদাকে বর্ণনা করে বা মুবতাদা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। যেমন,"রাতুল একজন ছাত্র" বাক্যে "একজন ছাত্র" হলো খবর। খবর হিসাবে সাধারণত যারা কাজ করতে পারে :

- একটি ইসম
- মুদফ মুদফ ইলাইহি
- মাওসুফ সিফাহ
- ফি'ল

৩. মুতাআল্লিক বিল খবর

মুতাআল্লিক বিল খবর হলো সেই বাক্যাংশ যা খবরের সাথে সম্পর্কিত এবং খবর সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে। এটি সাধারণত খবরের পরে থাকে তবে বাক্যে জোর দিতে খবরের আগেও আসতে পারে।যেমন,"রাতুল এই স্কুলের মধ্যে একজন ভালো ছাত্র" বাক্যে "এই স্কুলের মধ্যে" হল মুতাআল্লিক বিল খবর।খবর হিসাবে সাধারণত যারা কাজ করতে পারে :

- জার্ মাজরুর
- বিশেষ মুদফ ও মুদফ ইলাইহি

জুমলা ইসমিয়া/নামমাত্র বাক্য কোন কিছুর অবস্থান বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। সেক্ষেত্রে মুতাআল্লিক বিল খবর আগে আসে এবং মুবতাদা তারপর আসে। খবর এইসব বাক্যের ক্ষেত্রে উহ্য থাকে।

পবিত্র কোরআনে ব্যবহৃত কিছু জুমলা ইসমিয়া/নামমাত্র বাক্যের উদাহরণ নিচের টেবিল থেকে দেখবো ইন শা আল্লাহ

মুতাআল্লিক বিল খবর	খবর	মুবতাদা
بِالظَّالِمِينَ	عَلِيمٌ	وَاللَّهُ
بِذَاتِ الصُّدُورِ	عَلِيمٌ	وَاللَّهُ
لَّكُمْ	خَيْرٌ	ذَٰلِكَ

বাক্যের মধ্যে মুবতাদা, খবর এবং মুতাআল্লিক বিল খবর এই ক্রম অনুসরণ করে বাক্যের উপাদানগুলো আসা হচ্ছে একটি স্ট্যান্ডার্ড/আদর্শ বাক্যের উদাহরণ। তবে উপরের ক্রম অনুসরণ করা আবশ্যক নয় বরং যেকোন ক্রমে বাক্যের উপাদানগুলো আসতে পারে।

জুমলা ইসমিয়া/নামমাত্র বাক্যের প্যাটার্ন

আমরা জানি যে, একটি জুমলা ইসমিয়ার মধ্যে সাধারণত তিনটি উপাদান থাকতে পারে। যথা:-
১ মুবতাদা
২ খবর
৩ মুতাআল্লিক বিল খবর

উপরে বর্ণিত উপাদানগুলো যেকোনো ক্রম অনুসরণ করে আসতে পারে। আমরা বুঝার সুবিধার্থে নিম্নলিখিত প্যাটার্ন হিসাবে মনে রাখতে পারি :

-	খবর	মুবতাদা	প্যাটার্ন-১
	মুতাআল্লিক বিল খবর	মুবতাদা	প্যাটার্ন-২
-	মুবতাদা	মুতাআল্লিক বিল খবর	প্যাটার্ন-৩
মুতাআল্লিক বিল খবর	খবর	মুবতাদা	প্যাটার্ন-৪
খবর	মুতাআল্লিক বিল খবর	মুবতাদা	প্যাটার্ন-৫
খবর	খবর	মুবতাদা	প্যাটার্ন-৬
খবর	(মুক্ত সর্বনাম)	মুবতাদা	প্যাটার্ন-৭

জুমলা ইসমিয়া বাক্যের প্যাটার্ন-১ : মুবতাদা + খবর

এই প্যাটার্নের বাক্যের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে দুইটি অংশ থাকবে যথা মুবতাদা ও খবর। মুবতাদা একটি ইসম হতে পারে আবার একটি বাক্যাংশও ও হতে পারে। একইভাবে খবর একটি ইসম হতে পারে আবার একটি বাক্যাংশও ও হতে পারে।সাধারণত ছোট ছোট জুমলা ইসমিয়া বা নামমাত্র বাক্য তৈরিতে এই প্যাটার্ন ব্যবহৃত হয়।

নিচে পবিত্র কুরআন থেকে এই প্যাটার্নের বাক্যের কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

বাংলা অর্থ	খবর	মুবতাদা
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী	الصَّمَدُ	اللَّهُ
নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী	سَمِيعُ الدُّعَاءِ	إِنَّكَ
আল্লাহ্ তাদের উভয়ের অভিভাবক	وَلِيُّهُمَا	اللَّهُ
মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল	رَّسُولُ اللَّهِ	مُّحَمَّدٌ
নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমার জন্য যথেষ্ট	اللَّهُ	إِنَّ حَسْبَكَ

বাংলা অর্থ	খবর	মুবতাদা
অবিশ্বাসীদের পরিণাম হচ্ছে আগুন	النَّارُ	عُقْبَى الْكَافِرِينَ
সে সৎকর্মশীল	مُحْسِنٌ	هُوَ
তিনি একমাত্র উপাস্য	إِلَٰهٌ وَاحِدٌ	هُوَ
তিনি সাহায্যকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম	خَيْرُ النَّاصِرِينَ	هُوَ
তিনি মীমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ	خَيْرُ الْفَاصِلِينَ	هُوَ
তিনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ	خَيْرُ الْحَاكِمِينَ	هُوَ
এটা মহান কুরআন	قُرْآنٌ مَّجِيدٌ	هُوَ
তারা হিদায়াত প্রাপ্ত	الْمُهْتَدُونَ	هُمُ
তারা সৃষ্টজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম	خَيْرُ الْبَرِيَّةِ	هُمْ
তারা বিজয়ী	الْغَالِبُونَ	هُمُ
তারা যেনো সুরক্ষিত মুক্তো	لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ	كَأَنَّهُمْ
তুমি রিযিকদাতাদের মধ্যে সর্বোত্তম	خَيْرُ الرَّازِقِينَ	أَنتَ
তুমি পরিত্রাণকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম	خَيْرُ الْغَافِرِينَ	أَنتَ
তুমি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ	خَيْرُ الْوَارِثِينَ	أَنتَ
তুমি করুণাময়দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ	خَيْرُ الرَّاحِمِينَ	أَنتَ
তোমরা অন্যায়কারী	ظَالِمُونَ	أَنتُمْ
নিশ্চয় এটি একটি চক্রান্ত	لَمَكْرٌ	إِنَّ هَٰذَا
তার আশ্রয় হলো জাহান্নাম	جَهَنَّمُ	مَأْوَاهُ

বাংলা অর্থ	খবর	মুবতাদা
আমরা শান্তিকামী	مُصْلِحُونَ	نَحْنُ
এটা হলো সরল পথ	صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ	هَٰذَا
এটা একটি স্পষ্ট অপবাদ	إِفْكٌ مُّبِينٌ	هَٰذَا
এটা একটি গুরুতর অপবাদ	بُهْتَانٌ عَظِيمٌ	هَٰذَا
নিঃসন্দেহে এ একজন বিজ্ঞ জাদুকর	لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ	إِنَّ هَٰذَا
এটাই বিরাট সাফল্য	الْفَوْزُ الْكَبِيرُ	ذَٰلِكَ
এটি হলো কাফেরদের কর্মফল	جَزَاءُ الْكَافِرِينَ	ذَٰلِكَ
এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম	الدِّينُ الْقَيِّمُ	ذَٰلِكَ
এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু	مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	ذَٰلِكَ
এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সীমা	حُدُودُ اللَّهِ	تِلْكَ
এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী	آيَاتُ اللَّهِ	تِلْكَ
এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত	آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ	تِلْكَ
তারা হচ্ছে বেহেশতের বাসিন্দা	أَصْحَابُ الْجَنَّةِ	أُولَٰئِكَ
তারা হচ্ছে আগুনের বাসিন্দা	أَصْحَابُ النَّارِ	أُولَٰئِكَ
তারা হচ্ছে জাহান্নামের বাসিন্দা	أَصْحَابُ الْجَحِيمِ	أُولَٰئِكَ
তারা আল্লাহর দল	حِزْبُ اللَّهِ	أُولَٰئِكَ
তারা শয়তানের দল	حِزْبُ الشَّيْطَانِ	أُولَٰئِكَ
আল্লাহ্ পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম	خَيْرُ الْمَاكِرِينَ	اللَّهُ
আল্লাহ্ প্রতিফল দানে কঠোর	شَدِيدُ الْعِقَابِ	اللَّهُ

বাংলা অর্থ	খবর	মুবতাদা
আল্লাহ্ বিপুল মহিমার অধিকারী	ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ	اللَّهُ
নিঃসন্দেহে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত	سَرِيعُ الْحِسَابِ	إِنَّ اللَّهَ
নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রতিফল দানে কঠোর	شَدِيدُ الْعِقَابِ	إِنَّ اللَّهَ
আল্লাহ্ অবশ্যই অবিশ্বাসীদের চক্রান্ত দুর্বলকারী	مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ	أَنَّ اللَّهَ
নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন	لَشَدِيدٌ	إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ
নিঃসন্দেহে হিদায়াত হলো আল্লাহর হিদায়াত	هُدَى اللَّهِ	إِنَّ الْهُدَىٰ
এটি নিশ্চয়ই বড় কঠিন	لَكَبِيرَةٌ	إِنَّهَا
তার ঠিকানা হবে হাবিয়া	هَاوِيَةٌ	أُمُّهُ
তাঁর মাতা একজন সত্যপরায়ণা নারী	صِدِّيقَةٌ	أُمُّهُ

জুমলা ইসমিয়া বাক্যের প্যাটার্ন-২ : মুবতাদা + মুতাআল্লিক বিল খবর

এই প্যাটার্নের বাক্যের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে দুইটি অংশ থাকবে যথা মুবতাদা ও মুতাআল্লিক বিল খবর। মুবতাদা একটি ইসম হতে পারে আবার একটি বাক্যাংশ ও হতে পারে। মুতাআল্লিক বিল খবর সর্বদা একটি জার্ মাজরূর অথবা বিশেষ মুদফ ও মুদফ ইলাইহি বাক্যাংশ দিয়ে হবে। এই ধরণের বাক্যের মধ্যে খবর উহ্য থাকে। সাধারণত ছোট ছোট জুমলা ইসমিয়া বা নামমাত্র বাক্য তৈরিতে এই প্যাটার্ন ব্যবহৃত হয়।

নিচে পবিত্র কুরআন থেকে এই প্যাটার্নের বাক্যের কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

বাংলা অর্থ	মুতাআল্লিক বিল খবর	মুবতাদা
এরা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত	مِنَ الصَّالِحِينَ	أُولَٰئِكَ
তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো	كَالْأَنْعَامِ	أُولَٰئِكَ
এরা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত	مِنكُمْ	أُولَٰئِكَ
এরা সুদূর ভ্রান্তিতে রয়েছে	فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ	أُولَٰئِكَ
এরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে	فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ	أُولَٰئِكَ
অন্যায়কারীরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে	فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ	الظَّالِمُونَ
আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন	مَعَ الصَّابِرِينَ	اللَّهُ
এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে	مِنْ عِندِ اللَّهِ	هَٰذَا
এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে	مِنْ عِندِ اللَّهِ	هُوَ
সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে	مِنْ عِندِ اللَّهِ	كُلٌّ
মুশরিকদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ	لِّلْمُشْرِكِينَ	وَيْلٌ
দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য	لِلْخَبِيثِينَ	الْخَبِيثَاتُ
দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য	لِلْخَبِيثَاتِ	الْخَبِيثُونَ
নিদর্শনাবলী আল্লাহর কাছেই আছে	عِندَ اللَّهِ	الْآيَاتُ
নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন	مَعَ الصَّابِرِينَ	إِنَّ اللَّهَ
নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ধর্মভীরুদের সাথে আছেন	مَعَ الْمُتَّقِينَ	أَنَّ اللَّهَ
নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মুমিনদের সাথে আছেন	مَعَ الْمُؤْمِنِينَ	أَنَّ اللَّهَ

বাংলা অর্থ	মুতাআল্লিক বিল খবর	মুবতাদা
নিঃসন্দেহে শুভপরিণাম ধর্মভীরুদেরই জন্যে	لِلْمُتَّقِينَ	إِنَّ الْعَاقِبَةَ
নিঃসন্দেহে ধর্মপরায়ণরা থাকবে স্বর্গোদ্যানে	فِي جَنَّاتٍ	إِنَّ الْمُتَّقِينَ
সে নিশ্চয়ই সত্যবাদীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত	لَمِنَ الصَّادِقِينَ	إِنَّهُ
সে নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত	لَمِنَ الْكَاذِبِينَ	إِنَّهُ
এর জ্ঞান রয়েছে আমার প্রভুর কাছে	عِندَ رَبِّي	عِلْمُهَا

জুমলা ইসমিয়া বাক্যের প্যাটার্ন-৩: মুতাআল্লিক বিল খবর + মুবতাদা

এই প্যাটার্নের বাক্যের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে দুইটি অংশ থাকবে যথা মুতাআল্লিক বিল খবর ও মুবতাদা। তবে শর্ত হচ্ছে মুতাআল্লিক বিল খবর মুবতাদার আগে আসবে। মুতাআল্লিক বিল খবর সর্বদা একটি জার্ মাজরূর অথবা বিশেষ মুদফ ও মুদফ ইলাইহি বাক্যাংশ দিয়ে শুরু হবে। অন্যদিকে, মুবতাদা একটি ইসম হতে পারে আবার একটি বাক্যাংশও হতে পারে। এই ধরণের বাক্যের মধ্যে খবর উহ্য থাকে। সাধারণত ছোট ছোট জুমলা ইসমিয়া বা নামমাত্র

নিচে পবিত্র কুরআন থেকে এই প্যাটার্নের বাক্যের কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

বাংলা অর্থ	মুবতাদা	মুতাআল্লিক বিল খবর
আল্লাহর জন্য রয়েছে উত্তম নামসমূহ	الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ	لِلَّهِ
তাদের জন্যে আছে জান্নাত	جَنَّاتٌ	لَهُمْ
তাদের জন্যে আছে খাদ্য	طَعَامٌ	لَهُمْ
তাঁর জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা	الْمُلْكُ	لَهُ
তাঁর জন্য প্রশংসা	الْحَمْدُ	لَهُ
বিধান তাঁরই	الْحُكْمُ	لَهُ
তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ	الْخَيْرُ	بِيَدِكَ
তাঁর নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়	حُسْنُ الْمَآبِ	عِندَهُ
মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে	أُمُّ الْكِتَابِ	عِندَهُ
তাঁর কাছে গ্রন্থের জ্ঞান আছে	عِلْمُ الْكِتَابِ	عِندَهُ
তাঁর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়	حُسْنُ الثَّوَابِ	عِندَهُ
তাদের কাছে তওরাত রয়েছে	التَّوْرَاةُ	عِندَهُمُ
তাঁর কাছে অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে	مَفَاتِحُ الْغَيْبِ	عِندَهُ
তাঁর কাছে কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে	عِلْمُ السَّاعَةِ	عِندَهُ
তাঁর নিকট রয়েছে মহা সওয়াব	أَجْرٌ عَظِيمٌ	عِندَهُ

বাংলা অর্থ	মুবতাদা	মুতাআল্লিক বিল খবর
তাদের রবের নিকট রয়েছে বেহেশত	جَنَّاتٌ	عِندَ رَبِّهِمْ
আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম	خَيْرٌ	عِندَ اللَّهِ
তাদের জন্য রয়েছে এক বিরাট প্রতিদান	أَجْرٌ كَبِيرٌ	لَهُمْ
তাদের জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার	أَجْرٌ كَرِيمٌ	لَهُمْ
তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি	عَذَابُ جَهَنَّمَ	لَهُمْ
তাদের জন্য আছে দহন যন্ত্রণা	عَذَابُ الْحَرِيقِ	لَهُمْ
তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি	عَذَابٌ أَلِيمٌ	لَهُمْ
তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি	عَذَابٌ مُّهِينٌ	لَهُمْ
তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি	عَذَابٌ عَظِيمٌ	لَهُمْ
তাঁর জন্যই আসমান সমূহের আধিপত্য	مُلْكُ السَّمَاوَاتِ	لَهُ
আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তন	الْمَصِيرُ	إِلَى اللَّهِ
তাঁরই কাছে পুনরুত্থান	النُّشُورُ	إِلَيْهِ
তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন	الْمَصِيرُ	إِلَيْهِ
তাদের অন্তরে রয়েছে অসুস্থতা	مَّرَضٌ	فِي قُلُوبِهِم
কাফেরদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি	عَذَابٌ أَلِيمٌ	لِلْكَافِرِينَ
কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি	عَذَابٌ مُّهِينٌ	لِلْكَافِرِينَ

জুমলা ইসমিয়া বাক্যের প্যাটার্ন-৪: মুবতাদা + খবর + মুতাআল্লিক বিল খবর

জুমলা ইসমিয়া বাক্যের জন্য এই প্যাটার্নটি একটি স্ট্যান্ডার্ড প্যাটার্ন। এই প্যাটার্নের বাক্যের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে তিনটি অংশ ধারাবাহিকভাবে থাকবে যথা মুবতাদা, খবর ও মুতাআল্লিক বিল খবর। মুবতাদা একটি ইসম হতে পারে আবার একটি বাক্যাংশ ও হতে পারে। একইভাবে খবর একটি ইসম হতে পারে আবার একটি বাক্যাংশ ও হতে পারে। তবে মুতাআল্লিক বিল খবর সর্বদা একটি জার্ মাজরূর অথবা বিশেষ মুদফ ও মুদফ ইলাইহি বাক্যাংশ দিয়ে শুরু হবে।

নিচে পবিত্র কুরআন থেকে এই প্যাটার্নের বাক্যের কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

বাংলা অর্থ	মুতাআল্লিক বিল খবর	খবর	মুবতাদা
আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি পরম স্নেহময়	بِالْعِبَادِ	رَءُوفٌ	اللَّهُ
আল্লাহ্ বান্দাদের পর্যবেক্ষক	بِالْعِبَادِ	بَصِيرٌ	اللَّهُ
আল্লাহ মনের গোপন বিষয় জানেন	بِذَاتِ الصُّدُورِ	عَلِيمٌ	اللَّهُ
আল্লাহ্ অন্যায়কারীদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন	بِالظَّالِمِينَ	عَلِيمٌ	اللَّهُ
আল্লাহ্ ধর্মপরায়ণদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন	بِالْمُتَّقِينَ	عَلِيمٌ	اللَّهُ
সমস্ত কাফেরই আল্লাহ কর্তৃক পরিবেষ্টিত	بِالْكَافِرِينَ	مُحِيطٌ	اللَّهُ
নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্ট জগতের থেকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ	عَنِ الْعَالَمِينَ	غَنِيٌّ	إِنَّ اللَّهَ
আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন	بِالْمُفْسِدِينَ	عَلِيمٌ	إِنَّ اللَّهَ
নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তখন অবিশ্বাসীদের শত্রু	لِّلْكَافِرِينَ	عَدُوٌّ	إِنَّ اللَّهَ
আমি নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র রসূল	إِلَيْكُم	رَسُولُ اللَّهِ	إِنِّي

বাংলা অর্থ	মুতাআল্লিক বিলখবর	খবর	মুবতাদা
এটা খোদাভীরুদের জন্যে অবশ্যই একটি উপদেশ	لِّلْمُتَّقِينَ	لَتَذْكِرَةٌ	إِنَّهُ
এটা হচ্ছে মানব জাতির জন্য উপদেশ	لِّلنَّاسِ	بَيَانٌ	هَٰذَا
এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ	مِّن رَّبِّي	رَحْمَةٌ	هَٰذَا
এটি তোমাদের জন্য শ্রেয়	لَّكُمْ	خَيْرٌ	ذَٰلِكَ
তিনি মনের গোপন বিষয় জানেন	بِذَاتِ الصُّدُورِ	عَلِيمٌ	هُوَ
তাঁর বান্দাদের উপরে তিনি পরম ক্ষমতাশালী	فَوْقَ عِبَادِهِ	الْقَاهِرُ	هُوَ
এটি তোমাদের জন্য শ্রেয়	لَّكُمْ	خَيْرٌ	هُوَ
তারা তোমাদের পরিচ্ছদ	لَّكُمْ	لِبَاسٌ	هُنَّ

জুমলা ইসমিয়া বাক্যের প্যাটার্ন-৫: মুবতাদা+মুতাআল্লিক বিল খবর+খবর

জুমলা ইসমিয়া বাক্যের এই প্যাটার্নটি কিছুটা প্যাটার্ন-৪ এর মতো অর্থাৎ এখানে তিনটি অংশ যথা মুবতাদা, খবর ও মুতাআল্লিক বিল খবর থাকে। পার্থক্য হলো ধারাবাহিকতায়। প্যাটার্ন-৫ এ মুবতাদার পর খবর না এসে মুতাআল্লিক বিল খবর আগে চলে আসে তারপর খবর আসে। মুতাআল্লিক বিল খবর আগে চলে আসার একটা কারণ হল বাক্যটিকে অধিক জোর দেয়া।

মুবতাদা একটি ইসম হতে পারে আবার একটি বাক্যাংশ ও হতে পারে। একইভাবে খবর একটি ইসম হতে পারে আবার একটি বাক্যাংশ ও হতে পারে।তবে মুতাআল্লিক বিল খবর সর্বদা একটি জার্ মাজরুর অথবা বিশেষ মুদফ ও মুদফ ইলাইহি বাক্যাংশ দিয়ে শুরু হবে।

নিচে পবিত্র কুরআন থেকে এই প্যাটার্নের বাক্যের কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

বাংলা অর্থ	খবর	মুতাআল্লিক বিল খবর	মুবতাদা
আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত	عَلِيمٌ	بِكُلِّ شَيْءٍ	اللَّهُ
আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়	حُسْنُ الْمَآبِ	عِندَهُ	اللَّهُ
আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়	حُسْنُ الثَّوَابِ	عِندَهُ	اللَّهُ
আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার	أَجْرٌ عَظِيمٌ	عِندَهُ	اللَّهُ
আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান	قَدِيرٌ	عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ	اللَّهُ
নিশ্চয়ই আল্লাহ, মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুনাময়	لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ	بِالنَّاسِ	إِنَّ اللَّهَ
নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুনাময়	لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ	بِكُمْ	إِنَّ اللَّهَ
নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে অবহিত	عَلِيمٌ	بِكُلِّ شَيْءٍ	أَنَّ اللَّهَ
নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সে-সন্বন্ধে সর্বজ্ঞাতা	عَلِيمٌ	بِهِ	إِنَّ اللَّهَ
বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা সওয়াব	أَجْرٌ عَظِيمٌ	عِندَهُ	إِنَّ اللَّهَ

বাংলা অর্থ	খবর	মুতাআল্লিক বিল খবর	মুবতাদা
নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে	عِلْمُ السَّاعَةِ	عِندَهُ	إِنَّ اللَّهَ
নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান	قَدِيرٌ	عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ	إِنَّ اللَّهَ
নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম	الْإِسْلَامُ	عِندَ اللَّهِ	إِنَّ الدِّينَ
নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষের জন্য প্রকাশ্য শত্রু	عَدُوٌّ مُّبِينٌ	لِلْإِنسَانِ	إِنَّ الشَّيْطَانَ
নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান	قَدِيرٌ	عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ	إِنَّكَ
নিঃসন্দেহে আমাদের প্রভুর কাছেই আমরা প্রত্যাবর্তনকারী	مُنقَلِبُونَ	إِلَىٰ رَبِّنَا	إِنَّا
নিঃসন্দেহে আমরা তাদের উপরে প্রতাপশালী	قَاهِرُونَ	فَوْقَهُمْ	إِنَّا
নিঃসন্দেহে আমরা তার হিতাকাংখী	لَنَاصِحُونَ	لَهُ	إِنَّا
নিঃসন্দেহে আমরা তার হেফাজতকারী	لَحَافِظُونَ	لَهُ	إِنَّا
নিঃসন্দেহে সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু	عَدُوٌّ مُّبِينٌ	لَكُمْ	إِنَّهُ
তাদের জন্যে লাঞ্ছনাকর শাস্তি রয়েছে	عَذَابٌ مُّهِينٌ	لَهُمْ	أُولَٰئِكَ
তাদের জন্যে রয়েছে সুউচ্চ মর্তবা	الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ	لَهُمْ	أُولَٰئِكَ

বাংলা অর্থ	খবর	মুতাআল্লিক বিল খবর	মুবতাদা
তাদেরই জন্যে আছে বসবাসের জান্নাত	جَنَّاتُ عَدْنٍ	لَهُمْ	أُولَٰئِكَ
তাদের জন্যে রয়েছে নির্ধারিত রুযি	رِزْقٌ مَّعْلُومٌ	لَهُمْ	أُولَٰئِكَ
তারাই থাকবে জান্নাতে পরম সম্মানিত অবস্থায়	مُّكْرَمُونَ	فِي جَنَّاتٍ	أُولَٰئِكَ
তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত	عَلِيمٌ	بِكُلِّ شَيْءٍ	هُوَ
এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর ব্যাপার	عَظِيمٌ	عِندَ اللَّهِ	هُوَ
এতে তারা থাকবে চিরকাল	خَالِدُونَ	فِيهَا	هُمْ
আমরা তাঁরই কাছেআত্মসমর্পণকারী	مُسْلِمُونَ	لَهُ	نَحْنُ
তোমরা তার ব্যাপারে গাফেল থাক	غَافِلُونَ	عَنْهُ	أَنتُمْ
সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের	حَرِيرٌ	فِيهَا	لِبَاسُهُمْ
তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান বসবাসের জান্নাত	جَنَّاتُ عَدْنٍ	عِندَ رَبِّهِمْ	جَزَاؤُهُمْ

জুমলা ইসমিয়া বাক্যের প্যাটার্ন-৬: মুবতাদা+খবর+খবর

জুমলা ইসমিয়া বাক্যের এই প্যাটার্নটি কিছুটা প্যাটার্ন-৯ এর মতো অর্থাৎ এখানে মুবতাদা ও খবর থাকে। পার্থক্য হলো এখানে একটি অতিরিক্ত খবর আসে অর্থাৎ মুবতাদার পর দুটি খবর পরপর আসে। পাশাপাশি বসা খবর দুটিকে মাউসুফ ও সিফাহর মতো মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে দুটি সিফাহ হিসাবে বাক্যের মুবতাদাকে বিশেষায়িত করে এবং একটি বাক্য তৈরী করে। এই বাক্যের প্যাটার্নে মুবতাদা হিসাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নাম পাওয়া যায়, এবং খবর (সিফাহ) হিসাবে দুটি করে আল্লাহর সুন্দর নাম আসে।

নিচে পবিত্র কুরআন থেকে এই প্যাটার্নের বাক্যের কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

বাংলা অর্থ	খবর	খবর	মুবতাদা
আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ	عَلِيمٌ	سَمِيعٌ	اللَّهُ
আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ	عَلِيمٌ	وَاسِعٌ	اللَّهُ
আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল	حَلِيمٌ	عَلِيمٌ	اللَّهُ
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরমজ্ঞানী	حَكِيمٌ	عَلِيمٌ	اللَّهُ
আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়	رَّحِيمٌ	غَفُورٌ	اللَّهُ
আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল	حَلِيمٌ	غَفُورٌ	اللَّهُ
আল্লাহ মহাবিত্তবান, সহিষ্ণু	حَلِيمٌ	غَنِيٌّ	اللَّهُ
আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল	حَلِيمٌ	شَكُورٌ	اللَّهُ
নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ	عَلِيمٌ	وَاسِعٌ	إِنَّ اللَّهَ
নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা,সর্বজ্ঞ	عَلِيمٌ	سَمِيعٌ	إِنَّ اللَّهَ
নিশ্চয়ই আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ	عَلِيمٌ	شَاكِرٌ	إِنَّ اللَّهَ
আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে সর্বশ্রোতা,সর্বজ্ঞ	عَلِيمٌ	سَمِيعٌ	إِنَّ اللَّهَ
নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান	قَدِيرٌ	عَلِيمٌ	إِنَّ اللَّهَ

বাংলা অর্থ	খবর	খবর	মুবতাদা
নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, পূর্ণ-ওয়াকিফহাল	خَبِيرٌ	عَلِيمٌ	إِنَّ اللَّهَ
নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী,ক্ষমাশীল	غَفُورٌ	لَعَفُوٌّ	إِنَّ اللَّهَ
নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী,ক্ষমাশীল	غَفُورٌ	عَزِيزٌ	إِنَّ اللَّهَ
নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর,পরাক্রমশালী	عَزِيزٌ	لَقَوِيٌّ	إِنَّ اللَّهَ
নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহাবিত্তবান,প্রশংসিত	حَمِيدٌ	لَغَنِيٌّ	إِنَّ اللَّهَ
আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ	حَكِيمٌ	عَزِيزٌ	إِنَّ اللَّهَ
নিশ্চয় তোমার প্রভু পরমজ্ঞানী,সর্বজ্ঞ	عَلِيمٌ	حَكِيمٌ	إِنَّ رَبَّكَ
নিশ্চয় তোমার প্রভু ক্ষমাশীল,দয়ালু	رَّحِيمٌ	غَفُورٌ	إِنَّ رَبَّكَ
নিশ্চয় তোমার প্রভু ক্ষমাশীল,দয়ালু	رَّحِيمٌ	غَفُورٌ	إِنَّ رَبَّكَ
নিশ্চয় আমার প্রভু ক্ষমাশীল,দয়ালু	رَّحِيمٌ	لَغَفُورٌ	إِنَّ رَبِّي
নিশ্চয় আমাদের প্রভু ক্ষমাশীল,গুণগ্রাহী	شَكُورٌ	لَغَفُورٌ	إِنَّ رَبَّنَا
নিশ্চয়ই আমার প্রভু মহাবিত্তবান,মহানুভব	كَرِيمٌ	غَنِيٌّ	إِنَّ رَبِّي
তিনি পরমজ্ঞানী, চির-ওয়াকিফহাল	الْخَبِيرُ	الْحَكِيمُ	هُوَ
নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ	حَكِيمٌ	عَزِيزٌ	إِنَّهُ
নিঃসন্দেহে তিনি পরমজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ	عَلِيمٌ	حَكِيمٌ	إِنَّهُ
নিঃসন্দেহে তিনি সর্বজ্ঞ,সর্বশক্তিমান	قَدِيرٌ	عَلِيمٌ	إِنَّهُ

বাংলা অর্থ	খবর	খবর	মুবতাদা
নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী	شَكُورٌ	غَفُورٌ	إِنَّهُ
নিঃসন্দেহে আমি সুরক্ষক, সর্বজ্ঞ	عَلِيمٌ	حَفِيظٌ	إِنِّي
নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু	رَّحِيمٌ	غَفُورٌ	إِنَّكَ

জুমলা ইসমিয়া বাক্যের প্যাটার্ন-৭: মুবতাদা (সর্বনাম) + খবর

জুমলা ইসমিয়া বাক্যের এই প্যাটার্নটি কিছুটা প্যাটার্ন-৬ এর মতো অর্থাৎ এখানে মুবতাদা ও খবর থাকে। পার্থক্য হলো এখানে মুবতাদার পর একটি অতিরিক্ত সর্বনাম আসে যা বাক্যের উপর জোর দেওয়ার জন্য মুবতাদার প্রতিশব্দ হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত সর্বনামটি বিভাজক হিসেবে না এলে বাক্যটি বাক্যাংশ-৬ (ইসমুল ইশারা ও মুশারুন ইলাইহি) এ পরিণত হতো।

নিচে পবিত্র কুরআন থেকে এই প্যাটার্নের বাক্যের কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

বাংলা অর্থ	খবর	সর্বনাম	মুবতাদা
তারাই হচ্ছে সফলকাম	الْمُفْلِحُونَ	هُمُ	أُولَٰئِكَ
তারাই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্থ	الْخَاسِرُونَ	هُمُ	أُولَٰئِكَ
তারাই হচ্ছে হিদায়াত প্রাপ্ত	الْمُهْتَدُونَ	هُمُ	أُولَٰئِكَ
তারাই হচ্ছে পরহেযগার	الْمُتَّقُونَ	هُمُ	أُولَٰئِكَ
তারাই হচ্ছে জালেম	الظَّالِمُونَ	هُمُ	أُولَٰئِكَ
তারাই হচ্ছে পাপাচারী	الْفَاسِقُونَ	هُمُ	أُولَٰئِكَ
তারাই হচ্ছে পথভ্রষ্ট	الضَّالُّونَ	هُمُ	أُولَٰئِكَ

বাংলা অর্থ	খবর	সর্বনাম	মুবতাদা
তারাই হচ্ছে অবিশ্বাসী	الْكَافِرُونَ	هُمُ	أُولَئِكَ
তারাই হচ্ছে মুমিন	الْمُؤْمِنُونَ	هُمُ	أُولَئِكَ
তারাই হচ্ছে সীমালংঘনকারী	الْمُعْتَدُونَ	هُمُ	أُولَئِكَ
তারাই হচ্ছে সফলকাম	الْفَائِزُونَ	هُمُ	أُولَئِكَ
তারাই হচ্ছে মিথ্যাবাদী	الْكَاذِبُونَ	هُمُ	أُولَئِكَ
তারাই হচ্ছে বেখেয়াল	الْغَافِلُونَ	هُمُ	أُولَئِكَ
তারাই হচ্ছে সীমালংঘনকারী	الْعَادُونَ	هُمُ	أُولَئِكَ
তারাই হচ্ছে উত্তরাধিকারী	الْوَارِثُونَ	هُمُ	أُولَئِكَ
তারাই হচ্ছে দ্বিগুণ লাভবান	الْمُضْعِفُونَ	هُمُ	أُولَئِكَ
তারাই হচ্ছে বোধশক্তিসম্পন্ন	أُولُو الْأَلْبَابِ	هُمْ	أُولَئِكَ
তারাই হচ্ছে সৎপথ অবলম্বনকারী	الرَّاشِدُونَ	هُمُ	أُولَئِكَ
তারাই হচ্ছে সত্যনিষ্ঠ	الصَّادِقُونَ	هُمُ	أُولَئِكَ
তারাই হচ্ছে সত্যপরায়ণ	الصِّدِّيقُونَ	هُمُ	أُولَئِكَ
তারাই হচ্ছে দুষ্কৃতিকারী কাফের	الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ	هُمُ	أُولَئِكَ
তারাই হচ্ছে দোযখের ইন্ধন	وَقُودُ النَّارِ	هُمْ	أُولَئِكَ
এটিই হলো মহাসাফল্য	الْفَوْزُ الْعَظِيمُ	هُوَ	ذَٰلِكَ
এটাই হলো দুরবর্তী পথভ্রষ্টতা	الضَّلَالُ الْبَعِيدُ	هُوَ	ذَٰلِكَ
এটাই হলো প্রকাশ্য ক্ষতি	الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ	هُوَ	ذَٰلِكَ

বাংলা অর্থ	খবর	সর্বনাম	মুবতাদা
এটাই হলো মহা অনুগ্রহ	الْفَضْلُ الْكَبِيرُ	هُوَ	ذَٰلِكَ
এটাই হলো প্রকাশ্য সাফল্য	الْفَوْزُ الْمُبِينُ	هُوَ	ذَٰلِكَ
নিঃসন্দেহে এটাই হলো সত্য ভাষণ	الْقَصَصُ الْحَقُّ	لَهُوَ	إِنَّ هَٰذَا
নিঃসন্দেহে এটি সুনিশ্চিত সত্য	حَقُّ الْيَقِينِ	لَهُوَ	إِنَّ هَٰذَا
নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ	الْفَضْلُ الْمُبِينُ	لَهُوَ	إِنَّ هَٰذَا
নিশ্চয়ই এটা মহাসাফল্য	الْفَوْزُ الْعَظِيمُ	لَهُوَ	إِنَّ هَٰذَا
নিশ্চয়ই এটি এক স্পষ্ট পরীক্ষা	الْبَلَاءُ الْمُبِينُ	لَهُوَ	إِنَّ هَٰذَا
নিশ্চয়ই আপনিই সব কিছুর দাতা	الْوَهَّابُ	أَنتَ	إِنَّكَ
নিশ্চয়ই আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী	عَلَّامُ الْغُيُوبِ	أَنتَ	إِنَّكَ

জুমলা ইসমিয়া বাক্যের প্যাটার্ন -৮ : বিবিধ

আমরা ইতিমধ্যে নামমাত্র বাক্যের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ৭ টি প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করেছি। পূর্বোক্ত ৭ টি প্যাটার্ন ব্যতীত, আমরা নামমাত্র বাক্যের যে প্যাটার্নই পাই, আমরা সেগুলিকে বিবিধ প্যাটার্ন হিসাবে বিবেচনা করব। বিবিধ প্যাটার্ন মূলত পূর্বোক্ত ৭ টি প্যাটার্নের কিছুটা পরিবর্তিত রূপ। যেমন একটি মুবতাদার সাথে হার্ফে আতফের মাধ্যমে একাধিক মুবতাদা আসতে পারে অথবা একটি খবরের পরিবর্তে একাধিক খবর অথবা একটি মুতাআল্লিক বিল খবরের পরিবর্তে একাধিক মুতাআল্লিক বিল খবর আসতে পারে। নিচে পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

বিবিধ-১: মুবতাদা + খবর + وَ + খবর

বাংলা অর্থ	খবর	وَ	খবর	মুবতাদা
তোমাদের বন্ধু হলো আল্লাহ ও তাঁর রসূল	رَسُولُهُ	وَ	اللَّهُ	وَلِيُّكُمُ
এগুলো আল-কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত	كِتَابٍ مُّبِينٍ	وَ	آيَاتُ الْقُرْآنِ	تِلْكَ

বিবিধ-২: মুবতাদা (সর্বনাম) + খবর + খবর

বাংলা অর্থ	খবর	খবর	(সর্বনাম)	মুবতাদা
নিঃসন্দেহে তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা	الْعَلِيمُ	السَّمِيعُ	هُوَ	إِنَّهُ
আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা	الْعَلِيمُ	السَّمِيعُ	هُوَ	اللَّهُ
নিশ্চয় আপনি পরাক্রান্ত,মহাবিজ্ঞ	الْحَكِيمُ	الْعَزِيزُ	أَنتَ	إِنَّكَ
নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী	الْعَزِيزُ	الْقَوِيُّ	هُوَ	إِنَّ رَبَّكَ
নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ	الْعَلِيمُ	الْخَلَّاقُ	هُوَ	إِنَّ رَبَّكَ
নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা পরাক্রান্ত, পরম দয়ালু	الرَّحِيمُ	الْعَزِيزُ	لَهُوَ	إِنَّ رَبَّكَ

বিবিধ-৩: মুতাআল্লিক বিল খবর + মুবতাদা + وَ + মুবতাদা

বাংলা অর্থ	মুবতাদা	وَ	মুবতাদা	মুতাআল্লিক বিল খবর
তাঁদের জন্যে রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা	رِزْقٌ كَرِيمٌ	وَ	مَّغْفِرَةٌ	لَّهُم
তাঁদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহান প্রতিদান	أَجْرٌ عَظِيمٌ	وَ	مَّغْفِرَةٌ	لَهُم
আল্লাহ্‌রই জন্যে মহাকাশমন্ডল ও পৃথিবীর রাজত্ব	الْأَرْضِ	وَ	مُلْكُ السَّمَاوَاتِ	لِلَّهِ

বাংলা অর্থ	মুবতাদা	وَ	মুবতাদা	মুতাআল্লিক বিল খবর
আল্লাহ্‌রই জন্যে মহাকাশমন্ডল ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ	الْأَرْضِ	وَ	جُنُودُ السَّمَاوَاتِ	لِلَّهِ
নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে	الْأَرْضِ	وَ	غَيْبُ السَّمَاوَاتِ	لَهُ

বিবিধ-৪: মুতাআল্লিক বিল খবর + মুতাআল্লিক বিল খবর + মুবতাদা

বাংলা অর্থ	মুবতাদা	মুতাআল্লিক বিল খবর	মুতাআল্লিক বিল খবর
তাদের জন্য ইহকালে রয়েছে লাঞ্ছনা	خِزْيٌ	فِي الدُّنْيَا	لَهُمْ
তাদের জন্য পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি	عَذَابٌ عَظِيمٌ	فِي الْآخِرَةِ	لَهُمْ
তাদের জন্যে সেখানে রয়েছে চিরস্থায়ী সুখসমৃদ্ধি	نَعِيمٌ مُّقِيمٌ	فِيهَا	لَّهُمْ

বিবিধ-৫: মুবতাদা (একাংশ) + মুতাআল্লিক বিল খবর +মুবতাদা (বাকি অংশ)

বাংলা অর্থ	মুবতাদা (বাকি অংশ)	মুতাআল্লিক বিল খবর	মুবতাদা (একাংশ)
নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন রয়েছে	لَآيَةً	فِي ذَٰلِكَ	إِنَّ
নিঃসন্দেহে এতে শিক্ষা রয়েছে	لَعِبْرَةً	فِي ذَٰلِكَ	إِنَّ
যে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান	أَجْرًا حَسَنًا	لَهُمْ	أَنَّ

বাংলা অর্থ	মুবতাদা (বাকি অংশ)	মুতাআল্লিক বিল খবর	মুবতাদা (একাংশ)
যে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার	أَجْرًا كَبِيرًا	لَهُمْ	أَنَّ
যে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত	جَنَّاتٍ	لَهُمْ	أَنَّ
কারণ তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব	عَذَابًا أَلِيمًا	لَهُمْ	بِأَنَّ

বিবিধ-৬ : মুবতাদা + মুতাআল্লিক বিল খবর + খবর + খবর

বাংলা অর্থ	খবর	খবর	মুতাআল্লিক বিল খবর	মুবতাদা
নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা এসব বিষয়ের পরে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু	رَّحِيمٌ	لَغَفُورٌ	مِن بَعْدِهَا	إِنَّ رَبَّكَ

মিশ্র বাক্য

যে বাক্যে জুমলা ইসমিয়া এবং জুমলা ফিলিয়া মিলে একটি পূর্ণ বাক্য তৈরি করে তাকে মিশ্র বাক্য বলা হয়। মিশ্র বাক্য দুই প্রকার :

- সামগ্রিকভাবে বাক্যটি জুমলা ইসমিয়া এবং বাক্যটিতে একটি মুবতাদা ও একটি খবর থাকে। কিন্তু খবর নিজেই আবার একটি পরিপূর্ণ জুমলা ফিলিয়া। যেমন :

খবর (জুমলা ফিলিয়া)	মুবতাদা
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ	إِنَّ اللَّهَ
অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন	নিশ্চয়ই আল্লাহ্

- সামগ্রিকভাবে বাক্যটি জুমলা ফিলিয়া এবং বাক্যটিতে একটি ফি'ল এবং একটি মাফউল থাকে। কিন্তু মাফউল নিজেই একটি পরিপূর্ণ জুমলা ইসমিয়া।যেমন :

মাফউল (জুমলা ইসমিয়া)	ফি'ল
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ	قُلْ
তিনি আল্লাহ্, একক-অদ্বিতীয়	বলো

লাইসার/لَيْسَ মাধ্যমে জুমলা ইসমিয়ার না-বোধক বাক্য গঠন

লাইসা/لَيْسَ বলতে কী বুঝায় ?

লাইসা/لَيْسَ শব্দটি (ফি'লটি) আরবি ব্যাকরণে অনন্য। কারণ এতে ফি'লের মত কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও এটি নিয়মিত ফি'ল নয়। ইংরেজি ব্যাকরণের auxiliary verb am/is/are not প্রকাশ করতে লাইসা/لَيْسَ ও এর অন্যান্য ফর্ম ব্যবহার করা হয়। আরবি ব্যাকরণের একটি নিয়মিত ফি'লের মতো, لَيْسَ এর অতীত কালের **১৪** টি ফর্ম রয়েছে। যদিও অতীত কালের প্যাটার্ন অনুসরণ করে **১৪** টি সর্বনামের জন্য **১৪** টি ফর্ম তৈরী হয়, কিন্তু অর্থগত দিক থেকে বর্তমান কালের অর্থ দেয়। অন্যদিকে, বর্তমান বা আমর ফর্মের জন্য কোনো ফর্ম নেই।নিচের টেবিলে, শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনুল কারীমে ব্যবহৃত ফর্মগুলি বাংলা এবং ইংরেজি অর্থ সহ দেখানো হলো :

বহুবচন	একবচন
هُمْ لَيْسُوا	هُوَ لَيْسَ
তারা নয়/They are not	সে/এটা নয়/He is not/It is not
	هِيَ لَيْسَتْ
	সে নয়/She is not
أَنْتُمْ لَسْتُمْ	أَنْتَ لَسْتَ
তোমরা নও/You are not	তুমি নও/You are not
أَنْتُنَّ لَسْتُنَّ	
তোমরা নও/You are not	
	أَنَا لَسْتُ
	আমি নই /I am not

লাইসার/لَيْسَ বৈশিষ্ট্য :

- لَيْسَ কে মুবতাদা বলা হয় না। বরং لَيْسَ র লুকায়িত সর্বনাম/রফা ফর্মের outside ইসমকে বলা হয় ইসম লাইসা لَيْسَ
- ইসম লাইসা/لَيْسَ লুকায়িত সর্বনাম না হয়ে বাহ্যিক/outside ইসম ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে বাহ্যিক ইসমটি রফা ফর্মে হবে ।
- অন্যদিকে খবরকে বলা হয় খবর লাইসা/لَيْسَ
- বাক্যে মুতাআল্লিক বিল খবর লাইসা/لَيْسَ ও থাকতে পারে
- খবর লাইসা/لَيْسَ নাসব ফর্মে হয় ।
- তবে অধিক জোর দেয়ার ক্ষেত্রে খবর লাইসা/لَيْسَ কে হারফে জার্ بِ এর মাধ্যমে জার্-মাজরূর বানানো হয়।

যেহেতু **لَيْسَ/লাইসার** মধ্যেই একটি লুকায়িত সর্বনাম আছে, বর্তমান কালের জুমলা ইসমিয়াকে **না-বোধক** করার সময় আলাদা করে সর্বনাম ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। নিচে উদাহরণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি :

খবর	মুবতাদা	
مُحْسِنٌ সৎকর্মশীল	هُوَ সে	**হা-বোধক**
مُحْسِنًا সৎকর্মশীল	لَيْسَ সে নয়	**না-বোধক**
بِمُحْسِنٍ মোটেও সৎকর্মশীল	لَيْسَ সে নয়	**না-বোধক****

** অধিক জোর দিয়ে বলতে চাইলে এই প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয়।

খবর	মুবতাদা	
ظَالِمُونَ অন্যায়কারী	أَنْتُمْ তোমরা	হা-বোধক
ظَالِمِيْنَ অন্যায়কারী	لَسْتُمْ তোমরা নও	না-বোধক
بِظَالِمِيْنَ মোটেও অন্যায়কারী	لَسْتُمْ তোমরা নও	না-বোধক**

খবর	মুবতাদা	
مُسْلِمٌ একজন মুসলিম	الرَّجُلُ লোকটি	হা-বোধক
مُسْلِمًا একজন মুসলিম	لَيْسَ الرَّجُلُ লোকটি নয়	না-বোধক
بِمُسْلِمٍ মোটেও একজন মুসলিম	لَيْسَ الرَّجُلُ লোকটি নয়	না-বোধক**

পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে لَيْسَ/লাইসার উদাহরণ

লাইসার মাধ্যমে বর্তমান কালের জুমলা ইসমিয়াকে না-বোধক করা হয়। লাইসার ব্যবহার/لَيْسَ সহজে বোঝার জন্য, আমরা তিনটি প্যাটার্ন অনুসরণ করে শিখবো ইন শা আল্লাহ্।

প্যাটার্ন -১ : ইসম লাইসা + খবর লাইসা (بِ এর মাধ্যমে গঠিত জার্ -মাজরূর)

খবর লাইসা	ইসম লাইসা
بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ	أَلَيْسَ اللَّهُ
বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক	আল্লাহ্ কি নন?
بِالْحَقِّ	أَلَيْسَ هَٰذَا
বাস্তব সত্য	এটা কি নয়?
بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ	لَيْسَ
বান্দাদের প্রতি মোটেও জুলুমকারী	তিনি নয়
بِقَرِيبٍ	أَلَيْسَ الصُّبْحُ
আসন্ন	ভোরবেলা কি নয়?
بِكَافٍ عَبْدَهُ	أَلَيْسَ اللَّهُ
তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট	আল্লাহ কি নয়?
بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ	أَلَيْسَ اللَّهُ
পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী	আল্লাহ কি নয়?

বাক্যটিতে অধিক জোর দেওয়ার জন্য, এই প্যাটার্নটি ব্যবহার করা হয়।

প্যাটার্ন -২ : লাইসা + খবর লাইসা/মুতাআল্লিক বিল খবর লাইসা

খবর লাইসা/মুতাআল্লিক বিল খবর লাইসা	ইসম লাইসা
الْبِرَّ	لَّيْسَ
ধার্মিকতা	এটা নয়
مِنِّي	لَيْسَ
আমার থেকে	সে নয়
مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ	لَيْسَ
আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোনো কিছুই	নেই
كَالْأُنْثَىٰ	لَيْسَ الذَّكَرُ
নারীর মত	পুরুষ নয়
فِي قُلُوبِهِمْ	مَّا لَيْسَ
তাদের অন্তরে	যা নেই
مَصْرُوفًا عَنْهُمْ	لَيْسَ
তাদের থেকে প্রতিহত হওয়ার	এটা নয়
مِنْ أَهْلِكَ	لَيْسَ
তোমার পরিবারভুক্ত	সে নয়

প্যাটার্ন -৩ : লাইসা + মুতাআল্লিক বিল খবর লাইসা + ইসম লাইসা

কখনো কখনো ইসম লাইসা لَيْسَ/লাইসার পরপরই নাও আসতে পারে বরং মুতাআল্লিক বিল খবর লাইসার পরে আসতে পারে। এ ধরণের বাক্যে খবর লাইসা সাধারণত উহ্য থাকে। ইসমটির রফা স্টেটাস দেখে আমরা বুঝতে পারবো এটা ইসম লাইসা। নিম্নোক্ত টেবিলে উদাহরণ দেখানো হলো:

ইসম লাইসা	মুতাআল্লিক বিল খবর লাইসা	লাইসা
جُنَاحٌ	عَلَيْكُمْ	لَيْسَ
কোনো পাপ	তোমাদের উপর	নেই
هُدَاهُمْ	عَلَيْكَ	لَّيْسَ
তাদের হিদায়াত	তোমার (উপর) দায়িত্ব	নয়
عِلْمٌ	لَكُم بِهِ	لَيْسَ
কোনো জ্ঞান	তোমাদের এ বিষয়ে	নেই
سَبِيلٌ	عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ	لَيْسَ
কোনো পাপ	অশিক্ষিতদের ব্যাপারে আমাদের	নেই
شَيْءٌ	لَكَ مِنَ الْأَمْرِ	لَيْسَ
কোন কিছু	এ ব্যাপারে আপনার (করণীয়)	নেই
وَلَدٌ	لَهُ	لَيْسَ
কোনো সন্তান	তার	নেই
وَلِيٌّ	لَهُم مِّن دُونِهِ	لَيْسَ
কোনো অভিভাবক	তাদের জন্য তিনি ছাড়া	নেই
سَفَاهَةٌ	بِي	لَيْسَ
কোনো মূর্খতা	আমার মধ্যে	নেই
ضَلَالَةٌ	بِي	لَيْسَ
কোনো পথভ্রান্তি	আমার মধ্যে	নেই
إِلَّا النَّارُ	لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ	لَيْسَ
আগুন ছাড়া আর কিছুই	যাদের জন্য পরকালে	নেই
رَجُلٌ رَّشِيدٌ	مِنكُمْ	أَلَيْسَ
কোনো ভাল মানুষ	তোমাদের মধ্যে	কি নেই?

ইসম লাইসা	মুতাআল্লিক বিল খবর লাইসা	লাইসা
سُلْطَانٌ	لَكَ عَلَيْهِمْ	لَيْسَ
কোনো প্রভাব	তাদের উপর তোমার	নেই
جُنَاحٌ	عَلَيْهِنَّ	لَيْسَ
কোনো পাপ	তাদের জন্য	নেই
حَرَجٌ	عَلَى الْأَعْمَىٰ	لَّيْسَ
কোনো দোষ	অন্ধের জন্য	নেই
دَعْوَةٌ	لَهُ	لَيْسَ
কোনো দাওয়াত	তার জন্য	নেই
شَيْءٌ	كَمِثْلِهِ	لَيْسَ
কোনো কিছুই	তাঁর সদৃশ	নেই

লান না-ফিয়াতু লিল জিনস/ لَا النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ

লান না-ফিয়াতু লিল জিনস বলতে কী বুঝায় ?

লান না-ফিয়াতু লিল জিনস/Absolute Categorical Negation হলো এক বিশেষ ধরণের না-বোধক জুমলা ইসমিয়া বাক্যের প্যাটার্ন। এই ধরণের বাক্যের দ্বারা চূড়ান্ত পর্যায়ের না বোঝানো হয় যার কোনো ব্যতিক্রম নেই।

সাধারণ পর্যায়ের না-বোধক বাক্যের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো এক ব্যক্তি ডায়েটে রয়েছেন। তিনি যখন তার বন্ধুর বাড়িতে গেলেন, তখন তার বন্ধু কিছু খাবার খেতে দিলো। তিনি জানালেন যে তিনি ডায়েটে আছেন, তাই তিনি এই খাবারগুলো গ্রহণ করতে পারবেন না। তার বন্ধু বারবার অনুরোধ করলেন এবার খেয়ে নিতে, তারপর থেকে ডায়েট করতে। বন্ধুর বারবার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত সেই খাবার খেয়ে নিলেন। প্রথমে সে খাবার গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত সে খাবার খেয়ে নিলেন। স্থান, সময় এবং ব্যক্তির উপর ভিত্তি করে এই ধরনের না-বোধক বাক্যের ব্যতিক্রম আছে।

কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ের না-বোধক বাক্যের ক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম হয় না। যেমন পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি যদি তার বন্ধুকে লান না-ফিয়াতু লিল জিনস ধরণের না করেন, তাহলে এই ব্যক্তি কোনো ভাবেই ডায়েটের বাইরে যাবে না যদিও তাকে অসংখ্য বার খাওয়ার অনুরোধ করা হয়। যখন আমরা শাহাদাতের কালিমা **لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ** পাঠ করি তখন আমরা **"আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই"** এই ব্যাপারে চূড়ান্ত পর্যায়ের না করি যা কক্ষনো, কোনো অবস্থাতেই ব্যতিক্রম হয় না।

লান না-ফিয়াতু লিল জিনস বাক্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে:

- বাক্যটি لا দিয়ে শুরু হবে।
- তারপর **একবচন, Light, অনির্দিষ্ট এবং নাসব** ফর্মের একটি ইসম আসবে।
- তারপর বাকি অংশ আসবে।

নিম্নের টেবিলে পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে কিছু লান না-ফিয়াতু লিল জিনসের উদাহরণ দেখবো :

বাকি অংশ	ইসম(একবচন, Light, অনির্দিষ্ট এবং নাসব)	لا
إِلَّا اللَّهُ	إِلَٰهَ	لَا
আল্লাহ ব্যতীত	(কোনো) উপাস্য	নেই
إِلَّا هُوَ	إِلَٰهَ	لَا
তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত	(কোনো) উপাস্য	নেই
إِلَّا أَنْتَ	إِلَٰهَ	لَا
তুমি (আল্লাহ) ব্যতীত	(কোনো) উপাস্য	নেই
إِلَّا أَنَا	إِلَٰهَ	لَا
আমি (আল্লাহ) ব্যতীত	(কোনো) উপাস্য	নেই
إِلَّا بِاللَّهِ	قُوَّةَ	لَا
আল্লাহ্ (শক্তি) ছাড়া	(কোনো) শক্তি	নেই
لَهُ	شَرِيكَ	لَا
তাঁর (জন্য)	কোনো অংশীদার	নেই
فِيهِ	رَيْبَ	لَا
এর মধ্যে	(কোনো) সন্দেহ	নেই
لَنَا	عِلْمَ	لَا
আমাদের	(কোনো) জ্ঞান	নেই
فِي الدِّينِ	إِكْرَاهَ	لَا
দ্বীনের মধ্যে	(কোনো) জবরদস্তি	নেই
فِي كَثِيرٍ	خَيْرَ	لَا

বাকি অংশ	ইসম(একবচন, Light, অনির্দিষ্ট এবং নাসব)	لا
অধিকাংশ (পরামর্শের) মধ্যে	(কোনো) কল্যান	নেই
لِكَلِمَاتِ اللَّهِ	مُبَدِّلَ	لَا
আল্লাহ্‌র বাণীর	(কোনো) পরিবর্তনকারী	নেই
لِكَلِمَاتِ اللَّهِ	تَبْدِيلَ	لَا
আল্লাহ্‌র বাণীর	(কোনো) পরিবর্তন	নেই
لَهُ	هَادِيَ	لَا
তার (জন্য)	(কোনো) পথপ্রদর্শক	নেই
لَهُ	كَاشِفَ	لَا
তার (জন্য)	(কোনো) মোচনকারী	নেই
لِفَضْلِهِ	رَادَّ	لَا
তার অনুগ্রহ	রদ হবার	নয়
لَهُ	مَرَدَّ	لَا
তার/এটার	(কোনো) রদকারী	নেই
لِحُكْمِهِ	مُعَقِّبَ	لَا
তাঁর হুকুমের	(কোনো) প্রতিহতকারী	নেই
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ	حُجَّةَ	لَا
আমাদের ও তোমাদের মধ্যে	(কোনো) বিবাদ	নেই

কুইজ -১ (নামমাত্র বাক্য)

১. একটি নামমাত্র বাক্যে কয়টি উপাদান থাকতে পারে ?

- **১**
- ২
- ৩
- ৪

২. নামমাত্র বাক্যের উপাদানগুলো কী কী ?

- মুবতাদা
- খবর
- মুতাআল্লিক বিল খবর
- উপরের সবগুলো

৩. নামমাত্র বাক্যের প্রথম উপাদান কী ?

- মুতাআল্লিক বিল খবর
- মুবতাদা
- খবর
- উপরের কোনটিই নয়

৪. নামমাত্র বাক্যের দ্বিতীয় উপাদান কী ?

- মুতাআল্লিক বিল খবর
- মুবতাদা
- খবর
- উপরের কোনটিই নয়

৫. নামমাত্র বাক্যের তৃতীয় উপাদান কী ?

- মুতাআল্লিক বিল খবর
- মুবতাদা
- খবর
- উপরের কোনটিই নয়

৬. নামমাত্র বাক্যের তৃতীয় উপাদান কী বাক্যের শুরুতে বসতে পারে?

- হা
- না

৭. নামমাত্র বাক্যের তৃতীয় উপাদান কী দ্বিতীয় উপাদানের আগে বসতে পারে?

- হা
- না

৮. একটি নামমাত্র বাক্যে সাধারণত প্রথম উপাদান উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক নয়।

- সত্য
- মিথ্যা

৯. একটি নামমাত্র বাক্যে দ্বিতীয়/তৃতীয় উপাদান উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক নয়।

- সত্য
- মিথ্যা

১০. নামমাত্র বাক্যের প্রথম উপাদান সর্বদা বাক্যের শুরুতে বসবে।

- সত্য
- মিথ্যা

১১. নামমাত্র বাক্যের তৃতীয় উপাদানে (মুতাআল্লিক বিল খবর) সর্বদা জার মাজরুর/বিশেষ মুদফ ও মুদফ ইলাইহি বাক্যাংশ থাকবে।

- সত্য
- মিথ্যা

উত্তর : কুইজ -১ (নামমাত্র বাক্য)

১.	২.	৩.	৪.
৩	উপরের সবগুলো	মুবতাদা	খবর
৫.	**৬.**	**৭.**	**৮.**
মুতাআল্লিক বিল খবর	হা	হা	মিথ্যা
৯.	**১০.**	**১১.**	
সত্য	মিথ্যা	সত্য	

কুইজ -২ (নামমাত্র বাক্য)

১. এই নামমাত্র বাক্যে إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ কয়টি উপাদান আছে?

- ১
- ২
- ৩
- ৪

২. এই নামমাত্র বাক্যে هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ কোন উপাদানটি নেই?

- মুবতাদা
- মুতাআল্লিক বিল খবর
- খবর
- উপরের সবগুলো আছে

৩. এই নামমাত্র বাক্যে ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا খবর কোনটি?

- ذَٰلِكَ
- الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
- مَتَاعُ
- مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

৪. এই নামমাত্র বাক্যে إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ খবর কোনটি?

- إِنَّ اللَّهَ
- الصَّابِرِينَ
- مَعَ
- উপরের কোনটিই নয়

৫. এই নামমাত্র বাক্যে عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ কোন উপাদানটি নেই?

- মুবতাদা
- মুতাআল্লিক বিল খবর
- খবর
- উপরের কোনটিই নয়

৬. এই নামমাত্র বাক্যে هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي খবর কোনটি?

- هَٰذَا
- مِّن
- رَحْمَةٌ
- رَّبِّي

৭. এই নামমাত্র বাক্যে إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ বাক্যের সবগুলো উপাদান নেই।

- সত্য
- মিথ্যা

৮. এই নামমাত্র বাক্যে إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ খবর হলো لِلْإِنسَانِ

- সত্য
- মিথ্যা

৯. এই নামমাত্র বাক্যে إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ মুতাআল্লিক বিল খবর কোনটি ?

- إِنَّا
- إِلَىٰ
- مُنقَلِبُونَ
- إِلَىٰ رَبِّنَا

১০. এই নামমাত্র বাক্যে إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ খবর কোনটি ?

- إِنَّ رَبَّكَ
- حَكِيمٌ
- عَلِيمٌ
- শেষের দুটি

১১. এই নামমাত্র বাক্যে أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ খবর কোনটি ?

- أُولَٰئِكَ
- هُمُ
- الْمُفْلِحُونَ
- খবর নেই

উত্তর : কুইজ -২ (নামমাত্র বাক্য)

১.	২.	৩.	৪.
২	মুতাআল্লিক বিল খবর	مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	উপরের কোনটিই নয়
৫.	**৬.**	**৭.**	**৮.**
খবর	رَحْمَةٌ	মিথ্যা	মিথ্যা
৯.	**১০.**	**১১.**	
إِلَىٰ رَبِّنَا	শেষের দুটি	الْمُفْلِحُونَ	

الْحَمْدُ لِلَّهِ